লোক-সাহিত্য

পঞ্চদশ খণ্ড

[আঁটকুড়ে রাজার পালাগান ও কিস্‌সা সংকলন]

সম্পাদক

অধ্যাপক আলমগীর জলীল

ও

সামীয়ুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রসঙ্গ-কথা

আঁটকুড়ে রাজার পালাগান ও লোক-কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলো। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত পাঠান্তরমূলক একটি পালাগান ও পাঁচটি কিস্সা স্থান পেল। বলাবাহুল্য যে, একই প্রকার লোক-কাহিনীর এইরূপ পাঠান্তর আঁটকুড়ে রাজার লোক-কাহিনীতে যেরূপ প্রতিফলিত, অন্যান্য লোক-কাহিনীতে তা বিরল। এখানে বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, পাঠান্তরমূলক কিস্সা বা কাহিনী আঞ্চলিক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের সহায়ক। এর মাধ্যমে আমরা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মানসিকতার পরিচয় পেয়ে থাকি। সে কারণে লোক-সাহিত্যের যে-কোন পাঠান্তরমূলক বিষয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে পাঠান্তরমূলক এই আঁটকুড়ে রাজার কাহিনীগুলো থেকে গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাতে 'মটিফ' বা উদ্দিষ্ট বিষয় নির্ণয় করতে পারেন সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এই কাহিনীগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

'মটিফ' নির্ণায়ক কাজের সহায়তার জন্যে বাংলা একাডেমী থেকে ইতিপূর্বে এ ধরনের বই প্রকাশ করা হয়নি। এই প্রথম প্রচেষ্টা। এ কারণে গ্রন্থখানি বিদগ্ধ পণ্ডিত ও গবেষকদের সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই পালাগান ও কিস্সাগুলো থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-জীবনের কতিপয় পরিচয় বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের ভাষা, আচার-আচরণ, সমাজ-জীবন এবং জীবনের হাস্য-কৌতুক রসাসৃত ভঙ্গির নানা ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে বাংগালী জীবনের সমাজতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক আলোচনার পথ সুগম হবে।

আঁটকুড়ে রাজার পালাগান ও লোক-কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন, ফোকলোর ডিভিশনের তদানীন্তন সহ পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক আলমগীর জলীল এবং ফোকলোর ডিভিশনের সহ-অফিসার জনাব এস. এম. সামীরুল ইসলাম। এছাড়া সহ অফিসার অধ্যাপক খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রোগ্রাম

সহকারী জনাব মোহাম্মদ ইসাহাক আলী, সহকারী জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক মোল্লা ও জনাব মোহাম্মদ সাইছুর আঁটকুড়ে রাজার পালাগান ও কিস্‌সাগুলো কপি করে দিয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশনা কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থখানি গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপকারে এলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সূচীপত্র

আঁটকুড়ে রাজার পালাগান

১। রংপুর : বীরাগুরু তৃষ্ণাপতি কন্তার পালাগান ১

আঁটকুড়ে রাজার কিস্‌সা

২। মোমেনশাহী ৬৫
৩। সিলেট ১২১
৪। টাঙ্গাইল ১৪৯
৫। ফরিদপুর ১৫৬
৬। রাজশাহী ১৬৭
৭। পরিশিষ্ট ১৯৭

আঁটকুড়ে রাজার পালাগান

রংপুর

রংপুর থেকে আঁটকুড়ে রাজা সম্পর্কিত 'বীরাগুরু ও তৃষ্ণাপতি কন্যার পালাগান'টি বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহকরূপে সংগ্রহ করেছিলেন জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে ফোকলোর ডিভিশনে সহ-অফিসার পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাকঘর—বেল্‌কা, জিলা—রংপুর।

বীরাগুরু তৃষ্ণাপতি কন্যার পালাগানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

তেপই নামে খাগড়া মুল্লুকে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ধন ছিল প্রচুর কিন্তু কোন জন ছিল না। তাই তিনি ছেলেপুলের জন্তে আল্লাহ্র দরবারে দিনরাত মুনাজাত করতেন। এমনিভাবে সুদীর্ঘ দিন মুনাজাত করার পর বৃদ্ধ বয়সে তার ঘরে একটি রূপসী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাজা সেই কন্যার নাম রাখেন তৃষ্ণাপতি।

সাত সখী নিয়ে তৃষ্ণাপতি প্রত্যহ নদীর ঘাটে স্নান করে। একদিন স্নান করার সময় সে নদীর পানি দিয়ে একটি সুগন্ধি ফুল ভেসে যেতে দেখে ফুলটি হাতে তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নেয়, এতে অল্প দিনের মধ্যে অবিবাহিতা তৃষ্ণাপতি গর্ভবতী হয়।

বিয়ের পূর্বে তৃষ্ণাপতি গর্ভবতী হওয়ায় রাজা তার উপরে ভীষণ রুষ্ট হলেন এবং কলঙ্কের ভয়ে কন্যাকে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। কিন্তু রাজার হুকুম সত্বেও কোতোয়াল তৃষ্ণাপতিকে মেরে ফেলতে পেল না। সে কৌশল করে তৃষ্ণাপতিকে বনে রেখে এলো। বনে তৃষ্ণাপতির একটি ছেলে প্রসব হলো। তৃষ্ণাপতি সেই ছেলের নাম রাখলো বীরাগুরু। ভূমিষ্ঠ শিশুসহ তৃষ্ণাপতি সেই গভীর বনে বসবাস করতে লাগলো।

একদিন সেই বনে এক সদাগর শিকার করতে এলেন। তিনি তৃষ্ণাপতির অতুলনীয় রূপলাবণ্য দেখে মোহিত হলেন এবং জোরজবরদস্তি করে তৃষ্ণাপতিকে সাথে নিয়ে নিজের দেশে গেলেন। এদিকে বীরাগুরু অসহায় অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে রইলো।

বীরাগুরুর কান্না দেখে কে? সেই গহীনবনে বীরাগুরু পেটের ক্ষিধায় কাঁদতে লাগলো। তার সেই কান্না শুনে বনের বাঘিনীর প্রাণ গলে গেল। তাই সে নিজ পুত্ররূপে বুকের দুধ দিয়ে বীরাগুরুকে লালন পালন

করতে লাগলো। বাঘিনীর স্নেহযত্নে বীরাগুরু অল্প দিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠলো।

মানুষকুলে জন্মগ্রহণ করে পশুর সঙ্গে বসবাস বীরাগুরুর মোটেই ভাল লাগল না। তাই একদিন সে বাঘিনীর মায়াজাল ছিন্ন করে মায়ের খোঁজে বের হলো। অতঃপর খুঁজতে, খুঁজতে, খুঁজতে···একদিন সে এমরান রাজার রাজ্যে উপস্থিত হলো। সেখানে এসে এমরান রাজার কন্যে এমরানভানুর সাথে বীরাগুরুর বিয়ে হলো। কিন্তু এমরানভানু তার সুকোমল হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে বীরাগুরুকে বেশীদিন ধরে রাখতে পেল না। সে অল্পদিনের মধ্যেই এমরানভানুর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ছিলভর শহরে গিয়ে উপস্থিত হলো। ছিলভর শহরে গিয়ে বীরাগুরু ছিলমতি কন্যা সহ সাতজন পরীকে বিয়ে করলো। এই পরীরাই শেষপর্যন্ত বীরাগুরুর মাকে উদ্ধার করে।

মাকে উদ্ধার করার পর বীরাগুরু নয়জন স্ত্রীসহ তেপই রাজার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয় এবং বাঘিনীর সহায়তায় তার নানা তেপই রাজার নিকট থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে নিজেই উক্ত রাজ্য পরিচালনা শুরু করে।

বীরাগুরু তৃষ্ণাপতি কন্যার পালা

খাগড়া মুল্লুকোত্ আছিল
তেপই আজা নামো রে !
ধন দৌলোত দিচে আলায়
ধনের নাই [১] তার ওড় রে !

সেইনা ধন দিয়া বাইদ্বার পারে বাশ্শা,
সু-বর্ণের জংগোলো রে !
এ্যাত্ধন দিচে রে আল্লায়
তেপই আজার ঘরে রে !

ব্যাটা বেটি নাই ছায় গো খোদায়,
বদোন কোলার [২]। পরে রে !
ব্যাটা বেটির জন্তে বাশ্শা
কানদে জারে জারে রে !

এ্যাকনা ব্যাটা ছাহো গো আল্লা,
সয়ালো সংসারে রে !
কামাই খাবার আশা নাই মোর,
মাটি দিবে কেবা রে !

বারো বচ্চর কান্ছে রে তেপই
হোজরা ঘ্যানার [৩] ঘরে রে !
এ্যাকদিন ছ্যাকো তাঁই মোনাজাত করে
হক আল্লার দরবারে রে,

১ ধনের কোন হিসাব নাই।
২ নিজের পেটে।
৩ নামাজ পড়ার ঘরে।

ওরে কাইন্‌তে কাইন্‌তে স্থাকো বাশ্‌শা,
ব্যাহুশোতে পইলো রে,
হ্যানকালে হক [৪] আল্লায়,
জিবরিলোক্‌ ডাকেয়া কয় রে!
যাহো যাহো যাহো গো জিবরিল,,
তেপই আজার ঘরে রে!

এ্যাকনা বেটি দিলু বাশ্‌শাক মুই,
আনীরো ওদ্দোরে!

বেটি ছাড়া ব্যাটা নাই তার
দপতোরের ভেতোরে [৫]!

এই কথা শুনিয়া বা জিবরিল গো,
জিবরিল যায় বা বাও ভরে।

যেটেই [৬] বা আছিল তেপই আজা গো,
জিবরিল গ্যালো তার শিতানে

তেপই আজার আগোত্‌ বা কতা গো,
জিবরিলে নাইগছে কহিবারে,

জিবরিল গেল নিঁদ ভাংগিলো গো,
বাশ্‌শা ভাবে মনে মনে।

সবুরের দুই বা সৈন্জা গো,
করেঁা মুই এলাহির দরবারে।

খুশী হয়া তক্‌তের আল্লা গো,
বেটি দিলো তার ঘরে।

৪ হ্যানকালে—এমন সময়

৫ দপ্তরের ভিতরে—

৬ যেটেই—যেখানে

গরবোপতি হইলো বা আনী গো,
ও আনী খোদারো হুকুম।
ত্যাগত্যাগ [৭] কইরতে কইরতে ত্যাকো,
দশ মাস পুরা হয়া গেল,
আল্লার হুকুমে সোন্দোর এ্যাক কইন্যা গো
পৃতিমিত জলমো নিলো।
তৃষণাপতি বুলিয়া সেই চেংড়ির নাম গো,
তেপই আজায় থুইলো।

ত্যাগত্যাগিতে ত্যাকো বা কইন্যা গো,
কইন্যার বার বচ্চর হইল।
দুই বা দাসীক সাথে করি নিয়া গো
তৃষণাপতি নদীর ঘাটত্ গেল,
নদীর ঘাটতে্ যায়া কন্যা গো,
বসিয়া থাকিলো।
উজান মুখে এক ফুল গো, ক্যাবোল দোড়াইতে নাগিল।

ডগমগ্ করে সেইবা ফুল গো,
ফুল দেখিতে সোন্দোরো গো,
সেই ফুল ত্যাকিয়া তৃষণাপতির গো,
মোন বা মজিয়া গেলো।

সেই ফুল ধরিতে কন্যায় হাত বাড়েয়া দিলো
ভাইসতে ভাইসতে সেই ফুল আসিয়া
কইন্যার হাতোত ধরা দিলো,
সুবুদ্দি আছিল কন্যার গো, কুবুদ্ধি ঘটল।

ত্যাষের বা কপালের দুক্ক গো,
কন্যা বুঝবারে না পাইল

৭ দেখতে দেখতে

আগপাচ না ভাবিয়া কন্যা গো,
সেই ফুল নাকোত্ তুলিয়া নিলো।
ফুলের মধ্যে আছিল বীরাগুরু গো,
সেই ছাওয়া ওদ্দোরেতে গ্যালো,
লাল বরণ সেই বা ফুল[৮] গো কেবল কালা
বরণ হইলো।

সেই ফুল সেত্তেই[৯] ফ্যালে বা দিয়া গো
কইন্যা বাড়ীত ফিরিয়া আইলো,
ওরে তবে ত্যাকো তৃষণাপতি কইন্যা
ভাবিবার লাগিলো রে !

দেও কি দানোব আছিল ফুলোত্
না পাও বুঝিবারে রে !
এইগলা কতা ভাইবতে [১০] মিলতে
তিন মাস গত হইল রে !
আল্লার হুকুমে ত্যাকো কইন্যার গরবো
বাড়িতে লাগিল রে !

ওরে এক মাস দুই মাস কইরতে কইরতে,
যকোন পাঁচ মাস পুরিয়া গ্যালো রে !
ওরে আশপশ্শি[১১] সাগাই সোদরে,
তাক জানিয়া পাইলো রে,
এই কতায় এ্যাকদিন তেপই আজ্ঞা,
আইগনের[১২] নাহান জলিয়া উঠিলো রে !

---

৮ সেই ছেলে পেটে গেল
৯ সেত্তেই—সেইখানে
১০ এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে।
১১ পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন।
১২ আগুনের মত।

অবিয়া চেংড়ী[১৩] আছিল কন্যা
দাসী আছিল সাথে রে।
ক্যামন করিয়া সেই না কন্যা
গর্ব্ববতী হইল রে।

জাইত গ্যালো কুল গ্যালো রে,
আরো গ্যালো মান রে,
এই শরমে দেকো গো আনী,
না আকিম মুই জানো রে [১৪]
জহোর নিয়া আসি খামোঁ আমি,
না আকিমোঁ জানো রে,
এই মুকোতে এই মুখ আমি
না দ্যাকামোঁ কাকো রে!

এই বুলিয়া তেপই আজা,
হুকুম ভালা দিল রে!
এই হুকুম শুনিয়া আনী
ভাবে মনে মনে রে!

সাত টাকা করে কাটলে বেটিক,
মুই বাচিম বা কেমনে রে!
হ্যানসোমে[১৫] ব্যালদার যে
অসি নিয়া হাতে রে!

দুষ্টা কইন্যাক হাতে আর পায়ে
বানদে তাঁই ভিড়িয়া[১৬] রে,

১৩ অবিবাহিত মেয়ে
১৪ আমি জীবন রাখব না।
১৫ এমন সময়
১৬ কষিয়া বাঁধে

এই ছান ছাকিয়া[১৭] অইনা রে আনী,
ব্যালদারের পাওয়েত্তে পড়ে লুটিয়া রে।
ধরমের বাপ হও রে ব্যালদার,
ব্যালদার ছাড়িয়া দ্যাও বাচাকে রে।
কইল্জার টুকরা মোর যাদু,
চউকের পুতুলি [১৮] রে
ছাড়িয়া দাও সোনার যাদুক
নিজে আমি মরি রে।

বাঁচার বদোল রে ব্যালদার
মোর হাত বান্দোরে।
এ্যাকে তো জাল্লাদ রে জাতি
মোন হইলো পাষাণ রে।

ধাক্কা মারি নিয়া যাবার লাগিল রে।
তাই না মানে বারোন।

কাইন্তে কান্ইতে অই নারে আনী,
পায়োত্ পড়ে লুটিয়া।
আনীর কানদোন শুনিয়া ব্যালদারের
মোন গ্যালো গলিয়া।

হাতোত আছিল ছন্ছনা ছরি,
মাটিতে ফ্যালেয়া দিল রে।

শোন শোন মা জননী
মুই বলোঁ তোমারে [১৯] রে,
তোমার বেটির হাতের বান্দন
খুলিয়া ভালা দিনুরে।

১৭ এইরূপ দেখে।

১৮ চাউকের পুতুতি—চোখের তারা।

১৯ আমি তোমাকে বলি।

ওরে আইত পোয়াইলে [২০] তেপই আজা,
ওরে বাঁচে না আকিবে রে।
শোন শোন শোন বা ব্যালদার গো,
ব্যালদার কয়া বুজাওঁ [২১] তোরে।

তুই মোর ধরমের বাপ গো,
বেটিক তুলিয়া দিলু তোর হাতে,
য্যামন করে বাঁচপার পাওঁ [২২] বেটিক গো,
ও যাদুধন বাঁচাইবে তাহাকে!

কিছু দিন বাদে যেন যাদুধন গো,
মুই বেটিক পাওঁ দ্যাকিবারে,
এই কথা শুনিয়া ব্যালদার গো,
মাতা হ্যাট বা [২৩] করে!

আহা আল্লা মাবুদ মওলা গো,
কি বিপোদ দিলু মোরে,
বাপ বুলিয়া ডাকায়বা আনি গো,
এই বিপোদের কালে।

জেবনে না মারিয়া কন্যাক গো,
মুই দেইম তাক বনবাসে।
তোমরা এ্যালা ঘুরি যাও জনোনী,
ও জননী অন্দোর মহোলে,
বারো বচ্চর পুন্নিত হইলে মাগো,
ভিসিন্নিয়া বেটিক দেইম
তোর হাতে।

২০ রাত্রি প্রভাত হইলে।
২১ বুঝাই।
২২ পাই।
২৩ মাথা নত করে।

এই কতা শুনিয়া বা আনী গো,
বেটিক নিয়া হাতে।
ব্যালদারের হাত ধরিয়া আনী
বেটিক তুলিয়া দিলো তার হাতে।

দিনে আইতে [২৪] যাবার নাগিল ব্যালদার
আরাম দ্যাকো তাঁই নাই করে।

তিন মাস হাটিয়া যায় যে ব্যালদার
ক্যাবোল অই বেরবেন জংগলের [২৫] মাজে।
গাচের পাতা জড়েয়া [২৬] ব্যালদার
কইনাক্ ঘর বা তুলিয়া দিলো॥

সেই বা ঘরোত্ আকিয়া [২৭] কইনাক গো
ব্যালদার বিদায় ভালা হইল।
ঘাটার কুত্তার [২৮] অক্তো আনিয়া
ব্যালদারে তেপই আজাক দিলো।

অক্তো দ্যাকিয়া তেপই বা আজার গো,
অই শরোম পলেয়া গ্যালো।

ইতি এ্যালা তৃষণাপতি কইন্যার কতা গো,
মোন বা দিয়া শোনো।
এক দুই করিয়া দশ মাস দ্যাকো গো,
পুরা বা হয়া গেলো।

২৪ দিনে রাত্রিতে।
২৫ গভীর জংগলের মধ্যে।
২৬ গাছের পাতা জড়াইয়া।
২৭ ঘরে রাখিয়া।
২৮ রাস্তার কুকুরের রক্ত আনিয়া

চাঁদের ধেরান [২৯] এ্যাক বা ছাওয়া গো,
পৃত্তিমীত্ জনমো নিলো।[৩০]
যাদু যাদু বুলিয়া কইন্যা গো,
কোলোত্ তুলিয়া নিলো।

বোনবাসী পোড়াকপালী কইন্যা গো,
কোলোত তুলিয়া নিলো।
বোনবাসী পোড়া কপালী কন্যা গো,
দুকো পলেয়া গেলো
বুকের দুধ খিলিয়া বাচ্চাকগো
জইমনোতে শোতাইলো।[৩১]

অকতোমাকা কাপড় নিয়া তৃষণাপতি গো
নদীর ঘাটোত গেলো
হ্যানকালো ভাটিয়াল সদাগর গো,
বাণিজ্জোতে গ্যালো।

ছ্যাকিয়া কইন্যার ছবি গো
জাহাজোত্ তুলিয়া নিল।
তিন দিনের দুদের বা ছাওয়া গো,
ও তাঁই ইতিম হয়া গ্যালো।

যাদু যাদু বুলিয়া কইন্যা গো,
ও কন্যা আকুল হইয়া গ্যালো।
যকোন কালে ভাটিয়াল সদাগর
কইন্যাক্ তুলিয়া নিলো রে!
ছাওয়ার শোকে[৩২] অইনা কইন্যা
কানদিয়া উঠিল রে!

২৯ চাঁদের মত
৩০ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলো।
৩১ মাটিতে শোয়ায়ে দিল।
৩২ ছেলের দুঃখ

হাত ধরি কও[৩৩] ভাটিয়াল সাধু,
তোমরা মোকে ছাড় রে,
তিন দিনের টিপিল[৩৪] ছাওয়া মোর,
উতি এ্যাকলায় পড়িয়া অইলো রে!

না জানি মোর সোনার যাদুক
কোন বা বাগে খাইলো রে,
বাপ বুলিয়া ডাকাও[৩৫] রে সাধু
সাধু যাদু ধনোক আনো রে,
যদিকেল যাদুক না আনেন সাধু
কিড়া দিনু আল্লার [৩৬] রে,
এই শুনিয়া ভাটিয়াল সাধু
কইন্যার আগোত বলে রে!

গাছ থাইকলে ফল পাওয়া যায়
এ্যাকনা খাটনি করিয়া[৩৭] ভ্যাকো রে!
তুই মুই যদি কেল কইন্যা
বাঁচিয়া থাকি ভবে রে
বাঁচিয়া থাইকলে ছাওয়ার কি কইন্যা
অভাব হবার পারে রে!

এই কতা শুনিয়া কইন্যা গো,
আকুল হইয়া গেলো রে!
পেদোন হতে[৩৮] যত বা কাপড়া
তপাতোত ফ্যালেয়া[৩৯] দিলো রে!

৩৩ হাত ধরে বলি।
৩৪ তিন দিনের শিশু ছেলে।
৩৫ বাপ বলে ডাকি।
৩৬ আল্লার নামে শফৎ করলাম
৩৭ একটু চেষ্টা করে দেকো।
৩৮ পরন থেকে
৩৯ দূরে ফেলে দিল

অগ্নি পাটির কাপড়া বা কইন্যায় রে,
ও কইন্যায় ছিড়িয়া ফ্যালাইলো রে,
ওরে আড়াই গজ মাতার চুল গো,
ও কইন্যা আউলিয়া ফ্যালাইলো ।[৪০]
ওলোঙ্গ হয়্যা দ্যাকো কইন্যা গো,
ও কইন্যা টলিয়া পড়িলো !

ব্যাছ্‌শ হালেতে কইন্যার গো,
এক মাস চলিয়া গ্যালো ।
কইন্যার উপোতে ভুলিয়া সদাগরে গো,
কইন্যাক তাতো[৪১] না ছাড়িলো,
এক মাস বাদে বা কইন্যা গো,
ও কইন্যা উঠিয়া বসিলো,
টিপিল ছাওয়াক[৪২] না দ্যাকিয়া
কইন্যা পাগলীর নাহান হইল।

নিজের গাও পাওয়ের গোস্ত গো,
কইন্যায় কামড়েয়া ছিড়িলো,
ঝলকে ঝলকে গায়ের অক্ত
নালা বয়া যে চলিলো।

তাতো দেকো সেই দুরাচারে,
কইন্যাক না ছাড়িলো
হাতে পায়ে নোহার শিকল দিয়া গো,
কইন্যাক বানদিয়া আকিলো,

৪০ আগোছাল করলো।
৪১ কইন্যার বাপে
৪২ দুগ্ধ পোষা শিশুকে না দেখে

উতি দ্যাকো[৪৩] টিপিল ছাওয়ালের কতা
মোর মোনে ইয়াদ হইলো।
ওরে বোনোত আচিল টিপিল ছাওয়া
জইমনোত পড়িয়া রে!
দুধ ব াগরে [৪৪] সোনার যাদুর গালা
গেইচে না শুকিয়া রে!

যেও দিনে[৪৫] গেইচে বা জননী,
বাপোকে ছাড়িয়া রে!
অই বোনোত আচিল এ্যাক বাগিনী
তার দুইটা বাচ্চা হইচে রে!
তিন দিনের হাপাত্তি[৪৬] বাগিনী
চউকে নাহি দেকে রে!

দুই ছাওয়া আকিয়া বাগিনী,
গ্যালো তাঁই আহার করিবারে রে!
চউক নাল কমোর ঢুলি বাগিনী,
যায় বা ধেরে ধেরে রে
হাইটতে হাটতে[৪৭] অইনা বাগিনী
অই বা যরো ত্থাকে রে!
যায়া ত্থাকে সোনদোর ছাওয়া
শুত্তিয়া নিঁদ বা গেইচে রে!
চাঁদ সুরুজের নাহান ছাওয়া
জইলব্যারে নাগিচে রে!
অই ছাওয়ার[৪৮] দুকো ত্থাকিয়া

---

৪৩ ও দিকে দেখ।

৪৪ দুধ অভাবে

৪৫ যেদিনে

৪৬ তিন দিনের অনাহারী

৪৭ হাঁটতে হাঁটতে।

৪৮ ঐ ছেলের দুঃখ দেখে।

বাগিনীর মেনোত দয়া হইলো রে।
হায়রে যেও হালে[৪৯] মুই দুইয়ো বাচ্চাক
পালোন করিনু রে
মা, মা, মা, মায়ের[৫০] সোমান
ছাকোরে বাগিনী,
পালিতে লাগিলো।
এ্যাক দুই করিয়া বাগিনীর
তিন ঘন্টারে গ্যালো।
খানিক বাদে ছাকে রে ছাওয়াল
টেওয়া[৫১] টেওয়া রে কান্দে
নিজের বুকের দুদ বাগিনী,
তুলিয়া দিলো ছাওয়ার মুখে।

মোনের শুকে ছাকো রে ছাওযাল
বাগের দুধ রে খায়,
এই ছান ভাবে কত বা দিন[৫২]
গতো হয়া রে যায়।
দেইকতে দেইকতে [৫৩] ছাওয়ার বস
দশদিন রে হইল।
ওরে পিটিত করিয়া দ্যাকো বাগিনী
নিজের জাগাত ঘুরিয়া এ্যালো।
দুই বাচ্চা এইনা ছওয়ার
তিনো জোনোক্ রে পালে।
মাগো দ্যাকোনা বিদাতার খ্যালা,
কাঁই বুঝিব্যার [৫৪] পারে।

৪৯ যে অবস্থায়।
৫০ মায়ের মত
৫১ ছেলের কাঁদার শব্দ,
৫২ কতদিন।
৫৩ দেখতে দেখতে।
৫৪ কে বুঝতে পারে।

দিনে দিনে বাড়ে রে ছাওয়া
চাদ পুন্নিমার,
বীরাগুরু বুলিয়া নাম তার
হইরে পোচ্চার [৫৫]
এ্যাক দিন দ্যাকো বাচারে
নদীর ঘাটোত গ্যালো,
ছুক্কিনী মায়ের নাম তাই
সাইন বোটোত দেকিলো।
পাঁচ বচ্চোর বয়োস কালে রে
ছাড়িয়া বাগের আশা,
জংগোলে জংগোলে ব্যাড়ায় বীরাগুরু
এলাহীর ভরসা।

যিদিন গেইচে [৫৬] ছুক্কিনী মাও তার,
এ দ্যাশো ছাড়িয়া,
ন্যাকিয়া [৫৭] তাঁই ছাইন বোট ঘাটাত্
গেইচে তাই আকিয়া।
জেবনের যতো কতা তাঁই
ন্যাকিয়া কাগজে,
যদি কেল বাচা বাচি থাকিস তুই
এই ছুনিয়ার মাজে।

বীরাগুরু বুলিয়া নাম যাছুরে
আকিয়া গেণু তোরে
জলমের [৫৮] মোত দিয়া গেণু যাছু তোকে
তুলিয়া জমের হাতে।

৫৫ প্রচার হবে।
৫৬ সেদিন গেছে।
৫৭ লেখিয়া।
৫৮ জন্মের মত।

তোর মাও তৃষণাপতি মোক
সদাগরে নিয়া গ্যালো।
তোর জন্নে কানদিয়া যাদুরে
মোর কইলজা [৫৯] আউলিয়া গ্যালো।

নদীর ঘাটোত যায়া বীরাগুরু রে
সেই ন্যাকা দ্যাকিলো।
তেপই আজা বুলিয়া নাম রে
সেই জাগাত ন্যাকা ছিলো।

ওরে কাইন্তে বীরাগুরু রে
জইমনোত্ টলিয়া পড়ে
হায়, হায়, ছকিনী মাও মোর
এই আছিলো কপালে।

সইন্নেসীর [৬০] ভ্যাস রে বীরা
নিলো ধারোন করিয়া রে!
ওরে পন্তে ম্যালা দিলো [৬১] রে বীরা
খাগড়া মুল্লুক বুলিয়া রে!

কত দিন বাদে বীরাগুরু রে,
খাগড়া মুল্লুকোত গ্যালো রে!
ঘরে ঘরে ভিকা করি বীরা
আসোল কতা পুচ করে।

এ্যাক জাগাত আছিল এ্যাকি ফকির
তারো দ্যাকা পাইলো রে!

৫৯ আমার কলিজা খসে
৬০ সন্যাসির বেশ
৬১ রাত্রিতে যাত্রা করালা।

বট গাছের তলোত্‌ যায়া বীরা
ফকিরোক পুচিলো রে !
খাগড়া মুল্লুকের তেপই আজার
তার ছাওয়া কয়জোন রে !

ব্যাটা কয়জোন বেটি কয়জোন
ও ফকির সইতো করি কও রে,
চউকের পানিতে বীরাগুরুর
বুক ভিজিয়া গ্যালো রে !

ফকির কয় শোনেক বাভয়া
কয়া বুজাওঁ ও তোরে রে
এ্যাকনা বেটি তৃষণাপতি নাম তার
এ্যাকনা বেটি তৃষণাপতি নাম তার
ও তাক বনবাসে দিচেরে !

এই কতা শুনিয়া বীরাগুরু
টলিয়া পড়িল রে !
মোর হত ভাগার মাও তৃষণাপতি কইন্যাক
চোরে নিয়া গেল রে !
মাওয়োক উটকাইতে পাটকাইতে[৬২] জেবোন
ফানা করিয়ায় দিনু রে !

এই বুলিয়া যায় বীরাগুরু
দাকিনো মুল্লুকে রে !
কতদিনে গ্যালো বীরাগুরু
ইরানোঁ শওরে রে,
ইরানো শওরোত আচিল[৬৩]
এমরান আজা নামো রে !

৬২ খুঁজতে খুঁজতে।
৬৩ ইরান শহরে ছিল।

তার ঘরোত সোন্দরী কইন্যা এ্যাক
　　এরানভানু নামো রে
বারো বচ্চরের যোবতি কইন্যা
　　কইন্যা জবা ফুলের মোত রে !

দুই বা ওট হলদির বন্নো,
　　কানাইর হাতের বাঁশীর নাহান নাকো রে !
কালা ম্যাগের নাহান চুল তার
　　সাড়ে তিন হাত্তো রে !
চারা গাচোত নউতোন নাইড়োল
　　ও কইন্যার বুকোত্ এ্যাকজোড় ধইরচে রে !

চউকোত্ কাজল দাতোত্ মিশি,
　　হাতোত হরিতালো রে !
শরিষা পাটির শাড়ী কন্যা
　　কষিয়া পিন্দিচে রে !

চেকোন কমোর বুক মোটা,
　　কিবা শোভা করে রে !
আগে পাছে পনচো দাসী,
　　বীরাগুরুই ত্থাকিতে পাইলো রে !

কইন্যা ত্থাকিয়া মায়ের কতা
　　পাশরিয়া না গেল রে
কান্দে বীরা কইন্যাকে রে ত্থাকি,
　　নিধুয়া পাতারে রে,
হায় মোর কইন্যা উপেরশ্বরী
　　কি উপ ত্থাকাইলে রে
ত্থাকিয়া তোমার মোহোন উপ,
　　পাশরিবারে না পারোঁ রে !

তোরে জন্নে শোনেক কইন্যা
মায়ের কতা গেনু ভুলিরে !
ওরে ইশারা পায়া বীরাগুরু
উটিয়া খাড়া হইলো রে !

ওরে ধেরে ধেরে[৬৪] যায় বা বীরা
কইন্যার পাচে পাচে রে !
যে জাগাতে গ্যালোরে কইন্যা
সান বান্‌দা ঘাটোত্‌রে

হাতোত জল নাড়ে বা কইন্যায়
স্থাকে আড়ে আড়ে রে !
কত্তোক্ষণে আইস্‌পে[৬৫] মোর
যৌবনের চোর !
হ্যান কালে[৬৬] বীরা রে গুরু
গ্যালো জলের ঘাটে রে !
ওপরোত্‌ আচিল কদোম গাছ,
বইসে তারে তলোত্‌ রে !
পাগলা গুলার হালে রে বীরা,
কত্তই ভ্যাসক্[৬৭] করে রে !
তা স্থাকিয়া এরান রে ভানু
দাসীর ঘরোক্ বলে রে !

নদীর ঘাটোত্‌ যায় রে কন্যা
চায় বা আড়ে আড়ে রে,

৬৪ ধীরে ধীরে।

৬৫ কতক্ষণে আসিবে।

৬৬ এমন সময়।

৬৭ কত ছল করে।

এ্যামন সোন্দর উপের নাগর[৬৮]
কইন্যায় পাইলো গ্তাকিবারে রে !

ওরে চাইরো চউকে গ্তাকারে গ্তাকি
ও কইন্যারে মোন হইল উদাসী রে ![৬৯]
এই বুলিয়া গ্তাকো কইন্যা
ভাবে মোনে মোনে রে !
এই নাগরের সাথে মোর মেলোন !
হইবে ক্যামোনে রে ![৭০]

দাসীর ঘরোক্ আগোত্ আকিয়া
কইন্যা পাচোত্ যায় ফিরিয়া রে !
হাতে ইশারা করে কইন্যায়
চউকে ইশারা করে রে !

মোনে হয় উড়িয়া যায়া
তোমার কোলোত বসিরে,
কিবেন কর কনটই যাও
উপেয় নাহি দেকি রে[৭১]

কার বেটি কিবারে নামো
কার কাচে শুনি রে !
চায়া অইলো বীরা রে গুরু
চাতুকী পাখীর নাহান রে,

এরান ভানু কইন্যারে আচিল
গ্তাকিতে সোনদোরো রে !

৬৮ বাপের নাগর
৬৯ উদাসী
৭০ মিলন
৭১ কি যে করি এবং কোথায় যাই তাহার কোন উপায় দেখি না

বারো বচ্চোর হইচে রে বস
বাত্তাসে আগা ঢোলে রে !
হাসের নাগান কাতরেয়া কইন্যা
যায় বা ইতি উতিরে[৭২]

হাটো হাটো দাসী
পাগোল স্থাকিয়া আসি রে !
এই বুলিয়া দাসী বানদী,
ভাবে মোনে মোনে।

আগোত যাবার[৭৩] নাগিল এরান ভানু,
দাসী যায় বা পাচে পাচে !
ওপোনীত হইলো[৭৪] বা কইন্যা গো,
কইন্যা পাগোলেরো আগে
স্থাকে তাঁই পাগোল নেঁয়ায গো,
পেমের পাগোল হইচে !
ওরে আচিল চৈইত বা মাসো গো !
সিদিন গরোম আচিল তাতে !

বুকের কাপড়া হোস্‌কেয়া[৭৫] বা কইন্যা গো,
ও কইন্যা গাওয়োত্ বাতাস করে !
নিজের বা কোমলা ডালিম গো !
কইন্যায় স্থাকায় পাগলের তরে।

চউকোতে ইশারা করিয়া কইন্যা গো,
কইন্যা নিজের বুক উষ্ঠাওঁ[৭৬] করে,

৭২ হাসের মত যায়।
৭৩ সম্মুখে যেতে লাগল।
৭৪ উপস্থিত হলো।
৭৫ বুকের কাপড় খুলে।
৭৬ নিজের বুক খোলে

এইগলা দেখিয়া বীরাগুরু গো,
ছাকো কোন বা ভ াও'তা করে।

নিজের পেঁদনের কাপড়া[৭৭] তকোন গো,
বীরাগুরু খসিয়া[৭৮] মাতাত বান্দে
সরোমতে[৭৯] দাসী বান্দি গো,
আচোলেতে মুখ ঢাকে।
এরান ভানু না ঢাকে মুক গো,
ও তাই চায়া থাকে সেই দিকে।

পেমোতে গরম[৮০] হইল কইন্যা গো,
ও তার গাও ভিজিয়া গেল।
তার পাচে আকুল হয়া কইন্যা গো,
কইন্যায় পাগলের হাত ধরে,

তাকে ডাকিয়া পঞ্চদাসী গো,
ও দাসী কইন্যার আগোত্ বলে,
না যান না যান কইন্যা গো,
কইন্যা পাগোলোরো আগে,
পাগলেরো পাগল মতি গো,
তাই ককোন কি যেন করে,
কইন্যায় কয় শোনো পন্চোদাসী গো,
দাসী কয়া বুজাও' তোরে।

এই পাগলেরো কল্লে সেবা গো,
পরকালে ভালো হইবে।
এই বাহেনায় নিজের কতা কইন্যায় গো,
আকে গোপন করে।

৭৭ নিজের পরনের কাপড়
৭৮ খুলে।
৭৯ লজ্জাতে
৮০ এস্কের আগুনে জ্বলে উঠলো।

বুজবার না পারে[৮১] পঞ্চদাসী গো,
কইন্যার মোনোত কি জাগিচে।
যকোন ধরিলো বা হাত গো,
পাগোল কি বা কাম করে!
দুই হাতে ধরিয়া কইন্যার গালা গো,
ফালায় জমিনেরো পরে!

বুকোতে বসিয়া বা কইন্যার গো,
কইন্যা দুই বা ডালিম ধরে,
চউক নাল[৮২] করিয়া পাগোল গো,
কইন্যার আগোত বলে,
সোমান গাওয়োত্ ক্যান বা কইন্যা গো,
ও কইন্যা ফোট বা উঠিয়াছে।
টানিয়া ছিড়িয়া[৮৩] বা কইন্যা গো,
ও কইন্যা কয়া দিলাম[৮৪] তোমাকে।

আচিলো পেমের জ্বালা কইন্যার গো,
ও কইন্যায় কিছুই নাহি বলে,
এইভাবে দুইজনের জ্বালা গো,
দুইজন নাইগচে নিবাইবারে!

বোগলোত[৮৫] আচিল পনচো দাসী, গো,
তামরা কিছু[৮৬] না পায় বুজিবারে,
মাজে মাজে কয় বা কন্যায় গো,
পনচো দাসীর আগে,

---

৮১ বুঝিতে পারে না
৮২ চক্ষুলাল।
৮৩ টানিয়া ছিড়িব
৮৪ বলে দিলাম
৮৫ নিকটে।
৮৬ তারা

পাগলে ধরিচে দাসী গো,
ও দাসী[৮৭] খসেয়া ন্যাহো মোরে।

যকোন ধরে পাচ বা দাসী গো,
পাগলের আগে পাচে,
গোস্বা হয়া বীরাগুরু গো,
কইন্যার গালোত চুমা মারে,
তকোনে ডাকেয়া কয় কইন্যা গো,
পনচো দাসীর আগে,
না ধরেন না ধরেন দাসী গো
পাগোলেরো তরে
আমার অসের দুই বা গালো গো,
পাগলে কামড়েয়া বা ছেড়ে।

এই কথা শুনি তপাতোত[৮৮] গ্যালো দাসী গো,
দুই জনে মজা মারে, গো,
এই দ্যান করি কতোক্ষণ দ্যাকো গো
তামরা অসের খ্যালা[৮৯] খ্যালে।

চউক দিয়া ইশারা করে কইন্যায় গো,
তোমরা ওঠ মোর বুক হাতে,
ইশারা বুজিয়া বীরাগুরু গো,
ও তাঁই ওটে বুক হাতে।
হ্যাট বা মাতায় বসিলো পাগোল গো,
অই কদোমের তলাতে।
হ্যানকালে এরান ভানু গো,
পনচো দাসীকে বলে,
শোন শোন পনচো দাসী ওমা,

৮৭ পাগলের হাত থেকে আমাকে খুলে নাও।

৮৮ দূরে গেল

৮৯ তাহারা প্রেমের খেলা খেলে।

কয়া বুঁজাও তোরে রে
এই বেপোদে দুকের কতা
আকিবো গোপনে[৯০] রে
যদি কেল কহো বাপ মায়ের[৯১] আগোত্
তে হইলে মোর বা মাতা খাওরে।

যৈবোন বয়সোতে মোর
সোয়ামী নাই ঘরোত রে।
কিবেন করো[৯২] পনচো দাসী
ও দাসী কওবা মোরে আগে রে
কও কও বা দাসী
মোর বাপ মায়ের আগে রে
জাতি গেল কুল বা গ্যালো,
পাগলেরো হাতে রে।

না যাইম আর মুই বাড়ীত্ দাসী,
না যাইম মুই আর ঘরোত রে!
এই পাগলের সাতে বা দাসী,
মুই থাকিম কদোম তলাতে রে!

মোর কপালোত[৯৩] আচিল পাগোল সোয়ামী
বিদাতার ভ্যাকোন রে!
হাউস করিয়া আনুয়ে দাসী,
ও দাসী পাগোল দ্যাকিবারে রে!
এই ভ্যাকিয়া আক্চিল[৯৪] বিদি মোর,
কমবকতার কপালে রে!

৯০ গোপনে রাখব।
৯১ পিতা মাতার সম্মুখে
৯২ কিযে করি।
৯৩ কপালে ছিল
৯৪ লিখে রেখেছিল।

পাগোলের সাথে বা জোড়া,
বিদি স্থাকি ছিলো রে !
এই বুঝিয়া এরান বা ভানু,
যায় বা পাগোলের আগে রে,
পাগোলের হাত ধরিয়া কইন্যা,
পড়ে ব্যাহুঁশ হয়া রে !
যাও যাও পন্‌চ দাসী
যায়া কও মোর বাপের আগে রে !

তোমার বেটি এরান রে ভানু
মরিলো জলের ঘাটে রে,
এই স্থান ছাকিয়া পনচো দাসী,
দউড়াইতে লাগিলো রে !

বসিয়া আচিল এমরান রে সাহা,
ভরা সবার[৯৫] মাজে রে
খবোর পটে দিনো শোন বাশশা,
তোমার বেটি মারা গ্যালো রে !

এ্যাক পাগোল আসিয়া দ্যাকো,
তোমার বেটির জাতি মাল্লোরে !

এই কতা শুনিয়া এমরান,
গজ্জিয়া উঠিলো রে !
অসি হাতে নাজীর উজীর
ব্যাল দারোক নিলো সাতে রে !

গোস্বাভরে যায় বা এমরান,
যেটেই আচিল [৯৬] বেটি রে !

৯৫ ভরা কাচারিতে
৯৬ যেখানে ছিল

তপাত হাতে[৯৭] এরান রে ভানু
পাইলো ছাকিবারে রে।

দউড়িয়া দ্যাকো যাবার লাগিল এরান ভানু,
দয়ার বাপের আগোত রে,
পাও ধরিয়া কয় বা কইন্যা,
ও বাপধন তোর মনোত কি জাগিচে রে!
না মারিয়া এই পাগোলোক্
তোমার বেটিকে মারো আগোত রে!

আল্লার ফেরেস্তা পাগোল হইচে,
কোরানত দেখা গেল রে!
পাগোলোক্ মাল্লে আইজ্জোপাট[৯৮] যাইবে!
নরোকোত হইবে বসোতি রে!
মোনে কর তোমার বেটি,
জনমের বিদ্যায়[৯৯] হইলো রে!

ওকি মা, মা, মা,
এ্যাকবার আয় মা কমবকতার আগোত,
অন্দোরোত আচিল অইনারে আনী।
পাইলো শুনিবারে!
হায়রে পাগলীগুলার নাহান হয়া যায়,
আনী অইনা কদোম তলে,
যকোন কালে গ্যালো আনী,
সান বান্দারে ঘাটে!

হায়রে তপাত হাতে এরান ভানু,
পাইলো দ্যাকিবারে!

৯৭ দূর থেকে।
৯৮ রাজ্য পাঠ
৯৯ জন্মের মত বিদায় হলো।

ছাড়িয়া বাপের পাও কইন্যা
মায়ের আগোত গ্যালো,
দুই চউকের পানিতে কইন্যার
গাও ভিজিয়া গেলো।

শোন মাও মোর জনমোদাতা
তুমি দয়াবান
এই বেপদে[১০০] বাঁচাও জননী,
অদোমেরো জান।
গোস্বা করিয়া আইলো বাপধন,
পাগোল মারিতে
প্যাগোলোক মাল্লে জলা নাইগবে মা,
হাবিয়া দোজগে
বিদাতায় নেইকচে[১০১] মা মোর
পাগোলের সাতে জোড়া
এ্যাতোদিন বাদে জনোনী,
মুই পাগলের পান্থ দ্যাকো,
যদি কেল পাগোল নাহি দাও মা,
মোর সোয়ামী করিয়া
নিজের জেবোন দেইম মা মুই
কোরমানী করিয়া
এইদ্যান করি কয়া ইরান ভানু
আকুল হয়া গ্যালো,
দ্যাকিয়া কইন্যারো ভাব,
আনী কাঁদিতে লাগিলো।

থাকেক, থাকেক, থাকেক মা মোর,
মোর মুক্কের দিকি চায়া,

১০০ বিপদে।
১০১ লিখেছে।

আল্লায় যদি কেল অহোম করে,
দেইম [১০২] পাগোলোক্ আপোন যে করিয়া
ওরে কানদিয়া কানদিয়া দ্যাকো আনীরে
আজার পাওয়োত পড়ে
না মারেন না মারেন সোয়ামী
অইনা পাগোলেরো তরে
যদি কেল পাগোলাক্ মারেন সোয়ামী
গোস্বা যে করিয়া
এই জলুমের মোত মোর বেটি
যাইবে যে মরিয়া।

দয়াবান আছিল এমরান বাশ্শা,
জাতিতে মোচোলমান,
বুজবার পাইলে আজায় তকোন,
কপালের [১০৩] ন্যাকন।
শোন দেওয়ান কওঁ তোরে
বেলোম নাহি কারো,
সোনার চাউন্দলে সইন্নো সেনাক
এ্যালায় সাজোন করো।
ওরে তবে দ্যাকো আজার দেওয়ান
বেলোম[১০৪] নাই যে করে,
থরে থরে হাতি ঘোড়া দেওয়ান,
নাইগচে সাজাইবারে।

সাজাইল দেকো কত হাতি
নাহি তার গনোনা
ভাইরে হাতির পাওয়োত বান্দিয়া দিলো,

১০২ দেব।
১০৩ রাজা তখন কপালের লিখন বুঝতে পেল
১০৪ দেরী করে নাই।

কত্তে কাচা থানের সোনা,
ওরে থানে থানে সাজাবার [১০৫] নাগিল সইন্নো
করিয়া আগুড়ি
সইন্নের ঘরে মাতাত কিলো
সোনার পাগুড়ি।

বারো হাজার সাজাইল সৈন্য
ত্যারো হাজার হাতি
চইদ্দো হাজার নাইক বরকোনদাজ
করিয়া নিলো সাতি।

ঢুলি মালি নিলো কতো,
বনছুক আর বাজোনা
ধূমধাম করিয়া যাবার লাগিল
যেটেই [১০৬] এমরান শাহা
ওপোনীত [১০৭] হইলো দেওয়ান
হায়রে আজারো সামোনে,
ডাইনে সালাম করিয়া সইন্নোগণ
বামে খাড়া হইচে।

দ্যাকিয়া সইন্নোরা সাজ আজারে
চমোত্‌কারো হইচে।
তবে দ্যাকো এমরান শাহা,
বেলোম নাই যে করে
এরানভানুর বিয়া দিল রে
পাগোলেরো সাতে।

---

১০৫ সাজাতে লাগলো।
১০৬ যেখানে।
১০৭ উপস্থিত হলো।

যার য্যামোন সাইদ্দো মতো
কতোবা নজোর দিলো
দোয়া দিয়া দ্যাকো পোজ্জাগণ [১০৮]
বিদ্যায় ভালা হইলো
পাগোলোক নিয়া তকোন রে
বাপোর ঘরোত গ্যালো
আচিল দেখ ফুলের বিছানা,
এরান ভানুর ঘরে।

উলটিয়া ফুলের বিচানা পাগোলে
কোন বা কামেঁা করে।
খালি খাটোত্ শুতিল বীরাগুরু
হায় রে বালিশ ক্ফ্যালে দ্যায় দুরে।
হাইসপার [১০৯] লাগিল পাচ বা দাসী,
পাগলের হাল দেখি,
একশো পাইড়া আচিল মশোরী
দুরোত ক্ফ্যালেয়া দিলো,
ওরে ভাই দ্যাকিয়া এরান ভানু,
হায়রে ভাবিতে লাগিলো।
ঠিকে বুজিকেল পাগোল হইচে সোয়ামী
ভাবে গ্যালো জানা,
কি কইরবে সতী কইন্যা রে
তার বুকোত পইলো হানা,
পানের বাটা[১১০] হাতে পানের খিলি নিয়া
হায় রে মুকে তুলিয়া দিলো।
ওগলেয়া [১১১] সে পান বীরায়

১০৮ প্রজাগণ।

১০৯ হাসতে লাগলো।

১১০ পানের বাটা থেকে

১১১ বমি করে

পইতানোত্ ক্যালাইলো
ধরিয়া কইন্যার হাত রে
কবার যে নাগিলো,[১১২]

শোনেক শোনেক শোনেক কইন্যা,
মোর জেবনের কাহিনী
ইতিম হইচোঁ মুই
মুঁই এ্যাকাকিনী।

সেই দুকোতে হইচে কইনা৷ মোর,
মোন বা উদেশী,
এ্যালা মোক দেও কইন্যা গো,
বিদ্যায ভালা করি।

যতদিন নাই পাও কইন্যা মুই,
মোর বাপ মাওকে কাচে।
তদ্দিন[১১৩] পেমের খ্যালা
না খ্যালাইম[১১৪] তোর সাথে।

সইত্তোয় যদিকেল যান গো ভাতার
হামাকে ছাড়িয়া।
মোর মোনের আশা কোনা যাও
পুরা যে করিয়া।

শোনেক কইন্যা আদত কতা
কয়া বুজাঁও তোরে।
এ্যালায়[১১৫] মোক দেতো তুই
বিদায় ভাল করে।

১১২ বলতে লাগলো।
১১৩ ততদিন
১১৪ তোর সঙ্গে খেলব না।
১১৫ এখনে।

৫—

তোমার হাতের পান না খাইম
কইন্যা কওঁ বা সইতো করি
মোকে যদিকেল ছাড়িয়া যান পতি গো,
এত্তেই আকিয়া এ্যাকা,
জোবোনে আর হইবে কিনা,
তোমার সাথে থ্যাকা।

দাসীর ঘরোক নিয়া গেনু পতি গো,
সানবান্দা ঘাটে
সে সোমে[১১৬] ক্যান ধরিয়া পতি গো
মোন মজাইলেন মোরে।

য্যামোন করিয়া সরবোনাশ কল্লে গো,
কাশেম সকিনার তরে।
সেইথ্যান সরবোনাশ করেন বুজি গো,
মোর বা নারীর পরে।

ভালোয় কতা কইলেন কইন্যা গো,
কইন্যা বুজিয়া থ্যাকো দিলে।
ক্যামোন করিয়া কাশেমোক থ্যাকো গো
সকিনার বিদ্যায় করে।

সেইদ্যান[১১৭] করিয়া করো বিথায় গো,
তোমার এই না পতিকে।

য্যামোন করিয়া ঘুরিল নাইলী গো,
কইন্যা মজনুরো নাগিয়া,
সেইথ্যান করি যাকো কইন্যা গো,
কইন্যা বুক্কোত পাষাণ দিয়া

১১৬ সেই সময়
১১৭ সেইরূপ ভাবে।

সেও কতা কইলেন পতি গো,
ওপতি ছাকো না ভাবিয়া,
মজনুর সাথে নাইলীর ছাকো গো,
নাই হয় জেবনে বিয়া।

শোন, শোন, শোন কইন্যা
শোন মোন দিয়া,
চল্লিশ বচ্চোর ঘুরচে জোলেখা গো,
জোলেখা ইউসুপের লাগিয়া।

বুড়া বয়সে পাইলো ইউসুপোক গো,
কতো ছুকো ভোগ করিয়া,
ক্যামোন করিয়া জোলেখা ছাকে গো,
কইন্যা বাঁদি আকচিল[১১৮] তার হিয়া।

সাত দিন বাদে বাদে ইউসুপ গো,
ইউসুপ জেলেখাক দিচিন ছাকা,
সেইছান ভাবে তোমার পতি গো,
পতি মোকে দিবেন ছাখ্যা।

শোন কইন্যা কওঁ বা তোরে গো,
কইন্যা ফরহাদেরো কতা,
ছত্রিশ বচ্চোর আচিল বা ফরহাদ গো
ফরহাদ শিরিকে নাই ছায় ছাকা।

ক্যামোন করিয়া আচিল শিরি গো,
চেংড়ার আশাধারী হয়া।
সেইদ্যান[১১৯] করিয়া থাকো কইন্যা গো,
কইন্যা পাগলের মুক চায়া।

১১৮ বেঁধে রেখেছিল।
১১৯ সেইরূপ ভাবে।

অল্প দিনে আসিম কইন্যা গো,
মোর মাও জনোনীক নিয়া।

এই কতা শুনিয়া এরানভানু গো,
কানদিয়া আকুল হইলো,
আউলা ক্যাশে হাতের বাউটি,
মাটিত্ ক্যালেয়া দিলো।

ব্যাহুঁশেতে থাকিয়া কইন্যা
পতির আগোত বলে,
মোর বা মাতার স্যাহেরা গো সোয়ামী
নিয়া যাও তোমার সাতে।

এই স্যাহারায় মোর বা কটোক গো,
সোয়ামী পাইবেন দ্যাকিবারে।
মাতা হাতে খসেয়া স্যাহারা গো,
বান্দিলো চাদোরে।

নিজের হাতের [১২০] তকোন গো,
খুলিয়া দিলো হাতে,
আল্লার হুকুমে সেই বা আংগুট গো,
নউকোত নাগিয়া[১২১] থাকে
টাইনলে না খসে আংগুট গো,
আংগুটত্ কিবা ভ্যাদো আচে,
সেই আংগুট পিঁদিয়া কইন্যা গো,
সরিয়া বসে বীরাগুরুর কাছে।

কওঁ শোনোঁ পানের পত্তি,
কিবা ভ্যাদ ইয়াতে,

১২০ নিজের হাতের আংটি
১২১ আঙ্গুল লেগে থাকে।

শোন কইন্যা এরানভানু গো,
কতা ভাংগিয়া কওঁ তোয়ে ॥

যত্তেদিন থাইকপে সতী গো,
ততোদিন থাইকপে হাতে,
সতি ভংগো হইলে কইন্যা গো,
এ আংগুট নউক হাতে খসিয়া পড়িবে।

এই কতা কয়া বীরাগুরু গো,
বিদ্যায় ভালা হইলো,
ব্যাহুশ হয়া ইরানভানু দ্যাকো,
পড়িয়া যে অইলো।

ধেরে ধেরে বীরাগুরু গো,
বেথবোন জংগোলোতে [১২২] গ্যালো
জংগোলোত্ যায়া বীরাগুরু গো,
মায়ের কতা[১২৩] মোনোত্ত পাইলো।

বটগাছের তলোত্ বা বীরাগুরু গো,
বসিয়া কাঁদিতে লাগিলো,
হ্যানসোমে[১২৪] দুই বা বাগ গো,
বীরাক পাইলো ত্থাকিবারে
নাপ দিয়া আইলো দুই বাগ গো,
বীরাক্ খাইবারে।

কইলজা ধরিয়া বীরাগুরুক গো,
ফ্যালাইলো জমিনে,
তপাত্ হতে কেন্দুয়া বাগ গো,

১২২। গভীর জংগল
১২৩। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।
১২৪ এমন সময়।

পাইলো দ্যাকিয়া বারে
নাপ দিয়া[১২৫] ঝাপিয়া পইলো বাগ গো,
বীরাগুরুর আগে,
ব্যাড়া ভাংগা দুই বাগ ভাগিয়া গ্যালো,
কেন্দুয়ারো দাপোটে।

ভাই ভাই বুলিয়া কেন্দুয়া বাগে গো,
তুলিলো টানিয়া
ওটো ভাই-ধন বীরাগুরু
শোন মোন দিয়া।

মুই হওঁ তোমার ধরমের ভাই গো,
মোর নাম হইলো কেন্দুয়া
মোর মায়ের দুদ খায়া বীরাগুরু গো,
তুই আচিস্ বাঁচিয়া।

বোনোত আকিয়া[১২৬] তোর মায়ে গো,
গেচিল নদীর ঘাটে,
তোমার মাওযোক্ নিয়া গেইচে
ভাইধন গো ভাটিয়াল সদাগরে।

ছোট্টহাতে[১২৭] মোর বা মায়ে
তোকে নালোন পালোন[১২৮] করে
বীরাগুরুই কয় ভাইধন গো,
বাঁচাইলেন মোরে।

ক্যামোন আচে মাও জনোনী ভাইধন,
দ্যাকাও আমারে।

১২৫ লাফ দিয়ে।
১২৬ বনে রেখে
১২৭ বাল্যকাল থেকে
১২৮ লালন পালন করে

পিটিত ভুলিয়া কেন্দুয়া বাগ,
বীরাগুরুর তরে।
ঝাপাইতে ঝাপাইতে[১২৯] যায় কেন্দুয়া বাগ
মাও জনোনীর আগে।

ড্বাকিয়া বাগিনী ক্যাবোল
বাচা বাচা বলে
কন্‌টই আচলু কও বাপধন
আচলু তুই কোন হালে,
বীরায় কয় শোন জনোনী গো,
ড্বক্কো শোন মোরে।

মোর মাকে নিয়া গেইচে মাগো,
ভাটিয়াল সদাগরে
এ্যাতদিন আচলু শোনেক মা,
সেই জনোনীর খোঁজে।

তোমার নেকোট[১৩০] হাতে বিদ্যায় নিয়া
জনোনী যাওঁ মুই মাকে উটকিবারে।
বেপোদোত[১৩১] পইলে জনোনী গো,
তরেয়া নিবেন[১৩২] মোরে।

এহি কতা শুনিয়া বাগিনী গো,
কোন বা কামেঁা করে,
মুক হাতে[১৩৩] খসেয়া দাঁত এ্যাক
ছ্যায় বীরাগুরুর হাতে

১২৯ লাফ দিতে দিতে
১৩০ তোমার নিকট থেকে ;
১৩১ বিপদে পড়লে।
১৩২ আমাকে তরায়ে নেবে
১৩৩ মুখ থেকে খুলে

যে সোমে পড়িবু বেপদে বাচা গো,
এই দাঁত নিবু হাতে,
টিপিয়া ধরিলে দাত্‌ গো,
একনে পাবু যে আমারে।

বিদ্যায় হয়া যায় বীরাগুরু
ভাটিয়াল শওরে,
কতো দিনো হাটিয়া গ্যালো গো,
ও তাঁই জোনাই শওরে।

ওরে জোনাকু বলিয়া আজ্ঞা গো,
আচিল সেই শওরে
ছিল মতি বুলিয়া এ্যাক কইন্যা গো,
আচিল তারো ঘরে।

ওরে ওপোনীত হইলো বা বীরাগুরু গো,
সেই বা শওরের মাজে,
বিয়া হয় নাই সেইবা কইন্যার গো
তাই ফুল বাগানে থাকে।

দিনে আইতে থাকে বা কইন্যা গো,
কইন্যা দাসীক নিয়া সাতে,
জবা ফুলের নাহান বা কইন্যা গো,
থাকিতে সোনদোরো,
সাত পরীর সাতে বা কইন্যায় গো,
সই বা পাতেয়া ছিলে।

সাতো পরী নিয়া ছিলমতি গো,
বাগানোত খ্যালা করে
বাগানের ভেত্‌রোত্‌[১৩৪] এ্যাক ছরোবরো,
সান বান্দা ঘাট তারে।

---

১৩৪ বাগানের ভিতরে

সেই জাগাত[১৩৫] গাও ধোয় পরী গো,
ফুলেরো আকার,
কেউবা ডোবে কেউবা ভাসে,
ছ্যাকিতে বাহার।

আউটালে থাকিয়া[১৩৬] বীরাগুরু গো,
ক্যাবোল পাইলো ছ্যাকিবারে
সাত পরীর মইদোত্ এ্যাক পরী,
কিরোন নাম হইলো তারে।

অবিয়া আচিল পরী গো,
পরীর যৈবোনের বাহার
তাকে ছ্যাকিয়া বীরাগুরু গো,
আশেক হয়া যায়।

সাত পরী গাও ধোয়া পাকলা করে
পহোরা ছ্যায় ছিলমতি কইন্যার,
আউটালোত্ পলেয়া[১৩৭] থাকে বীরা গো,
এ্যাক জোনেও না ছ্যাকিল তাহায়।

গাও ধোয়া পাকলা করিয়া পরী গো,
আইসে ফির বাগানে,
ঝলমল কইরবার নাগিল বাগান
পরীর ঘরে উপে।

ওরে ধেরে ধেরে গ্যালো বা বীরা গো,
বাগানের বোগলোতে,
ঝিলকি দিয়া[১৩৮] আইসে পরীর উপ গো,

১৩৫ সেই স্থানে।
১৩৬ আড়ালে থেকে।
১৩৭ আড়ালে লুকে থাকে।
১৩৮ ফাঁক দিয়ে।

বীরায় পাইলো হ্যাকিবারে
হায় হায় করিয়া কানদে বীরা গো,
পরীর ঘরোক্ হ্যাকিয়া
কি করিয়া এ্যালো ধরে তাই পরীক্ গো,
বুদ্দি না পায় তার।

মানুষ হ্যাকিয়া পরী জাতি গো,
উড়িয়া যায় বাতাসে,
মোনে মোনে বীরায় হ্যাকো গো,
বুদ্দি করিয়া নিচে।

ফুলের গাচ হ্যাকিয়া বীরা গো,
সেই গাচোত্ চড়িলো
ওপোর হাতে[১৩৯] হ্যাকো বীরা গো,
বেলোম না করিলো,
আনারসের চাইরটা গোটা,
বীরায় বাগানোত্ ফ্যালেয়া দিলো।

পরীজাতি আনারস গো
বড়ো ভালোবাসে,
হাতোত্ নিয়া চারি বা আনারস
খাবার নাগিল অসেকসে,
হ্যানকালে ছিলমতি কইন্যা গো,
সাতো পরীক বলে।
কি ফল খাবার নাইগচেন সকি গো,
পাইলেন কোন জাগাতে,
আনারসের গাচ নাই সকি গো,
ক্যাবোল মোর বা বাগানে।
কোন বা জনে দিচে আনারস গো,
কাঁই বা তাহা জানে,

১৩৯ উপর থেকে।

কি দিয়া শুদবু ধার গো
ক্যানে পরার কল খাইলে।

আকেরে ছোলেমানের আগোত্ গো,
ও সকি কিবেন জবাব দিবে ?

এই কতা শুনিয়া সাতো পরী গো।
নাইগচে ভাবিবারে
কোন জনে দিলে বা কলো গো,
না পাওঁ বুজিবারে।[১৪০]

কি বা কোন পইক পাকালী গো
আনিচে ঠোটোত্ করি
মানুষ জুনষে আনে নাই বুজি গো,
শোন পানের সকি।

ছিলমতি কইন্যায় কয় শোন সকি গো,
সকি কয়া বুজাওঁ তোরে।
সইতো করো আগে বা সকি গো,
কি ধন দিবে তাকে।

পরী কয় শোনেক সকি গো,
কওঁ বা সইতো [১৪১] করি,
পক্কি হইলে দেইম মুই তাকে
মোর গালারো হাসুলি।

পকি হইলে দেইম মুই তাকে
মোর গালারো হাসুলি।
পাকি না হয়া পশু হইলে
তাকে দেইম[১৪২] মুই চাইর বা পাও বান্দি

১৪০ বুঝতে পারি না।
১৪১ সত্য করি বলি
১৪২ আমি তাহাকে দেব।

মানুষ হইলে দেইম সকি গো
তাকে হাতের বাউটি[১৪৩] খ্যানি।

এই কতা শুনিয়া বা ছিলমতি গো,
পরীর ঘরোক বলে।
সইত্তয় যদিকেল মানুষ হয় সকি গো
তাকে যৈবন নাহি দিবে।

যৈবোন ছাড়া মানুষ জাতি গো,
তোমার কিছুই নাহি বুঝো।

সইত্তো করিয়া কন সকি গো
তাকে যৌবন নাহি দিবে।

শোন সকি ছিলমত্তি কইন্যা গো,
কয়া বুজাও তোরে,
হয় যদিকেল মানুষ জাতি গো,
নেশ্চয় যৈবোন[১৪৪] দেবো তাকে।

যদিকেল যৈবোন না ছাও সকি গো,
দাবী অইলো ছোলেমানের আগে,
সইত্তো সইত্তো কিড়া কাড়নু সকি গো,
যৈবোন না দিলে আল্লার কিড়া নাগে।

এই কতা যকোন রে বীরা
পাইলো শুনিবারে রে!

মুই, মুই করিয়া রে বীরা,
এ জবো দিলো রে,
যকোন কালে জবো দিলো বীরা,
সাতো পরীর আগে রে!

১৪৩ পূর্বকালে স্ত্রী লোকেরা চুড়ির পরিবর্তে বাউটি ব্যবহার করতো।
১৪৪ নিশ্চয় তাকে যৌবন দেব।

এ্যাক পাত্তে ভাঙ্গিয়া রে বীরা,
জইমনোতে পাইলো রে !
হায় হায় করিয়া রে বীরা
কানদিয়া উঠিল রে !

তাতো দ্যাকো তাঁই পরীর উপে,
দেওয়ানা হইলো রে !
নিজের পায়ের খোজ বা খবোর
কিচুই না আকিলো[১৪৫] রে !

মানুষ দ্যাকিয়া সাতো রে পরী,
চমকিয়া উঠিল রে !
মাইন্‌ষের সাতে অইনা রে জোড়া,
তক্‌তের আল্লায় ন্যাকিলো রে !

জোড় বা গালায় ছিলমতি কইন্যা,
কবার যে নাগিলো রে !

মুইয়োঁ হনু মানুষ রে জাতি
দিদি মানুষ তোমার পতি রে !
ক্যামোন করি সইতো করি
সে সইতো ভংগো করিবে রে !

সাতো পরী হাসিয়া তকোন
বীরার আগোত্‌ গ্যালো রে !
জোড় বা গালায় ছিলমতি কইন্যা,
কবার যে নাগিলো রে !

মুইয়ো হনু মানুষ রে জাতি,
দিদি মানুষ তোমার পতি রে !

১৪৫ রাখলো।

ক্যামোন করি সইতো করি,
সে সইতো ভংগো করিবে রে !

সাতো পরী হাসিয়া ভকোন,
বীরার আগোত্ গ্যালোরে !

পরীর ঘরে উপ গ্যাকিয়া বীরা
টলিয়া পড়িল রে !
ধেরে ধেরে[১৪৬] সাতো রে পরী,
বীরাক ঘিরিয়া নিলো রে !

মাতাত্ পানি দিয়া বা বীরাক,
চ্যাতোন[১৪৭] করাইলো রে !

আল্লার হুকুমে পরী
বন্দি হয়া গেল রে
পাও ভাংগা গ্যাকিয়া রে পরী,
ভাবিতে লাগিলো রে !

ক্যামোন করিয়া সোয়ামীক পাইম,
কি সে ভালো করিমোঁ রে !

পরীস্তানে আচে বা দিদি,
এনা অউষোদের গাচো রে !
সাগোর নতা[১৪৮] নামে বা গাচো,
তার পাতা আনিয়া গ্যাহো রে !

এ্যাক পরী গ্যালো ক্যাবোল
পরীস্তান শওরে রে !

১৪৬ ধীরে ধীরে।
১৪৭ জাগ্রত করলো।
১৪৮ লতা

আনিয়া সাগোরের নতা পাতা,
পাওয়োত তুলিয়া দিলো রে !

আল্লার হুকুমে ছ্যাকো বা বীরা,
ভালো হয়া গ্যালো রে !
তকোন বীরাকে নিয়া সাতো পরী,
জোড় মন্দিরোত্ গ্যালো রে !

সাত জাগাত [১৪৯] সাতখ্যান বিচনা রে পরী,
সাজোন করিয়া নিলো রে !
তার পাচে ছ্যাকো বা পরী
ক্যাবোল সাজিতে লাগিলো রে !

পোরতোমে [১৫০] সাজিলো বা পরী
হায় রে নামে চন্দ্রভান,
ওরে চাঁদ সুরুজের নাহান কইন্যার,
শরীরের গটোন ।[১৫১]

ওরে অগনি পাটির শাড়ী বা কইন্যা
তুলিয়া নিলো হাতে,
কষিয়া পেন্দে সেই বা শাড়ি রে,
কইন্যার সরুয়া কমোরে !

হাড়ের কাকই খ্যানি বা কইন্যা রে
তুলিয়া নিলো রে হাতে ।
চাইর ভাগ করিয়া কইন্যা রে
মাতাত্ ঢালুয়া খোপা বান্দে ।

চাইরো মানিক তুলি দিলো কইন্যা রে,
অইনা খোপারো ওপোরে,

১৪৯ সাত স্থানে
১৫০ প্রথমে
১৫১ শরীরের গঠন

কাল্লা ঘুরিয়া[১৫২] অইনা রে কইন্যা
ছ্যাকে বারে বারে।

মাতাত্‌ ছিতা হাতে বাটা রে
জুতা দিয়া রে পায়!
পানের বাটা নিয়া বা কইন্যা রে,
ধেরে ধেরে যায়!

যকোন কালে গ্যালো বা কন্যা রে,
অইনা সোয়ামীর বোগোলে
পানের বাটা হাতত্‌ নিয়া কন্যা রে
মুচকি মুচকি[১৫৩] হাসে!

ওটো সোয়ামী দ্যাকো মুখের দিকে,
দেই পান তোমার হাতে,
মুকোত্‌ নিয়া পান সোয়ামী
খাও হাসিতে হাসিতে।

এই আচিল কপালের ন্যাকা,
পত্নী আর মানুষে জোড়া,
ওট, ওট ওট পতি,
উটিয়া হও খাড়া রে!

ওট পতি কাড়ো আও
সোনামুকে পান খাও
এ্যাকবার ডাক দাও পতি,
আদোমের নাম ধরি রে!

সাত বোন আইচোনোঁ সুকে,
পালোন করে জনোনী কতো দুকে,

১৫২ মাথা ঘুরে।

১৫৩ হাসি বহু প্রকার, মুচকি হাসি তার মধ্যে অন্যতম।

আইজা হাতে[১৫৪] মাও মোর হইলো
কন্যা ছাড়া রে !

যকোন পতি বোলাইচোঁ তোরে
তোমার গন্দো নাইগচে[১৫৫] মোরে,
আর কি যাবার পাইম মুই,
পরীসন্তান শওরে রে !

ওটো সোয়ামী বইসো কাচে,
মোনের আগুন মোর ওটে ডাইনে,
এনা আগুন সোয়ামী
কাঁইবেন নিবায় মোরে রে।
বিধাতা হামার হইলো বরি,
সাতো বইনে ছাড়িলো বাড়ী
কিবা কল খাইলো স্বোয়ামী
বাগানোত আসিয়া রে !

এই ছান ভাবে কান্দে পরী
না চায় বীরা তুই চউক ম্যালি,
না ছ্যাকে বীরা ছাকো,
কইন্যার মুকোপানে রে !

সাতো পরী চলিয়া আইলো,
পতির বিচনা ঘিরিয়া নিলো,
ডাকায় সাতো বইনে
গায় বা হাতো দিয়া রে !

ওটো সোয়ামী ডাকাই তোরে,
এ সোমে[১৫৬] কিসোক নিঁদ আইলে,

১৫৪ আজ থেকে।
১৫৫ তোমার গন্ধ লেগেছে।
১৫৬ এ সময়।

হামরা সাতো বইনে[১৫৭] ডাকাই তোমাক,
ডাইনে আরো বাঁয়ে রে !

যতোই ডাকায় সাতো পরী,
মায়ার নাহান বীরা থাকে পড়ি,
হাত-পাও বীরা কিছুই নাহি
নাড়ে রে !

এই দ্যান ভাব দ্যাকিতে পায়.
সাতো বইন্ কানদিয়া যায়,
যে জাগাত আছিল [১৫৮]
ছিলামতি কইনার ঘরো রে !

ছিলামতি কইন্যার আগোত্ যায়,
কানদিয়া পড়ে তারো পায়,
পতিধন বুজিকেল গেইচে[১৫৯]
মরিয়া রে !

এই কতা যকোন শুনিলো,
উঠিয়া কইন্যা দউড় মারিল,
গ্যালো বা আটজোন
যেটেই বীরাগুরু রে !

ছিলমতি যকোন্ বোগলোত[১৬০] গ্যালো,
উঠিয়া বীরা ম্ভাকা দিলো,
কয়বা বীরা ছিলমতির হাত
ধরিয়া রে !

১৫৭ আমরা সাত বোনে

১৫৮ যে স্থানে ছিল

১৫৯ গেছে।

১৬০ নিকটে গেল

শোনেক কইন্যা তোকে বলি
কল্লু তুই মোর এই ঘটকালি
মোনের কতা তোক
কও যে ভাংগিয়া রে ![১৬১]

খাগড়া মুল্লুকেতে ঘর
তেপই আজা নাম তার
তার বেটি মাও মোর
তৃষণাপতি নামো রে !

আচিলু মুই ছ্যাবো পুরী
ফুল হয়া যাবার ধচ্চিনু ভাসি,
তৃষণাপতি তুলিয়া নিলো
হাতে রে !

যকোন ফুল নাকোত্ দিলো
মায়ে মোক ওদ্দোরোত[১৬২] নিলো,
বিনা বাপে মাও মোর,
হইলো গরবো পতি রে।

নানা হইলো জলমের বরী, [১৬৩]
মাকে দিলে তাঁই বোনোবাস করি,
বোনোবাসোত হনু
নাম আকিল বীরাগুরু মোরে রে !

মাও গ্যালো মোর নদীর ঘাটে,
দুষ্টা সদাগরে যায় তাকে নিয়া
ছোট্টহাতে[১৬৪] মোক বাগে পালন করে রে !

১৬১ খুলে বলি
১৬২ মায়ে আমাকে পেটে নিল।
১৬৩ জন্মের শত্রু
১৬৪ বাল্যকাল থেকে।

বাগের ছুদ খায়া মানুষ হনু
এ্যাকদিন নদীর ঘাটোত্ গেলু.
মায়ের হাতের স্থাকা,
পানু স্থাকিবারে রে !

মায়ের কতা সেত্তেই[১৬৫] পানু
তাকে উটাকিবার বুলি বাহির হনু.
আসিয়া বন্দি হনু ,
তোমারো বাগানেতে রে !

এই সইত্যো কইরচোঁ মোনে,
যতোদিন না পাইম তাকে,
বেটি ছাওয়ার গাওয়োত্ কোনদিন,
না দেইম[১৬৬] মুই হাতো রে !

শোনেক পরী কওঁ তোরে
ইতিম বুলিয়া বিদায় দেও মোরে
এ্যালা চলিয়া যাওঁ মুই
ভাটিয়ানা শওরে রে !

যদিকেল মাকে আনি দ্যাও মোকে,
তে হইলে মোক স্থাকিতে পাইবে।
না আনি দিলে ছাড়ো
হামার আশা রে !

যকোন পরী শুনবার পাইলো
সাতো পরী উঠিয়া গ্যালো
গ্যালো সাতো পরী
ভাটিয়াল শওরে

১৬৫ সেইখানে পেলাম।
১৬৬ মেয়েলোকের গায়ে কোন দিন হাত দেব না।

আইতে দিনে[১৬৭] উড়িয়া যায়
ঘাটাতে ত্থাকিতে পায়,
যায় সদাগর ক্যাবোল
তৃষণাপতিক নিয়া রে

তবে ত্থাকো সাতো রে পরী
ভাবে মোনে মোনে রে
হুষ্টা সদাগরে নিয়া যায় রে কইন্যাক
কইন্যাক ধরিবো ক্যামোনে রে।

সামনোত আচিল ছতরোধারী আজা,
তাঁই বড়ই দয়া বানে া রে!
ওরে সেই জাগাতে কিরোন রে পরী,
কি মোহোনী করিলো রে!

মাইষের উপ ধরিয়া তাঁই,
পাগলীর নাহান [১৬৮] হইলো রে!
ছয় বইনোক আকিয়া রে কিরন,
আজার বাড়ীত গ্যালো রে!

বসিয়া আছে ছতরোধারী আজা
পাইলো দ্যাকিবারে রে!
ডাইনে ছালাম দিয়া বা কিরন,
বলিতে নাগিলো রে!

শোন বাশ্শা দয়া করো
মোকে কিচু দয়া করো রে।
মোর মাও নামে তৃষণাপতি,
তাকে চোরায় নিয়া গ্যালো রে!

১৬৭ দিন ও রাত্রিতে।
১৬৮ পাগলীর মত

তোমার মুল্লুকোত্ আসিয়া চোরা
ওপোনীত হইলো[১৬৯] রে।
সেই চোরকে বিচার করি আজা,
মাওয়োক নিয়া দেও রে।

ছাকিয়া পরীরো উপ
আজা পাগোল হয়া গ্যালো রে।
বাশ্শা কয় শোনেক পরী,
কওঁ বা তোমারে রে!

ছাকেয়া তোমার উপ
মোন চুরি করিলে রে।
সইত্তো করিয়া কও কথা,
যৈবন নাহি দিবে রে!

পরী কয় শোন রে বাশ্শা,
তুমি দয়া বানোরে!

সইত্তো করিয়া কওঁ বা কতা,
এ যৈবোন কইর মোঁ[১৭০] দানোঁ রে!

এ্যাক ভাই বীরাগুরু নামোঁ,
বইনোঁ এ্যাক আচে রে!
মোর বদলে ছিলমতি বইন এ্যাক,
তাকে তোমাক দিনু রে!

যদিকেল মাকে দেওরে আজা,
তে হইলে তাকে দেমোঁ রে!
পরীর কতা শুনিয়া আজা,
উঠিয়া খাড়া হইলো রে!

১৬৯ উপস্থিত হলো।

১৭০ এ যৌবন দান করবো

দেওয়ানকে হুকুম রে দিয়া
সদাগরোক ধরিয়া নিলো রে,
কাইদবার লাগছে ভাটিয়াল সদাগর গো,
ক্যাবোল গারোদ খ্যানার ঘরে।

জাহাজোত আচিল তৃষণাপতি কইন্যা গো,
ও কিরণ[১৭১] পাইলো দ্যাকিবারে।
ধরিয়া কিরণের হাতে গো,
পরীর ঘর উড়াইলো বাতাসের আগে।

কিরণ পরী ডাকেয়া কতা,
ছতরোধারী আজাকে বলে।
কোমলা ফল দেইকলে[১৭২] আজা গো,
সগ্গই তাতে নোব করে।

যার কোমলা ফল চলি গ্যালো আজা গো,
তাহারো না হাত্তোতে!
এ্যালা তুমি বসি কান্দো আজা গো,
এই না নদীর ঘাটোতে।

দ্যাগদ্যাগিতে[১৭৩] সাতো বা পরী গো,
তৃষণাপতিক দ্যাকিয়া বীরা গো,
মাও মাও বুলিয়া কাঁদে!

কতো দুকো পাচিস্ জনোনী গো,
মুই ব্যাটা বাচি থাইকতে,
তিনোঁ দিনের ছাওয়া[১৭৪] আকিয়া গো
গেলু তুই নদীর ঘাটে

১৭১ জাহাজে ছিল
১৭২ ফল দেখলে
১৭৩ দেখতে দেখতে।
১৭৪ তিন দিনের ছেলে রেখে।

সাইন বোটোত্ তোমার হকিকত গো,
পানু মুই দ্যাকিবারে !

সেদিন হাতে পালে মোকে গো,
কেন্দুয়া বোনের[১৭৫] বাগে
হাটো এ্যালা চলিয়া যাই জনোনী গো,
কেন্দুয়া বাগের আগে,
সাত পরী আর ছিল মন্তি কইন্যা গো,
ভাবে মনে মনে,
কি করিয়া যাওয়া নাইসবে গো,
পতিধনের সাতে।
নয়জন কইন্যা নিয়া বা বীরাগুরু গো
যায় বা বেরবোন বনে,
যেটেই আচিল[১৭৬] কেন্দুয়া বাগ গো,
পাইলো দ্যাকিবারে।

মা মা বুলিয়া বীরাগুরু গো
পড়ে বাগের পায়ে
বাচা, বাচা বুলিয়া বাগিনী গো,
বাচাক তুলিয়া নিলো কোলে।

এ্যাতোদিন কনটই আচলু[১৭৭] বাচা গো,
দুকিনীক অনাত করি।
শোনেক শোনেক শোনেক মাগো,
গেচুন মাওয়োক উটকাইবারে।[১৭৮]

এই দ্যাকেক্ হামারো মাও গো,
আর আটজোন বেটি ছাওয়া সাতে।

১৭৫ সেই দিন হইতে আমাকে বনের বাঘে পালন করে।
১৭৬ যেখানে ছিল
১৭৭ কোথায় ছিলে
১৭৮ মাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

আইসো আইসো বুলিয়া বোনের বাগ গো
কতই আদর করে।

কতো দিনে। থাকিয়া বীরাগুরু গো,
বাগিনীক যে বলে।
শোনেক মা মোর বোনের বাগিনী গো,
ওমা মোর চলো হামার সাতে।

আর কিছু বোনের বাগ দেওয়া নাইগবে
কওঁ যে তোমারে।
আমার নানা তেপই আজার বাড়ী গো,
ওমা দকোল করিয়া নিবে।

তোক ছাড়িয়া যাওঁ যদিকেল গো,
নানায় মোক কাটিয়া ফ্যালাইবে।
ছোট হাতে পালচিস জনোনী গো,
ওমা দুদের ধারো দিয়া।

এই বেপোদে জনোনী মাও গো,
মোকে নাও তরাইয়া
এই কতা শুনিয়া বাগিনী গো,
বীরাগুরুক বলে।

না কানদেন না কানদেন বাচাধন গো,
ও বাচা যাইম বা তোমার সাতে।
এই বুলিয়া কানদুয়া বাগিনী গো,
এ্যাক বা ডাকো ছাড়ে।

এ্যাকো ডাকে আশিকুটি বাগ গো
নাইগচে দউড়াইবারে।
ওপোনীত হইলো সগলে গো,
কেনদুয়া বাগের আগে.

কি হইলো কি হইলো বুলি
বোনের বাগ গো নাইগচে পুচিবারে।

কেনছুয়ায় কয় যাওয়া নাইগবে গো
তেপই আজার ছাশে
বীরাগুরু যাবার নাগিল গো,
নিয়া আশিকুটি বাগ সাতে।

কত্তোদিনে গ্যালো বীরাগুরু গো,
এরান ভানুর ছাশে।
তপাতে থাকি[১৭৯] এরান ভানু গো
পাইলো ছাকিবারে।

আইসো আইসো[১৮০] বুলিয়া এরান ভানু
সোয়ামী ধনোক ডাকে।
কতদিনো থাকিয়া বীরাগুরু গো,
এরান ভানুক নিলো সাতে।

শ্বশুর শউড়ির নেকোট হাতে বিছায় হয়া বীরাগুরু গো,
নয়জোন বেটি ছাওয়া নিলো সাতে।
মাও জনোনীক তুলি দিলো বীরা গো।
সোনারো চউদলে।

অই নিশা আইত্তোত্[১৮১] ময়দানোত্
থাকিয়া বাগ গো মাওয়োক নিলো সাতে।
বসিয়া আচিল[১৮২] তেপই বা আজা গো,
আজ তক্তেরো পরে।

১৭৯ দুরে থেকে।
১৮০ এসো এসো বলে।
১৮১ গভীর রাত্রিতে
১৮২ বসেছিল

ডাইনে বাঁয়ে নাঙ্গীর উজীর গো,
পাইলো ছাকিবারে।
অই দুই পাওয়ে ধরিয়া নানাজীর গো,
বীরা এনা ছালাম করে।
শোনেক শোনেক নানাজী গো,
কতা কওঁ বা তোমার আগে।
তোমার বেটি তৃষণাপতি গো
মাও হয় আমারে।

ছাকা করিবার আনু হেটেই গো,
নানা নানীর সাতে।
হানকালে তৃষণাপতি কইন্যা গো,
গ্যালো বাপের আগে,
বেটিক ছাকিয়া তেপই আজ্ঞা গো
আইগনের নাহান জ্বলে।[১৮৩]
দুই হাত ধরিয়া বেটির গো,
বান্দে নোহার শেকলে।

বন্দি করিয়া আকিল তৃষণাপত্তিক গো,
সপতো মোন পাতালোতে।
ঘাড় ধরি ধাকা মারি বীরাক গো,
দিলো তাক বাহির করে।

মোনের গোস্বায় গ্যালো বীরাগুরু গো,
কেনদুয়া বাগের আগে
শুনিয়া কতা কেনদুয়া বাগ গো,
বেলোম ছাকো নাই করে।
আশি কুটি বাগ তকোন গো,
দুইয়ো বা ভাগ করে।

১৮৩ আগুনের মত জ্বলে

চল্লিশ কুটি বাগ নিয়া কেনছুয়া গো,
আজর বাড়ী ঘিরাও করে।

বাকী চল্লিশ কুটি বাগ তকোন গো,
সেই শওরোত ছেড়ে দিলো
যেটেই যাকে পাইবে বাগে গো
সেত্তেই তাকে চাবেয়া[১৮৩] খাইবে।

তৃগণাপতির দোয়াই দিবে যে জোনে গো,
তাকে ছাড়িয়া দিবে।
এই কতা শুনি আশি কুটি বাগ গো,
বেলোম নাই যে করে।

আতরি গ্যালো দিন বা হইলো গো,
বাগে এনা হুংকার ছাড়ে।
কঁইপ্‌পার নাগিল[১৮৫] খাগড়া শওর গো,
এনা বাগের ডাকে
শুতিয়া আছিল তেপই বা আজা গো,
পাইলো শুনিবারে।

বিচনাতে নাদিক্কিরা করে আজায় গো,
এনা বাগের ডাকে।
এ্যাকেবারে ঘিরিয়া চল্লিশ কুটি বাগে গো,
গ্যালো আজ বাড়ীর ভিতরে।
ছাওয়া পোয়া বেটি ছাওয়া গুলাক গো,
বাগে মারিতে লাগিলো।
ভয়ে ছেড়ে ছোড়া[১৮৬] হয়া তেপই আজা গো,
কোনবা কাম করিলো।

---

১৮৩ যেখানে যাহাকে পাবে সেখানেই তাকে চিবিয়ে খাবে।

১৮৫ কাঁপতে লাগল।

১৮৬ ভয়ে জড়সড় হয়ে।

তৃষণাপতির দোয়াই দিয়া আজা গো
জোড় হাত করিল।
শোন বাঁপধন বীরাগুরু গো,
মোকে না মারিও।

আইজো হাতে মুই[১৮৭] তকতের আজা গো!
তাকে যে করিনু
তোমার মাকে নিয়া আইস বীরা গো,
অংমোহলের ঘরে।

বীরাগুরুই কয় বা কতা গো,
তেপই আজার আগে।
সউগ মুল্লুক খ্যাকি দে আগে গো
বীরাগুরুর নামে।

তামার পত্ত্রে খ্যাকিয়া সউগো দে।
তকোন খ্যাকিয়া বা পত্ত্রো গো,
হাজুর করিয়া দিলো।

আকো আকো বুলিয়া বীরাগুরু গো,
কেনতুয়া বাগোক কইলো।
এ্যাক হুংকারে আশিকুটি বাগ গো,
ফিরিয়া আসিলো।

কান্দিয়া কান্দিয়া বীরাগুরু গো
বাগোক বিদ্যায় দিলো।
বীরাগুরুর পাওয়োত যতো বাগ গো,
ছালাম করিয়া গ্যালো।

মাও জনোনীক আর নয় বিবিক নিয়া বীরা গো
তকতোতে বসিল।[১৮৮]

১৮৭ আজ থেকে
১৮৮ সিংহাসনে আরোহণ করলো।

সেই দিন হাতে বীরাগুরুর মায়ের
ছুকো পলেয়া গ্যালো ।[১৮৯]

যতো আচিল পোজ্জাগণ
সগলে সালাম জানাইলো[১৯০]
বীরাগুরুর নামোতে দোয়াই গো,
তামান মুল্লুকে[১৯১] ফিরিলো ।

---

১৮৯ দুঃখ দূর হয়ে গেল ।
১৯০ সকলে সালাম জানালো ।
১৯১ সমস্ত বিশ্বে ।

আঁটকুড়ে রাজার কিস্‌সা

মোমেনশাহী

মোমেনশাহী থেকে মইধর বাদশার (অপুত্রক বাদশার) কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর। তিনি বর্তমানে ফোকলোর ডিভিশনে সহকারী পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম-বিন্নগাও, ডাকঘর-কিশোর গঞ্জ, জিলা-মোমেনশাহী।

মইধর বাদশার
কাহিনী সংক্ষেপ

ধার্মিক দেশের ধার্মিক বাদশা অপুত্রক। বাদশাহ ও বাদশাহজাদী সন্তানের কামনায় দীর্ঘদিন আরাধনার পর এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম মইধর বাদশা। জন্মলগ্নেই মইধর বাদশার বিধি প্রদত্ত বার বছরের দুঃখ ভোগ থাকায় বাদশা বাদশাহজাদী শত চেষ্টা করেও তা প্রতিরোধ করতে পারলেন না।

একদিন ঘটনাক্রমে মইধর একটি যাদুর ময়ুরে চড়ে শামবরণ কন্যার দেশে যায় এবং সেখানেও নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে শ্যামবরণ কন্যাকে বিয়ে করেন। বিয়ের বেশ কিছুকাল পর এক শিশু পুত্র ও শ্যামবরণ কন্যা সং মইধর দেশে রওনা হলে পথে আবার বিপাকে পতিত হন এবং স্ত্রী পুত্র হারিয়ে অন্য এক দেশের বাদশাহ নির্বাচিত হন।

এদিকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন ঘটনাক্রমে বাদশা তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী পুত্রদের সঙ্গে পরিচয় ও মিলিত হন এবং স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে স্বদেশে পিতা-মাতার কাছে ফিরে যান।

বন্দনা

পরথমে বন্দনা গো করলাম
আল্লা নিরাঞ্জন আরে
যেই না আল্লায় করছুইনরে সিরজন[১]
এ তিন আর ভুবন রে
শুন আমার মইধর রে ॥

পুবেতে বন্দনা গো করলাম
পুবের ভানুর শর আরে
এক দিকে উদয় গো ভানু
চৌদিগে পশর রে
শুন আমার মইধর রে ॥

পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম
মক্কা হেন্দুস্থান আরে
যাগার উদ্দিশ্যে জানায় গো ছেলাম
মমিন মুসলমান রে
শুন আমার মইধর রে ॥

উত্তরে বন্দনা গো করলাম
হেমালী আর পর্বত
হেমাল ছুটিলে ভাইরে
দুনিয়াই করিবে গয়রত রে[২]
শুন আমর মইধর রে ॥

দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম
ক্ষীর নদীর সায়র আরে

১ সৃষ্টি
২ ধ্বংস

যেই না সায়রে করছিন রে বাণিজ
চান্দু সদা'না'গর রে
শুন আমার মইধর রে ॥

চাইর কোনা পিথীমি গো বাইন্দা
মন করিলাম থীর আরে
সুন্দরবন মোকামেরে বানলাম
গাজী জিন্দা পীর রে
শুন আমার মইধর রে ॥

সভা কইরা বইছেন যত
মমিন মুছলমান আরে
সবার জনাবে আমি জানাইলাম
ছেলাম একুন রে
শুন আমার মইধর রে ॥

বন্দনা ছাড়িয়া গো এখন
কিচ্ছায় দিলাম মন আরে
"মইধর বাদশার" কিচ্ছা আমার
অইল স্মরণ রে
শুন আমার মইধর রে ॥

কাহিনী শুরু

কবিতা

ধর্মিত শরে ধর্মিত বাদশা
নাম অইল তার,
বাঘ ভঁইসে এক ঘাডে পানি খায়
নাম শুনলে যার

খদা আল্লায় ধনে জনে তারে
নাহি দিছে কোন কিছুর উনা[৩]
ধন দিয়া মনে করলে বানতারে[৪]
শহরের চাইর কোনা ॥

এওয়ারী কেওয়ারী আর ও
শর বান্দাইল ঘর
বাইর বাড়ীতে বানছে একটা
বিনন্দ[৫] কাচারী ঘর ॥

কথা

……এই যে বাদশা,—

এই বাদশারে খদাতাল্লায় হগল ধন দিয়া একধন বড় ধন কোনুক পুত্র্ সন্তান দিছেনা। এই দুঃখে বাদশা মনে কষ্টে দিন কাডায়। বাদশার হগল কর্মচারীরা খালী কওয়া-বলা করে যে—এই "আঁটকোড় বাদশার" অধিনে চাহরী কইরা তারার কেউ উর-উন্নতি অইতাছে না। সহাল বেলায় বাদশার মুখ দেহ্‌লে সারাদিন তারার কেউর খানা পানি জোডেনা। কর্মচারীরা শল্লা-সাবুদ[৬] করে কি কইয়া এই বাদশার চাহরী তারা ছাড়ব।

এই মতে আছে আছে খায়
না- : কতকদিন গুজুরিয়া যায়।

এই বাদশার ফিইরাবার নিয়ম আছিন, বাইন বাই উডানে[৭] পাঁড়া দিত না। সহাল বেলায় ঝাড়ু টারু দিয়া গেলে পরে বাদশা আন্দরতে বাইর অইত[৮]। রোজ রোজ মালী ঝাড়ু দিতে আইয়া বাদশার মুখ দেহে আর সারা দিন তার খানা পানি জোডে না। একদিন মালী কি করছে–, মনে মনে কয়– সহাল বেলায়ই আঁটকোড় বাদশার মুখ দেইখ্যা যহন খাওন

৩ অভাব।
৪ তৈয়ার করতে পারে।
৫ সুন্দর।
৬ পরামর্শ।
৭ অপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গন।
৮ হইতেন।

জোডে না—তে আইজু খাওয়া দাওয়ার কাম শেষ কইরা যাইবাম"। মালী না—মনে মনে এই কইয়া—এইদিন খাওয়া-দাওয়া কইরা এর পর বেইল উঠ্‌[৯] বাদশার বাড়ীতে গিয়া আজির।

এইখান দিয়া মালীর দেরী দেহখ্যা বাদশা ত মনে মনে জ্বলছে! মালী যেন বাদশার বাড়ীত গেছে তেন্ বাদশায় মালীরে ডাহগিয়া কইল অ—,

: কি মালী তোমার আইজ অত দেরী যে—, এর কারণ কি?

মালী কয়—

: বাদশাজাদা ভয়ে কইতাম না-নিভ্যয়ে কইতাম।

বাদশা কয়—

: নিভ্যয়ে কও।

তহন মালী কয়—

—বাদশাজাদা আপনি অইছুন আঁটকোড় বাদশা! সহাল বেলায়ই আপনের মুখ দেহলে সারাদিন আমরার খানা জোডে না। এর লাইগ্যা[১০] আইজ মনে করলাম যে, খাওয়ার কামডা কইরাই যাই।—এই খাওয়া দাওয়া করতেই অত দেরী অইয়া গেছে।

মালীর কথা হুইন্যাই বাদশায় বুড়া উজিররে ডাকদিয়া কয়—

:—কি উজির, মালী যা কইছে এই কি হাঁছা[১১] কথা?

উজিরে কয়—

: কি কইবাম বাদশাজাদা—, মালী যা যা কইছে হগলই হাঁছা কথা। সহাল বেলায় আপনের মুখ দেহলে সারাদিন আমরার খানা জোডে না।

উজিরের কথা হুইন্যা[১২] বাদশায় কয়—

—উজির—, এই কথাডা আমারে অতদিন কওনা কেরে? আমার লাইগ্যা[১৩] যুদি আমার কর্মচারী, আমার পরজারা কষ্ট করে-তে কি কাম--এই বাদশাহী দিয়া!—নেও উজির আইজ থাইক্যা এই বাদশাহী আমি তোমারে দিলাম। এই পাপমুখ আর আমি মাইনষেরে দেহাইতাম না।

৯ সূর্য উঠার পর।
১০ এই জন্যে।
১১ সত্য।
১২ শুনে
১৩ আমার জন্য।

--এই কথা কইয়াই বাদশা রমারম গেছে অন্দরে। অন্দরে গিয়া বাদশাজাদীরে কইতাছে—

– বাদশাজাদী গো! আমি অইছি নিঃসন্তান-আঁটকোড় বাদশা! আমার পাপ মুখ দেখলে পরজারার খানা জোডে না! –তে এই রইল বাদশাহী আর সিঙ্গাসন, আইজ থাইক্যা আমি চল্লাম আন্ধাইর কোডা মন্দীরের মাইঝে। আল্লায় যদি— আমার আর্জি মঞ্জুর করে তে মন্দিরতে বাইর অইবাম।--না--অইলে এই মন্দিরে পইড়াই মরবাম।

॥ বাদশায় তহন কেবল আরে
কোন কাম না কোন কাম করছে
বাদশাজাদীরটোনতে বিদায় লইয়া
আন্ধাইর কোডা মন্দিরে গমন করিছে ॥

--তহন বাদশায় কি করছে--, মন্দীরের কেপাট লাগাইয়া চাইর--আত পায়ে বাইন্দ্যা পড়ছে--। আল্লা-আল্লা করতাছে।

এক এক কইরা সাতদিন যহন গেছে---তহন বাদশার এবারতে আল্লার আরশটা[১৪] তক্‌ বথ্‌ কইরা কাঁপতাছে। আল্লায় জিব্রাইল ফিরিস্তারে ডাক দিয়া কয়---

—কি জিব্রাইল--, আইজ আমার আরশটা যে কাঁপতাছে, এইডার কারণ কি?
তহন জিব্রাইল ফিরিস্তায় কয়---

---হুজুর ধর্মিত শহরের ধর্মিতা বাদশারে যে ধন দিছুইন,--জন দিছুইন না, তার লাইগ্যা বাদশা আইজ সাতদিন ধইরা দানা-পানি ছাইড়া 'উজরাহানাত'[১৫] পড়ছে। এই বাদশার ডাহের ছোঁডে আপনের আরশ কাঁপতাছে।
তহন খোদাতালায় কইন--

—হ' জিব্রাইল ধর্মিত বাদশারেত ধন দিছি তে কোন জন দিছি না।--অহন কি করণ, বাদশা যহন অত খায়েশ করতাছে, তে-যাও জিব্রাইল বাদশাজাদীরে গিয়া সন্তানবতী অওয়ার পথটা বাতলাইয়া দিয়া আইও।

---

১৪ আসন
১৫ উপাসনাগৃহ।

কবিতা

আদেশের জিব্রাইল তহন আরে
কোন কামতে না কোন কাম করছে
একটা মাছির বেশ ধইরা
মার্ মার্ কইরা রওনা করছে।

এক এক কইরা জিব্রাইল আরে
ধর্মিত বাদশার দেশে যায়
শয়ান স্বপনে বাদশাজাদীরে
এক স্বপন দেখায়।

কথা

তহন জিব্রাইল একটা মাছির বেশ ধইরা বাদশাজাদীর মন্দীরে গিয়া স্বপনে বাদশাজাদীরে কইতাছে---[১৬]

--এগো বাদশাজাদী--, তুমি যুদি পুত্র সন্তান চাও-তে অইলে কাইলেই কবুতর পাহাড়ে চইলা যাও। কবুতর পাহাড়ে গিয়া দেখবা---একটা ধরাক্ষ গাছ, ধরাক্ষ গাছটার মাইঝে--একটা কেবল পক্ষী বইয়া রইছে। এই কেবল পক্ষীর একটা লেদা যুদি তুমি গরহণ[১৭] করতা পার--তবেই তোমার পুত্র সন্তান অইব।

কবিতা

শয়ান স্বপনে বাদশাজাদী
এই স্বপন যেই দেখছে
তেন বাদশাজাদী দছ্ মছ কইরা
নিদ ছাইড়া পালংয়ে বইছে।

পালংয়ে বসিয়া বাদশাজাদী
কোন কাম আর করিল
বান্দী গো দাসী গো বইলা
কেবল ডাকিতে লাগিল ॥

১৬ বলিতেছে।
১৭ গ্রহণ।

কথা

তহন বাদশাজাদী কোন কাম করছে। দাসী বান্দীরে ডাহাইয়া স্বপনের হগল বিত্তান্ত কইছে। দাসী বান্দী হুইন্যা[১৮] কয়--
---এছু বাদশাজাদী, এইতা স্বপন-টপন কিছুই না। এইডা শয়তানে বেলহী[১৯] দেহাইছে। আপনে শইল্লের মাইঝে কিছুতানের ছুরা[২০] কইয়া ফুঁ দিয়া ঘুমাইয়া থাক্‌কইন।

এই কথা হুইন্যা বাদশাজাদী
কোন কাম না করছে
একটা ছুরা কইয়া শইল্লে ফুঁ দিয়া
পালংয়ে শয়ান করছে।

--না--, বাদশাজাদী যহন বেল্‌ ঘোমের[২১] মাইঝে পড়ছে, তহনেই ফিইরাবার হেই স্বপন দেখতাছে। জিব্রাইল কইতাছে--
--এগো বাদশাজাদী! তুমি আমার কথা হুনলানা!--কমিন কমজাতের কথা হুইন্যা বইয়া রইছ! আমার দোষ আমি ফুরাইছি। তহন তোমার কপাল লইয়া তুমি বইয়া থাহ।

শয়ানে স্বপনে এই স্বপন দেইখ্যা বাদশাজাদী
--কোন কামতে না কোন কাম করছে
আল্লার নাম লইয়া তবে
পালংয়ের মাঝারে উঠিয়া বসিছে
পালংয়ে বসিয়া বাদশাজাদী
কোন কাম তে না কোন কাম করে
দাসী বান্দীরে কিছু না কইয়া
ঘোড়ার পাঁইছাল [২২] থানে গমন করে॥

---

১৮ শুনিয়া
১৯ যাদুক্রিয়া বিষয়ক।
২০ কলেমা।
২১ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়
২২ ঘোড়াশাল।

সুবর্ণের মন্দীর ছাইড়া বাদশাজাদী
একে একে করিল গমন
ঘোড়ার পাঁইছাল ঘরে গিয়া
তবে দিল দরিশন।

দরিশন দিয়া বাদশাজাদী
কোন কাম করে
একে একে সকল ঘোড়ারে
তবে লাগছে কহিবারে।

গান

আর—
শুন শুন ঘোড়ারে ঘোড়া
আরে ভালা শুন কই তোমরারে
আমি ত না যাইবাম কাইলী[২৩]
কবুতর পাহাড়েরে
শুন আমার মইধর রে॥

পায়ে ধরি বিনয় করি ঘোড়া
আর গো ঘোড়া বলি যে তোমারে
কোন ঘোড়া যাইবা বল
আমারে না লইয়ারে
শুন আমার মইধর রে॥

কথা

—তহন বাদশাজাদী কোন কাম করছে—,একে একে হগল ঘোড়ার কাছেই গিয়া কইতাছে--তারে লইয়া কবুতর পাহাড়ে যাওনের লাইগ্যা। কিন্তুক বাদশাজাদীর কথা হুইনা হগল ঘোড়াই মাথা হেট্ট কইরা দিছে। পাঁইছাল

২৩ আগামীকাল

ঘরের এক কোনার মাইঝে যে বান্দা আছিন একটা দেবের ঘোড়া---
তহন দেবের ঘোড়ায় বাদশাজাদীরে কইতাছে—

—ওগো বাদশাজাদী-, দিন কয় আগে আমি একটুক মগরামী[২৪] করছিলাম—, হের লাইগা আইজ সাতদিন যাবত কচুয়ানে[২৫] আমার খানা পানি বন্দ কইরা দিছে। তে আমারে যদি সাতদিন খানাপানি খাওয়াইয়া একটুক আউত্ [২৬] করুইন তবে আমি এক নিমিষে [২৭] আপনেরে লইয়া আমি কবুতর পাহাড়ে যাইবাম।

কবিতা

এই কথা শুইনা বাদশাজাদী না
কোন কাম আর করছে—
মার্ মার্ কইরা তার মন্দিরখানা ঘরে
আইসা উবস্থিত অইছে
কাক কুলি রাও করছে
পূবে দিয়া ধলপর দিছে।

পশা পশা কইরা
রজনী খান ও পশাইছে
তেন বাদশাজাদা কচুয়ানরে ডাইক্যা
কহিতে লাগিছে।

গান

আর—
শুন শুন কচুয়ান গো কচুয়ান
আরে শুন কই তোমারে
আজিতে[২৮] না খাওন দিবা তোমার

২৪ বিদ্রোহ
২৫ ঘোড়াশাল রক্ষক
২৬ সুস্থ
২৭ সামান্য সময়ে
২৮ আজ হতে

দেব বংশী ঘোড়ারে রে
শুন আমার মইধর রে ॥

কবিতা

এই কথা হুইন্যা কহুয়ান
কোন কাম তে না কোন কাম করছে
দেবের ঘোড়ারে তবে ভালা
দানাপানি খাওয়ানীত লাগছে।

একের দিন বাঁয়ে যায়
এই মতে সাত দিন গুজুরিয়া[২৯] যায় ॥
সাতদিন পরে বাদশাজাদী
কোন কাম না করছে
আল্লার নাম লইয়া মাইঝ রাইতে
ঘোড়ার পাঁইছালে গমন করছে।

পাঁইছাল ঘরে যাইয়া বাদশাজাদী
কোন কাম না করে
দেবের ঘোড়ারে বাইর কইরা
সাজন পোষাগ করে ॥

গান

আরে---
আল্লার নামটি লইয়ারে বাদশাজাদী
ঘোড়ায় ছোয়ার অইল
মিরত্তিকা[৩০] ছাড়িয়া দেবের ঘোড়া
শূন্যে উড়া করিল রে
শুন আমার মইধর রে ॥

২৯ অতিবাহিত
৩০ মাটি ছাড়িয়া

কবিতা

তহন ঘোড়া---
মিরতিকা ছাড়িয়া ঘোড়া
শূন্যে উড়া করছে
মার মার কইরা গিয়া নিমেষেতে
কবুতর পাহাড়েতে উবস্থিত অইছে।

কবুতর পাহাড়ে উবস্থিত অইয়া
বাদশাজাদী নজর কইরা চায়
ধরাক্ষের গাছটা সামনেই
নজরে দেহা যায়।

কথা

--তহন বাদশাজাদী নজর কইরা দেহে ধরাক্ষের গাছটার মাইঝে --একটা কেবল পক্ষী বইয়া রইছে। আর গাছটার গুঁড়ির মাইঝে একটা খুব সাংকু[৩১] অজাগ্‌গর বিড়া পেঁছাইয়া বইয়া রইছে। বাদশাজাদী এই চাইয়া দেখতে দেখ্‌তেই দেহে পক্ষীডা একটা লেদা দিছে, আর লেদাডা গিয়া পড়ছে অজাগ্‌গর-টার মস্তকের মাইঝে। অহন বাদশাজাদী পড়ছে মুশ্‌কিলে! অজাগ্‌গরের মস্তকতে কি কইরা লেদাডা[৩২] গরহন করব! এই নিয়া বাদশাজাদী যহন খুব চিন্তাত পড়ছে, তহন ঘোড়াডায় কইতাছে--

এগো বাদশাজাদী--, চিন্তা করলে কি অইব! --আপনে--যাওহাইন--অজাগরের পেছে পেছে পাঁড়া দিয়া গিয়া উঠ্‌বাইন উপরে।--উপরে উইঠ্যা লেদাটা গরহন কইরা আইয়া পরহাইন।

ঘোড়ার কথা হুইন্যা বাদশাজাদী ঘোড়াত্যে লাইম্যা আস্তে আস্তে অজাগগরের পেছে পেছে পাড়া দিয়া গিয়া উঠছে উপরে। উইঠ্যা অজাগ্‌গরের মস্তকেতে লেদাডা জিব্রায় চাডা দিয়া গরহন কইরা, হেই পেছে পেছে পাড়া দিয়া লাইম্যা পড়ছে।

৩১ বড়

৩২ বিষ্টা

--অজাগ্‌গরটা ছয় মাস ধইরা ঘুমাইতাছিন। আইজ বাদশাজাদী যেই লামছে -তেই হজাক [৩৩] অইছে। হজাক অইয়াই অজাগ্‌গরটায় মনে মনে কইতাছে--

: আইজ ছয় মাস ধইরা ঘুমাইতাছি কোন খাওয়া-দাওয়া নাই--, তেই অহন যহন একটা খাওন পাইছি তে এইডারে আগে খাইয়া লই।

অজাগগরে মনে মনে এই কথা কইয়া বিড়ির পেছ ছাইড়া বাদশাজাদীরে চাইতাছে খাইত। তহন ঘোড়াডায় কইতাছে--

-- বাদশাজাদী--এই দেইখ্যুয়াইন অজাগগরে আপনেরে ধইরা ফালছে। তাড়াতাড়ি আমার পিডে সোয়ার অওহাইন, আমি আপনেরে লইয়া উড়া করি।

তংক্ষনাৎ বাদশাজাদী পড়ি মরি কইরা
দেবের ঘোড়ার পৃষ্ঠে সোয়ার অইছে
আল্লার নাম লইয়া দেবের ঘোড়া
শূন্যে উড়া করছে ॥

ঘোড়ায় উড়া করছে ত করছেই--, এক ধানের লাইগ্যা অজাগগরটায়--- বাদশাজাদীরে ধরত পারল না।

॥ তারারে নিরবদী আওয়াত অইয়া[৩৪]
আন্দরের কথা যাই কিছু কইয়া ॥

বাদশাজাদী যহন কেউরট্যেন[৩৫] না জানাইয়া মাইঝ রাইতে মন্দীর থাইক্যা বাইর অইয়া পড়ছে, তহন আত্‌খা মাইরা[৩৬] দাসী বান্দীরা হজাক অইয়া দেহে বাদশাজাদীর পালং খালি! তহনেইতা তারার মাতাত বাড়ী পড়ছে।

--হায়রে--বাদশাজাদী যে মন্দীরে নাই এই কথা যুদি বাদশার কানে যায় তে-ত আমরার জন বাচ্চা সইত গর্দান যাইব!

কি করব! বেবাক[৩৭] দাসী বান্দীরা যুক্তি কইরা কয়--আর যা আছে কপালে! বাদশার কাছে গিয়া আমরা এই কথা জানাইয়া দিবাম!

৩৩ জাগরিত হয়েছে
৩৪ আগমনে রেখে
৩৫ কাহারও কাছে
৩৬ হঠাৎ
৩৭ সকাল

--এই কথা ভাইব্যা দাসী-বান্দীরা গেছে বাদশার সেই আন্দাইর কোডা মন্দীরে। মন্দীরের বাইরে খাড়ইয়া[৩৮] একটা রাগিনী[৩৯] কইতাছে--

গান

আরে--

শুন শুন ওই যেরে আরে বাদশার নন্দন
শুনেন কই আপনেরে
বাদশাজাদী নাইগা আর ও
শয়ান মন্দীর ঘরেরে
শুন আমার মইধর রে ॥

কথা

বাদশায় মন্দীর থাইক্যা মনে মনে কয়--কিরে আমার বাদশাজাদী বেন জাতী ডুবাইতাছে![৪০] তহনেই বাদশায় আর একটা রাগিনী কইতাছে--

গান

আরে--

শুন শুন ওই যেরে আরে দাসী
শুইন্যা লওছাই কানে
যাইব জাতী থাক্‌ব খোঁডা[৪১]
আমার বংশের কালে রে
শুন আমার মইধর রে ॥

বাদশা খুব রাগ অইছে। মনে মনে কয়--
: দেখছ আমি পুত্র সন্তানের লাইগ্যা এইহানে জীবন বিলাইয়া দিতাছি--আর

৩৮ দাড়াইয়া
৩৯ গান
৪০ কুলটা হওয়া
৪১ অপবাদ

বাদশাজাদী সুযোগ পাইয়া কুক্ষেণের রঙ তামাসা করে। আর যেথক-সেথক-কর্ণে কপালে--বাদশাজাদী মাইরা ফালবাম ছুনিয়ার উপুরে--

এই কথা কইয়া বাদশায়
কোন কাম না কোন কাম করছে
একটা লেঙ্গা তেরুয়াল লইয়া
মন্দীরতে না বাইর অইছে।

মন্দীরতে বাইর অইয়া বাদশায় তবে
আরে করিছে গমন
আন্দর বাড়ী ছাইড়া তবে
সিঙ্গি দরজায় গিয়া দিছে দরিশন ॥

—বাদশায় যহন গিয়া কবল সিঙ্গি দরজাত খাড়ইছে[৪২] ঠিক্ তেন্ সময় দেবের ঘোড়ায় বাদশাজাদীরে লইয়া সিঙ্গি দরজা দিয়া আন্দরে হাণ্ডাইতাছে[৪৩]। বাদশা যে কথা মনে করছিন সেই কথাই! ঘোড়া দেইখ্যা লেঙ্গা তেরুয়ালডা উচাইয়া লইয়া সামনে খাড়ইয়া কইতাছে—

: ওরে কমিন-কমজাত বাদশাহজাদী!—আমি কইতাছি ঘোড়া থামা।
--আইজ তরে কাইট্যা ফালবাম!
তহন বাদশাজাদী একটা রাগিনী কইতাছে –

গান ঃ

আর—
মাইর না মাইর না আরে বাদশা নন্দন
আরে মাইর না আমারে
দশমাস দশ দিন পরে
মারিবা আমারে রে
শুন আমার মইধর রে ॥

৪২ দাঁড়াইছে।
৪৩ প্রবেশ করছে।

---বাদশায় এইসব কথা হুনলে ত! জুরাজুরি করতাছে মাইরা কালত। আর বাদশাজাদী কেবল ফিরাইতাছে। তারা দুইজনে পাছরা-পাছরি করতাছে। এইহান দিয়া সিঙ্গি দরজার একটুক দুরাতই আছিন বুইড়া উজিরের ঘর। উজিরে যে কের লাইস্যা ঘরতে বাইর অইছিন তহন—

কবিতা

বুইড়া উজির নজর কইরা চায়
বাদশা-বাদশাজাদী পাছরা-পাছরী করতাছে
নজরে দেখতে পায়।
তৎক্ষণাতে বুইড়া উজির আরে
কোন কাম না করছে
দৌড় মাইরা আইয়া বাদশা বাদশাজাদীর
মাঝখানে খাড়ইছে।

—তহন বুইড়া উজিরে সব কথা হুইন্যা বাদশারে কইতাছে---
: এগো বাদশা নন্দন---,আমার একটা কথা হুনাহাইন। আপনে যে পুত্র-সন্তানের লাইগ্যা এমুন করতাছুইন এইডা কি বাদশাজাদী জানুইন না!---তে বাদশাজাদী ও কিবেন এইডার লাইগ্যা বাইরে গেছিন কোন এলাজ[৪৪] করত! অ৺ন যা অওনের ত অইছেই এই বারের লাইগ্যা তারে ক্ষেমা কইর দেওহাইন।
বুইড়া উজিরের কথায় বাদশায় কয়---
: হ' এইডাওত' ঠিক কথাই। আচ্ছা যা অওনের অইছে। অন্তক
---দশমাস দেইখ্যাই লই।
তহন উজিরে-বাদশা-বাদশাজাদীর মিল কইরা দিছে---তারা আন্দর গেছে।

॥ গনার দিন রনায় যায়
দশমাস দশদিন গুজুরিয়া যায় ॥

---না---দশমাস দশদিন পরে সুইক্ষণে বাদশাজাদীর ঘরতে এক সুন্দর পুত্র সন্তানের জনম অইছে। ছাউয়াল এমুন সুন্দর যে---

৪৪ চেষ্টা।

সুন্দর যারে কয়
একবার দেখলে তারে
ফিইরাবার দেহনের মনে লয় ॥

এই সমবাদ বাইর বাড়ীতে বাদশার কানে গেছে। বাদশায় আদেশ করছে দিনে রাইতে তিন দিন লাগাত রাজ্যি দিগালে আনন্দ উচ্ছব করনের লাইগ্যা।---এই আদেশ দিয়া বাদশা আন্দরে আইয়া একটা লাল দিয়া পুত্রের মুখ দেইখ্যা খুশী অইছে। তিন দিনের দিন নাপিত বেডা আইয়া বাদশার পুতেরে কামাইছে। তহন বাদশাজাদী খুশী অইয়া নাপিতরে তিনডা লাল দিছে। এক মাথা কামাইয়াই তিন লাল পাইয়া নাপিত খুশী মনে বাদশার পুতের লাইগ্যা আত উডাইয়া দোয়া করতাছে---

আর—

তুই আত উডাইয়া আরে নাপিত
দোয়া যে মাঙ্গিল রে
আগে না যাইছ পোড়ারে ছাওয়াল
পানিয়ে না অইছ্ তল রে
শুন আমার মইধর রে ॥

কথা

এক এক কইরা ছয়দিন গিয়া-যহন সাত দিনের দিন পড়ছে তহন বাদশায় তার রাজ্যের বড় গণকরে খবর দিয়া আনাইছে---আগ-পাছ গণনা কইরা পুতের নাম আওনের লাইগ্যা।[৪৫] গনক আইয়া ঘড়ির মাইঝে আঁক দাগ দিয়া গণনা করতাছে---

আর---

গান—

পরথমে গণিল গণক আরে ওরে গণক
আশমানের তারা
তার পরে গণিল গণক আরে ওরে গণক

৪৫ রাখার জন্য।

পাতালের বালুরে
শুন আমার মইধররে ॥---

আর--

তার পরে গণিল গণক আরে ওরে গণক
গাছের পাতায় পাতায় রে।
বার বছরের দুঃখু লেখা
খণ্ডন নাই সে তার রে
শুন আমার মইধর রে ॥

কথা

গণকে যত ভায়েই গণে বারে বারে খালি--বাদশার পুতের বার বচ্ছরের দুঃখু লেহা পায়। তহন গণক বাদশাজাদা বরাবরে কইতাছে--

---এগো বাদশাজাদা! আপনের পুতের ভাইগ্যে বার বচ্ছরের দুঃখু লেহা দেখতাছি। এই বার বচ্ছরে ছাউয়ালের উপরে কয়ডা ফাঁড়া[৪৬] আছে। এই ফাড়া কাডাইতারলে তার বাঁচনের বিশ্বাস আছে--না অইলে নাই।

এই কথা হুইন্যা বাদশায় কয়--

: গণক অত কান্দা কাডি কইরা সন্তান পাইয়াই---তে আমার কি অইল--যুদি না বাঁচে! তুমি ফিইরাবার গইন্যা বাইচ্যা দেও ক্যামনে তারে বাঁচানী যাইব।

তহন গণকে ফিইরাবার গইন্যা বাইচ্যা কয়--

: বাদশাজাদা--, আপনের পুত্র বাঁচানী যাইব, এক পথ আছে--, তারে আইজ থাইক্যা যুদি বার বচ্ছরের লাইগ্যা চাঁন সুরুজের মুখ না দেহাইন---তেই তার ফারা কাইট্যা[৪৭] যাইবে।

তহন বাদশায় কয়--

--নেও গণক আমি তাই করবাম। তে তুমি পুত্রের একটা নাম রাইখ্যা যাও।

তহন গণকে গইন্যা বাইচ্যা বাদাশার পুতের নাম রাখছে 'মইধর বাদশা'।--

নাম হুইন্যা বাদশা খুব খুশী অইয়া তিনডা লাল দিয়া গণকরে বিদায় করছে।

---

৪৬ বিপদ, অমঙ্গল।

৪৭ বিপদ মুক্ত হবে।

কবিতা

গণকরে বিদায় কইরা না বাদশায়
কোন কামতে না কোন কাম করছে
বার বচ্ছরের ডাইল চাউল দিয়া
বাদশাজাদী আর পুত্তেরে
আন্ধাইর কোডা মন্দীরে ভরছে ॥
॥ গণার দিন রণায় যায়
দেখতে দেখতে এগার বচ্ছর
কাইট্যা যায় ॥

---না দেখতে দেখতে এগার বচ্ছর-এগার মাসই কাইট্যা গেছে। বার বচ্ছরের আর মাত্রক এক মাস বাঁহী রইছে। তহন আরশে থাইক্যা আল্লায় জিব্রাইল ফিরিস্তারে ডাইক্যা কয়--

"দেখ্ ছ-জিবরীল !--ধর্মিত বাদশার পুত্তের কপালে আমি বার বচ্ছরের দুঃখু লেখছি, আর বাদশায় দেহা যায় আমার কলম রদ কইরা ফালাইতাছে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও।--গিয়া আমার কলমডা ঠিক রাইখ্যা আইও।

কবিতা

আদেশের জিব্রাইল তহন আরে
কোন কাম না করে
একটা মাছির বেশ্ ধইরা
ধর্মিত বাদশার শরে গমন করে।

একে একে জিব্রাইল আরে
করিছে তবে গমন
দেখতে দেখতে ধর্মিত শরের (হেই)
আন্ধাইর কোডা মন্দীরে দিল দরিশন।

দরিশন দিয়া জিব্রাইল আরে
কোন কাম আর করে

বাদশাজাদীর শইল্লের মাইঝে
একটা জ্বালা পোড়া তুলে।

কথা

বাদশাজাদীর শইল্লের মাইঝে যহন বেধম জ্বালা উঠছে--তহন বাদশাজাদী একটা দাসীরে কইতাছে--

--এগো দাসী--, তুই আমার পুত মইধর বাদশারে দেহিছ--, আমি বাইরে বাগানের মাইঝে একটুক গিয়া দেহি জ্বালাভানি কমে।

এই কইয়া বাদশাজাদী গেছে বাইরে বাগানে।

এইহানদিয়া করছে কি--মইধর বাদশা যে ঘুমাইতাছিন--হে-ঘুম থাইক্যা উইঠ্যা[৪৮] দেহে মন্দীরে কেউ নাইগা। (দাসীও এই সময় কই গেছিনগা) কেপারও খোলা

--তৎক্ষণাতে বাদশার পুত রম্ রমা রম্ মন্দীরতে বাইর অইয়া[৪৯] পড়ছে। বাইর অইয়া অত সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী গাছ-পালা দেইখ্যা মইধর বাদশা ত আডাইশ লাইগ্যা[৫০] রইছে। গাছ পালা দেখতাছে আর যাইতাছে।--না যাইতে যাইতে বাদশার দরবারের কাছ কাছ গেছেগা। তহন বাদশায় দরবার থাইক্যা আত্‌খা মাইরা[৫১] নজর কইরা দেইখ্যা উজিররে কইতাছে--

: এগো উজির! এই অত সুন্দর ছাউয়ালডা কার?

উজিরে ভালা কইরা দেইখ্যা কয়--

--আরে বাদশাজাদা-- এইলাইতা[৫২] আপনের ছাউয়াল[৫৩] 'মইধর বাদশা'! এই কথা হুইন্যাই বাদশায় ছাউয়ালরে টান দিয়া কোলে বওয়াইয়া[৫৪] আদর

৪৮ ঘুম থেকে জাগিয়া।

৪৯ বাহির হইয়া।

৫০ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

৫১ হঠাৎ

৫২ এই তো--

৫৩ ছেলে

৫৪ বসাইয়া।

করতাছে।--মইধর বাদশার কোলে বইয়া আনে বানে চাইয়া এক ধ্যানে এইডা হেইডা দেখতাছে। তহন বাদশায় কয়--

--উজির!--আমার পুতে যহন খালি এইডা হেইডা দেহে---তে কেউ একটা আরচয্য জিনিস দেহাও।

এই কথা হুইন্যা এক উজিরে কি করছে গাছেরত্যে কয়ডা পাতা টান দিয়া লইয়া এক গামলা পানির মাইঝে ছাইড়া দিছে। আল্লার কি কুদ্রত!--পাতাডি পানির মাইঝে ছাইড়া দিতেই 'হউল মাছের'[৫৫] পনা অইয়া, পনাডি পানির মাইঝে খক্ষ্‌ খক্ষ্‌ করতাছে।

এইডা দেইখ্যা আরেক উজিরে কয়--, 'দেখছ! হেসে এইডা দেহাইতাছে বাদশার কাছে ত তার নাম অইয়া যাইব!'--এই মনে ভাইব্যা এই উজির কি করছে--গাছতে একটা পাতা টান দিয়া লইয়া একটা তেলেছমাত কইয়া ফু মারছে, তহনেই পাতাটা একটা বগা[৫৬] অইয়া গামলাডার কানিত বইয়া হউলের পনাডি ধইরা ধইরা খাইয়া ফালাইছে।

'দেখ্‌ছ! হে, হু আমার থাইক্যা বেশী নাম কইরা ফালতাছে!' এই উজির মনে মনে এই ভাইব্যাই কি করছে--আর একটা পাতা লইয়া একটা তেলেছমাত করছে--, তহনেই--পাতাডা একটা কুড়ুয়া অইয়া থাকা মাইরা হেই উজিরের বগা লইয়া উড়া করছে। এই রহম করতেই দরবারের মাইনষে ফিইরাবার এই উজিরের ধন্য ধন্য করতাছে।

তহন হেই উজিরে বাদশার কাছে কয়--

বাদশাজাদা--আমি এই রহম একটা খেলা দেহাইতারি যে খেলা নাহি কেউ জীবনে কোনকদিন দেখছেনা! তে এই খেলাডা দেহাইতে সতী মায়ের একটা পুত আর সতী মায়ের একআত তাগা লাগব। এইডি দিতারলে আমি খেলাডা দেহাইতাম পারি।

এই কথা হুনা মাত্রই বাদশা চাইর দিগে লোকজন পাডাইছে। সতী মায়ের পুত আর সতীর এক আত তাগা আনন্দের লাইগ্যা। পাডাইলে কি অইব! লোকজন চাইরদিগে বিছরাইয়া[৫৭] কোনহানেই আর সতী মায়ের

---

৫৫ শৌল, মাছের পোনা।

৫৬ বক পাখী।

৫৭ খুঁজিয়া।

পুত পাওয়া গেলনা। বাদশারও মনে মনে জিদ চাপছে যে পরহারেই আওক খেলা দেখর।

তহন বাদশায় ডেণ্ডেরা [৫৮] দিয়া লোক পাডাইছে যে---"সতী মায়ের পুত, আর সতী মায়ের এক হাত তাগা যে দিতারব তারে চাইর ভাগের এক ভাগ বাদশাহী দিয়া ফালব।'

ডেণ্ডেরাওয়ালা দেশ দেশ ডেণ্ডারা পিডাইছে। কিন্তুক কোনক হানেই আর কেউ কয় না যে---সতী মায়ের পুত আছে। শেষ ডেণ্ডেরা ঘুরাইয়া যহন রাজার বাড়ীত লইয়া আইছে---তহন এক দাসী বাদশাজাদীরে কয়---

---এগো বাদশাজাদী---আপনেইত্য সতী! আর আপনের পুত্তেইত্য,--'সতী মায়ের পুত।'-তে আপনে যদি আপনের পুতেরে আর এক আত তাগা দেইন-তে ত খেলাডা'ত দেহন যায় আর আপনেরার বাদশাহী ও ঠিক থাইক্যা যায়।

এই কথা হুইন্না বাদশাজাদী কয়—হ' দাসী এইডা ত ঠিক কথাই। তে যে বাদশার কাছে গিয়া এই খবর জানা।

তৎক্ষণাতে দাসী কি করছে দরবারে বাদশার কাছে গিয়া এই খবর জানাইছে যে--বাদশাজাদীই এক আত তাগা আর তার পুত মইধর বাদশারে দিব। বাদশায় এই কথা হুইন্যা খুশী অইয়া কয়--তে ত আর কথাই নাই! যাও তাড়াতাড়ি বাদশাজাদীর এক আত তাগা আর আমার পুতেরে লইয়া আইও[৫৯]

হুকুম পাইয়া দাসী আরে
তৎক্ষণাতে করিছে গমন
বাদশাজাদীর এক আত তাগা
আর মইধর লইয়া
দরবারে আইয়া দিছে দরিশন॥

তহন আজারে বিজারে লোকজন অইছে উজিরের আচানক খেলা দেহনের লাইগ্যা। লোকজন ঠিক অইয়া বইলে বাদশায় উজিররে আদেশ করছে খেলা দেহানির।

বাদশার উহুম পাইয়া উজির কি করছে--,গাছতে একটা কাডল পাতা টান দিয়া লইয়া এক আতে তাগাডা দিয়া পাতাডারে খুব শক্ত কইরা বাইন্ধ্যা একটা তেলেছমাত করছে।

---

৫৮ যোমক
৫৯ নিয়া আস।

তহনে পাতাড়া একটা খুব সুন্দর ময়ুর অইয়া গেছে---আর এক আত তাগা আজার আত লাম্বা অইয়া গেছে। ময়ুরটা বানাইয়া [৬০] উজিরে সতী মায়ের পুত মইধর বাদশারে ময়ুরের উপরে বসাইয়া ময়ুর আশমানে উড়াইয়া দিছে। ময়ুর উড়তাছে আর উজিরে আতে ধরা তাগা ছাড়তাছে। কতখানি যহন উড়ছে-তহন উজিরে কয়—

: বাদশাজাদা এলা কওহাইন [৬১] ময়ুর টাইন্যা লামাইয়া ফালাই।

বাদশা-চমৎকির অইয়া দেখতাছে আর কইতাছে--

: কি উজির কি কও! লামাইয়া ফালতা কেরে? তাগা আরও ছাড়, আরও উপরে উড়ুক। সুন্দরইত্য দেহা যাইতাছে।

বাদশার আদেশ পাইয়া উজিরে আরও তাগা ছাড়ছে, ময়ুর উপরে উঠছে।

এইহান দিয়া হেই যে আগের উজির হেই উজিরে মনে মনে কয় --'দেখছ হে দেখ যায় যে সুন্দর খেইল দেহাইতাছে! বাদশার কাছে ত তার খুব নাম অইয়া যাইব'। মনে এই ভাইব্যা এই উজির কি করছে--আর এক তেলেছমাত্ত কইয়া যাদুর তাগার মাইঝখানে কাইট্যা দিছে। কাইট্যা দিছে ময়ুর উড়তে উড়তে আশমানের ফাইল উইড়া গেছেগা।--আর এই হান দিয়া উজিরে আতে ছিড়া তাগা লইয়া বেক্কল অইয়া বইয়া রইছে। দরবারের হগল লোক হৈ হৈ করতাছে যে--"মইধর বাদশারে যাদুর ময়ুর লইয়া গেছেগা। এই সমবাদ এক দাসী দৌড়িয়া গিয়া--বাদশাজাদীরট্যোন কইতাছে--

গান

আর--

শুনেন শুনেন বাদশাজাদী আরে ওরে
শুনেন কই আপনেরে
আপনের পুত্র মইধর লইয়া গেছে
সোনার ময়ুরে রে।
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে॥

---

৬০ তৈয়ার করে।

৬১ এখন বলেন।

—এই সমবাদ না পাইয়া বাদশাজাদী অবচেতন অইয়া গেছে। অনেক্ষণ পরে একটুক থা থিত অইয়া গেছে বাদশার কাছে--গিয়া কইতাছে--

আর--

শুন শুন ওই যেন বাদশা গো
ওই যে রে বাদশা শুইন্যা লওছাই কানে
আমার পুত্র মইধর বাদশা
আইন্যা দেও[৬২] আমার কোলেরে
উইড়া গেল ময়ূর পঙ্খীরে ॥

বাদশায় গিয়া উজিরের এইহানে কান্দাকাডা করতাছে--

আর —

কি অইল কি অইল উজির গো
ওই যেরে উজির—, কি সব্বনাশ অইলরে
আমার পুত্র মইধর বাদশা
লইয়া গেল ময়ূরে রে
উইড়া গেল ময়ূর পঙ্খীরে ॥
এই কথা নিরবদী অইয়া
মইধর বাদশার কথা যাই কইয়া ॥

সোনার ময়ূর মইধর বাদশারে লইয়া উড়তে উড়তে এই রাজার রাজ্যি ছাড়াইয়া গেছে আরেক রাজার রাজ্যি। আর রাজার রাজ্যি ছাড়্যা গেছে আরেক রাজার রাজ্যি। এই কইরা একে একে সাত রাজার রাজ্যি ছাইড়্যা রাজ বাড়ীর মরা ফুল বাগানে গিয়া বইছে। মইধর বাদশারে লইয়া যহন ময়ূর মরা বাগানে গিয়া বইছে, তহনেই মরা গাছ জেঁতা[৬৩] অইয়া গেছে। মরা গাছে ফুল ধরছে, ফুলে ভমরা গুন্ গুন্ কইরা উড়াতাছে।— এক ফুলতে আরেক ফুলে বইতাছে—মধু খাইতাছে।

---

৬২ এনে দাও।

৬৩ জীবিত

এই দিক দিয়া বাগানের মাইলানী [৬৪] মাইঝা রাত্তেই হজাক অইয়া ভমরার গুঞ্জন হুনতাছে---আর ফুলের বাস পাইতাছে। তহনেই মাইল্যানী ডাকতাছে।

: এগো মালী! মালী উডছেন দেহি একটুক বাগানডা দেইখ্যা আই। মরা বাগানে যেমুন ফুল ফুটছে। আইওছেন দেহি এইডা বিষয়ডা কি! মালী ঘুম থাইক্যা হজাক অইয়া কয়—

--না মাইল্যানী! আমি অত রাইতে বাগানে যাইতাম পারতাম না। আমার ডর করে!

মাইলানী কয়-—

: আরে মালা তোমার আগে যাতন লাগত না। আগে ত আমিই যাইবাম! তুমি খালি আমার লগে পিছে একটুক থাকবা আরহি।

তহন মালী আর কি করব! মাইল্যানীর ঘ্যাঁত-ঘ্যাঁতানীর জ্বালায় উইঠ্যা পথ দিছে। মাইল্যানী যায় আগে আর মালী যায় পিছে। বাগানে গিয়া দেহে ঠিহেই মরা বাগানে ফুল ফুটছে। তহন দুইজনে তাইজ্জা[৬৫] লাইগ্যা রইছে। ঘুরতে ঘুরতে আর একবার মাইল্যানী নজর কইরা দেহে---মাইঝ বাগানে একটা ঝোপ্‌ড়া গাছের তলে একটা সোনার ময়ূরের উপরে এক সোনার পুতলা বইয়া রইছে। মালীত দেইখ্যাই এক ডাপাট[৬৬]।—মাইল্যানী এক কাঁইক আগুয়ায় এক কাঁইক পাছুয়ায়-,[৬৭] এই করতাছে। শেষে খুব বল বল কইরা একটা রাগ্‌নীত টান দিছে---

গান

আর—

কেবা কেবা হওরে তুমি
কেবা বল মোরে
কিবা নাম তোর মাতা-পিতা
কি বা নামটি তুর হয়রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে॥

৬৪ মালিনী
৬৫ অবাক
৬৬ দৌড়।
৬৭ এক পা আগায় এক পা পিচায়।

আর---

কেবা কেবা হওরে তুমি
কেবা বল মোরে
ভূত, না---পেরত, না মুনিষ্যি, দেওজাত
ভাইঙ্গা কহ তুমি রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

মাল্যানীর কথা হুইন্যা মইধর বাদশাও একটা রাগিনী কইতাছে---

আর---

ভূত নই পেরত নইয়রে আরে
মনিষিরই ছাইল্যা
বাপের নামটি ধর্মিত বাদশা
আমার নামটি মইধর রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কথা

মুনিষির কথা হুইন্যা মাইল্যানী একটুক আগুয়াইছে। আগুয়াইয়া মইধররে লইযা ঘরে আইছে। ঘরে আইয়াই মইধর বাদশার আর কথা বার্তা নাই, মাইল্যানীর বনছনের বিছনাতে ফুইত্যাই[৬৮] দিছে ঘুম। এক ঘুম দিয়া উঠছে। পরের দিনের সহালে উইঠ্যাই মাইল্যানীরে কয়—

: মাসি—, আমার যবর পেভে ভুক লাগছে। আমারে কিছু খাওনের দাও।

মাইল্যানী তহন কি করব!—আগের দিনের কতডি পানি ভাত আইন্যা মইধর বাদশার সামনে দিছে। পানি ভাতটি দেইখ্যাই[৬৯] মইধর বাদশা একটা রাগিনীত টান দিছে—

আর—

আর আর দিন খাইতাম আমি গো
চিকন চাউলের খানা রে

---

৬৮ শুইয়া

৬৯ দেখিয়া

যাহুর ময়ূর আইন্যা খাওয়ায়রে
গান্ধা পানি ভাতরে
উইড়া গেল ময়ূর পঙ্খীরে ॥

কথা

একদিন দুইদিন কইরা তিন দিন গেছে। মইধর বাদশা মাইল্যানীর বাড়ীত্তেই থাকতাছে। একদিন সহালে মইধর বাদশা দেহে মাইল্যানী কতডি ফুল দিয়া মালা গাঁইথ্যা লইয়া কই গেছে।—একদিন--দুই দিন—না--এই রহম তিন দিন দেইখ্যা—পরের দিন মাইল্যানীরে জিগাইতাছে—
—এগো মাসী—, মাসী গো—তুমি রোজ রোজ এই ফুলের মালা লইয়া কই যাও?
মাইল্যানী কয়—

—আরে বইন পুত—, এই মালা লইয়া যাই—, হেই যে দেহা যায় বাদশার বাড়ীডা হেই বাড়ীত। বাদশার শ্যামবরণ নামে এক কইন্যা আছে। হেই কইন্যারে রোজ সহালে একটা কইরা মালা দেওন লাগে। এই মালা দিয়া বাদশার বাডীত্যে যে চাউল-ডাইল পাই এই দিয়াইত্য আমরা চলি।

এই কথা হুইন্যা মইধর বাদশা কি করছে—পরের দিন বাগানে গিয়া ফুল তুইল্যা একটা বিনা হঁত্তে মালা[৭০] গাইত্যা ফুলে ফুলে নিজের নামখান লেইখ্যা মাইল্যানীরে গিয়া কয়—

—মাসী—! অইজ তোমার মালার লগে—আমার এই মালডা ও লইয়া যাইও।

মাইল্যানী দেহে মইধর বাদশার সিঁতা মালাডা খুব সুন্দর অইছে। তহন এই মালাডা ও তার মালার লগে লইয়া বাদশার বাড়ীত গেছে মাইল্যানী মালা নিয়া যহন শ্যামবরণ কইন্যারট্যের দিছে তহন কইন্যায় মালা আতে লইয়াই মইধরের মালাডা দেইখ্যা কয়:—
—ও বুড়ি এই মালাডা কেলা বানাইছে?
মাইল্যানী কয়:—
—কেরে গো কইনা—, বানাইছিত আমিই!

৭০ বিনে সূঁতায়

কন্যায় কয় :-
---না বুড়ি ঠিক কইরা কও।
তহন মাইল্যানী কয় :-

ও গো কইন্যা---, এই মালাডা ত আমার এক বইন ঝি বানাইছে। (বইন পুত কইল না! পরে যুদি কইন্যা রাগ অয়।)
---আচ্ছা বুড়ি কাইল তোমার বইন ঝিরে আমার মন্দিরে লইয়া আইবা।

অহন মাইল্যানীত পড়ছে বিপদে।—বইন ঝি কইত্যে[৭১] আনব!
"ফস্" কইরা কয়--
: ও কইন্যা! একটা মস্ত ভুল ত কইরা ফালাইছি! তাড়াতাড়ি ডরে ভয়ে কি কইতে কি কইয়া ফালাইছি।--বইনপুত কইতাম গিয়া ভুলে বইনপুত কইয়া ফালাইছি।
কইন্যায় কয়--
--যা বুড়ি! তর বইন পুত্তেরেই কাইল আমার মন্দীরে লইয়া আইবে
বুড়ি কয় :--
--ও মাইয়া! আপনের মন্দিরে পুরুষ মাইনষেরে কি কইরা আনবাম! মন্দীরের চাইরকানী দিয়া বাদশায় যেয়ভাবে পরহরী[৭২] সাজাইয়া রাখছে!

এই কথা হুইন্যাই কইন্যায় কি করছে--নিজের শইল্লের অলকার খুইল্যা আর ভালা একটা শাড়ী মাইল্যানীর আতে দিয়া কয় :—যায় বুড়ি--, কাইল তোমার বইন পুতেরে এই গয়না আর কাপড় পিন্দাইয়া মায়ালোক সাজাইয়া লইয়া আইবা।

মাইল্যানী তহন আর কি করব! কাপড় আর গয়নাপত্র লইয়া গেছে বাড়ীত! পরের দিন মইধর বাদশারে এই কাপড় আর গয়না পিন্দাইয়া লইয়া পথ দিছে বাদশার বাড়ীত। শাম কইন্যার মন্দিরে পরহরীরার ভিতর দিয়া যহন যায় তহন পরহরীরা কয়--কি মাইল্যানী--, আর আর দিন একলা একলা আইতা--, আইজ লগে এই সুন্দরী কেলা?
মাইল্যানী কয়--
--দেঃ বেশ্‌তী কথা কইও না! তে অইলে কইউ আমি কইন্যারট্যেন[৭৩] গিয়া জানাইবাম!

---

৭১ কোথায় থেকে।
৭২ প্রহরী।
৭৩ কন্যার কাছে।

এক কথা হুইন্যাই পরহরীরা ঠাণ্ডা!—মাইল্যানী মইধর বাদশারে লইয়া শাম কইন্যার মন্দীরে গেছে।

"কইন্যায় দেখছে মইধর বাদশারে
আর মইধর বাদশায় দেখছে কইন্যারে।

—একজন আর একজনের ক্ষাইল খালি এক নজর কইরা চাইছে! কারবার অইয়া গেছে!—একজন আর একজনের ভিতরে ডুইব্যা গেছে। এইদিন এইতক কইরাই মাইল্যানী কইন্যারে মালা দিয়া মইধর বাদশারে লইয়া বাড়ীত আইয়া পড়ছে।

একদিন দুই দিন গেছে। কইন্যার মন্দিরে থাইক্যা জ্বইলা-পুইড়া মরে! আর মইধর বাগানে বইয়া অন দেহানতে 'হায় কইন্যা! হায় কইন্যা!' করে।—অহন কইন্যার লগে দেহা করব কি কইরা! কইন্যার মন্দিরের চাইর দিক পরহরীরা যে ভায় বেইড়া রাখছে! চিন্তা করতাছে, হায় হুতাশ করতাছে। আত্‌খা মাইরা[৭৪] মইধর বাদশার মনে অইছে যে-- "আরে--, আমি অনাহার চিন্তা করতাছি কেরে? আমার ত যাদুর ময়ূরই আছে!--দেহিতেছে এই বিপদের সময়ে ময়ূরটানি পাই।" এই কথা ভাইব্যা মইধর বাদশা কি করতে--, বাগানের মাইঝে গিয়া ময়ূর, ময়ূর কইরা একটা টান দিছে—

গান

আর--

শুন শুন ময়ূররে আরে ময়ূর
শুইন্যা লওছাই কানেরে
এমুন নিদানের কালেরে ময়ূর
কই রইলে চাপিয়ারে
উইড়া গেল ময়ূর পক্ষীরে॥

—রাগনীডা কইয়া শেষ করত পারলনা---সোনার ময়ূর--উইড়া আইয়া মইধর বাদশার ধারে বইছে। তহন মইধর বাদশায় ময়ূররে কইতাছে--

---

৭৪ হঠাৎ।

--এরে ময়ুর--আইজ রাইতে তুই আমারে লইয়া শামবরণ কইন্যার মন্দিরে যাইবে।

এই কথায় ময়ুর রাজী অইছে। কেরমে কেরমে[৭৫] দিন গিয়া রাইত আইছে। একপর গিয়া রাইত তুইপরের সময় মইধর বাদশা ময়ুরের পৃষ্ঠে বইছে। ময়ুর উড়া করছে। ময়ুর উইড়া গিয়া শামবরণ কইন্যার মন্দীরে বইছে। তহন মইধর বাদশায় কইতাছে--

--এরে ময়ুর--, মন্দিরের চাইর দিকদিয়া পহরীরা যেইভায় পাহারা দিতাছে--তে আমি ক্যামনে কইন্যার লগে দেহা করবাম! তুই যদি ঠুঁট মাইরা মন্দিরের উপরে দিয়া কতখানি জায়গা কানা কইরা দেছ--, তে অইলেত্য[৭৬] আমি কইন্যার লগে দেহা করতারি।

তৎক্ষণাতেই ময়ূরে কি করছে--, ঠুঁট মারা আরম্ভ করছে। কতহানেই মন্দীরের উপরে দিয়া খুব বড় সুরুং কইরা কালছে। তহন মইধর বাদশা এই সুরুং দিয়া লাইম্যা কইন্যার ধারে গেছে, গিয়া দেহে--কইন্যা পালংয়ের মাইঝে শুইয়া নিদ্রা যাইতাছে। আঘোর[৭৭]!--তার হিতানেই থরে থরে পান গুয়া তাম্বুল, জায়ফল সাজাইল আছে। মইধর বাদশা কি করছে--কইন্যারে না জাগাইয়া তাম্বুল-জায়ফল দিয়া পান খাইয়া কইন্যার কাপড়ের মাইঝে নিজের নামডা লেইখ্যা থইয়া আইয়া পড়ছে।

॥ পশা পশা কইরা রাতি পশাইছে
পুবে দিয়া ধলপর দিছে
কইন্যা ঘুমেরত্যে উইঠ্যা বইছে ॥

--কইন্যা ঘুমেরত্যে উইঠ্যাই তার কাপড়ের মাইঝে পিছ্কির লেহা দেখ্যাই ত বুঝছে যে মনচুর ত আইছিন! অহন কোনহান দিয়া আইছিন?--ভালা কইরা নজর কইরা দেহে মন্দীরের উপরে দিয়া সুরুং। এই দেইখ্যা খুশীই অইছে যে মন চোরার লগে অহন সাক্ষাৎই অইব।

৭৫ ক্রমে ক্রমে।

৭৬ তাহা হইলো।

৭৭ ঘুমে অবচেতন।

দিন গিয়া রাইত অইছে। এই দিন ও মাইঝ রাইতে মইধর বাদশা হেই কইন্যার মন্দীরে গিয়া পান-তামুক খাইয়া আইয়া পড়ছে!--কইন্যা ঠারও পাইছে না।--দুই দিন গিয়া তিন দিনের দিন কইন্যায় মনে মনে কয় -"মন চুরা দুই রাইত ধইরা আইয়া আইয়া জায়গা--, তে রাথ-, আইজ তারে ধরবামই![৭৮] কইন্যা এই মনে কইরা এই রাইতে আর ঘুমাইছে না—ঘুমের ছল ধইরা পইড়া রইছে। এক এক কইরা একপর রাইত গিয়া যহন দুইপর রাইত অইছে, তহন মইধর বাদশা ময়ুরে চইড়া কইন্যার মন্দীরে গিয়া বইয়া যহন হুগ্‌লে পাঙ্খা লইছে তহনেই কইন্যায় পালংয়ে উইঠ্যা বইছে। তহন আর কি! দুইজনে আলাপ-সালাপ কইরা সারা রাইত কাডাইয়া ফজরের আগে আগে মইধর বাদশা ময়ুরে চইড়া আইয়া পড়ছে।

এই যে শ্যামবরণ কইন্যা--এই কইন্যারে কইল্ রোজেই সহালে কয়াল[৭৯] আইয়া নিক্তিত তুইল্যা উজন করত। আর আর দিন কইন্যা এক ফুলের উজন! এই দিন যে দিন মইধর বাদশার লগে আলাপ-সালাপ করছে--এই দিন সহালে কয়ালে মাইপ্যা দেহে কইন্যা অইছে দুই ফুল উজন। তে কয়াল এই দিন কিছু না কইয়াই গেছে গা। পরের দিন কইন্যা উজন করছে--তিন ফুলে! তহন কয়াল কয়--

: কি কইন্যা বিষয় কি! আমি কইল বাদশার কাছে এই বিষয় জানাইবাম।
কইন্যায় কয়--

: কি কয়াল--কি জানাইবা? দিন দিন আমার যৈবন বাড়তাছে তার লাইগ্যা ত উজনও বাড়ব।

তে এই দিনও কয়াল কিছু না কইয়া গেছে গা। আর এইখানদিয়া রোজ রাইতেই কইল মইধর বাদশা কইন্যার মন্দীরে আইয়া হাঁস-রং করে। চাইর দিনের দিন--সহালে কয়াল আইয়া কইন্যা উজন করছে—, চাইর ফুল উজন অইছে, তহন তহনেই কয়াল বাদশার কাছে গিয়া হগল কথা জানাইয়া কয়-

: বাদশাজাদা--আপনের কইন্যা কইল অসতী অইয়া যাইতাছে গা।
বাদশায় হুইন্যা কয়—

--আমি কইন্যার মন্দীর পাহারা দেওনের লাইগ্যা অত অত পরহরী রাখছি তেও আমার কইন্যা অসতী অইয়া যাইতাছে এইডার কারণডা কি? রাখ দেখি—

৭৮ ধরবই।
৭৯ ওজনী-যে ওজন করে।

এই কইয়াই বাদশায় হগ্‌গল পরহরীরারে ডাহাইয়া আইন্যা বেত দিয়া আচ্ছা কইরা বানাইয়া দিছে। মাইর খাইয়া পরহরীরা কয়--

ঃ কিরে আমরা অত কইরা পাহারা দেই তেও কেমুন মানুষটা কই দিয়া বাদশাজাদীর মন্দীরে যায়? রাখ আইজ দেখবাম কেমুন চুরা আইশ্যে।[৮০]

তহন হগল পররহরী কি করছে কইন্যার মন্দীরের ভিতরে আলকাত্‌রা ছিডাইয়া তার উপরে ফরাছের বিছানা কইরা থইছে। আর দেশের হগল ধুবারেই আদেশ করছে যে--রাইতে কেউ কাপড় ধইলে, জন বাচ্চা সইত্যে তার সল্লীদ অইব।[৮১]

দিন গিয়া রাইত অইছে। একপর গিয়া রাইত যহন দুইপর পড়ছে--, তহন আর আর দিনের লাগান মইধর বাদশা সোনার ময়ুরে উইঠ্যা কইন্যার মন্দীরে হেই সুরুং দিয়া গেছে। গিয়াই আর কথা বার্তা নাই ফরছের বিছানার উপরে বইছে।--বইছে-না-আর যায় কই? পিন্দনের জামা-কাপড়ে আলকাতরার দাগ ভইরা ছেরা মেরা অইয়া গেছে। কইন্যাডায় এই দেইখ্যা কয়--সব্বনাশ কইরা ফালাইছুইন! তাড়াতাড়ি যাওহাইন--, এই জামা কাপড় বদল কইরা ধুবার বাইত নিয়া দিয়া আওহাইন রাইতে রাইতেই ধইয়া দিত। না অইলে কইল সহালে জামা-কাপড়ে চিহ্নত দেইখ্যা আপনেরে সল্লীদ দিব।

এই কথা হুইন্যাই মইধর বাদশা তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাইয়া কাপড় লইয়া গেছে আঁইধর ধুবার বাড়ীত। গিয়া ধুবারে ডাকতাছে--

গান

আর--

উঠ উঠ আঁইধররে ধুবা
আরে উঠ শীঘ্র করি রে
আমার বচ্‌ ধইয়া দিবারে ধুবা
আইজের রাইতের মাইঝে রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে॥

৮০ আগমন করে।

৮১ মৃত্যুদণ্ড।

আর--

উঠ উঠ আঁইধররে ধুবা আরে
শুইস্তা লওছাই কানে
আমি ডাকি মইধর বাদশা
উইঠ্যা বচ্‌ ধর রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কথা

অত রাইতে ধুবায় ডাক হুইন্যা যেও আছিন হজাক তেও আর ও দিছে খঁড়হাইয়া[৮২] ঘুম ! না মইধর বাদশা ডাকতে ডাকতে অয়রান অইয়া গেছে-- তেও আর ধুবা উডে না ! এইহান দিয়া মইধর সারা রাইতের অ-ঘুমা-ঘুমে তার চৌখ বুইঞ্জা আইতাছে। না--ধুবারে ডাক্‌তে ডাক্‌তে মইধর বাদশা কাপড়টি আইন্‌জাত লইয়া ধুবার বারিন্দাত পইড়া দিছে ঘুম। সগাল বেলায় ধুবায় বাদশার বাড়ীত গিয়া যহন খবর দিছে--তহন পরহরীরা আইয়া দেহে মইধর কাপড় আইন্‌জাত[৮৩] লইয়া তহন ও বেহুশ ঘুমে ! আর যায় কই ! পরহরীরা তারে ধইরা আচ্ছাঠিহে মাইরপিট করতাছে। তহন মইধর বাদশা একটা রাগিনীত টান দিছে--

গান—

আর---

মাইর না মাইর না লোকজন গো
লোকজন মাইর না আমারে
তোমরার না মাইরের ছোটে
আমার কইলজা কাইট্যা যায়রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

৮২ নাঁক ডাকাইয়া।
৮৩ বগলদাবা অবস্থায়।

আর---

আতে ধরি পায়ে ধরি লোকজন আরে
বিনয় করি গো তোমরারে
একা মায়ের একা পুত্র আরে
না মারিও আমারে রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কথা

তহন পরহরীরা মইধর বাদশার রাগিনী হুইন্যা একে আরেরে কয়---ওরে চুরায় যে সুন্দর গান গায়--তারে আর মারিছ না।—ক' ছুইডা গান গাইত। তারে আমরার আর মারণ লাগত না--বাদশায়ই বিচার করবনে।

তহন মাইর ক্ষেন্ত দিয়া হগলেই মইধর বাদশারে ধরছে একটা গান গাওনের লাইগ্যা। মইধর বাদশায় কয়--

: গান আমি গাইবাম !--যুদি আমারে হেই কইন্যার মন্দীরটার উপরে তুইল্যা দেইন।[৮৪]

এই কথা হুইন্যা কেউ কয়---
ওরে ছাইড়া দিলেই চুরা যাইব গা। আর কেউ কয় দে-কইন্যার মন্দীরের উপরে তুইল্যা। যাইব গা কই দিয়া। আমরা দেখতাম না !

তহন এই কথায় হগলেই রাজী অইয়া মইধর বাদশারে নিয়া কইন্যার মন্দীরের উপরে উডাইছে। উডাইতেই আর কথা বার্তা নাই--, মইধর তার ময়ূরের উপরে উইঠ্যা উইড়া পথ দিছে যায় গা। এইহানদিয়া হগলেইত্য[৮৫] হৈ-চৈ করতাছে যে--"এই গেছে ; চুরা গেছে ! গান হুইন্যা যাও !"

লোকজনের হৈ-চৈ হুইন্যা কইন্যা তাড়াতাড়ী মন্দীরের জালানার ফাঁক দিয়া চাইয়া দেহে--নাগর ময়ুরে উইড়া যাইতাছে গা। কইন্যাডায় তহনেই একটা রাগনীত টান দিছে—

৮৪ উঠিয়ে দেওয়া হয়।
৮৫ এ দিক দিয়ে অবাই

গান

আর---

শুন শুন ঐ যেন নাগর গো নাগর
শুন কই তোমারে
যাইবার কালে শেষ দেখা
দিয়া যাও অভাগিনী দাসীরে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

আর—

আমি ডাকি শামবরণ দাসী গো
ডাকি যে তোমারে
একটা পান খাইয়া যাও
আমার কোলে বইয়ারে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কবিতা

এক ডাক দুই ডাক কইরা কইন্যায়
যেন তিন ডাক দিল
তিন ডাকের মাথায় মইধর বাদশা
ফিরিয়ানা চাইল।

কথা

তহন মইধর বাদশা কইন্যার ডাক হুইন্যা মনে মনে কয়--'আর যা'--কইন্যায় যহন অত কইরা ডাকতাছে-তে একটা পানই খাইয়া যাই।'---এই ভাইব্যা ময়ুররে উলডাইয়া লইয়া আইয়া কইন্যার মন্দীরের উপরের সুরুং দিয়া আত বাড়াইয়া কয়—

"-কই কইন্যা--, পান দিবা নাহি! তাড়াতাড়ি দেও!

কইন্যায় কয়---

--এইত্য দিতাছি--নেওহাইন আপনের আতটা আর একটুক বাড়াওহাইন।

এই কথা হুইন্যা মইধর বাদশা যেন আতটা বাড়াইছে, তেন্ কইন্যায় থাকা মাইরা আতে ধইরা তারে ময়ুরত্যে লামাইয়া কালছে। এই দেইখ। পরহরীরা দৌড়াদৌড়ি কইরা আইতাছে[৮৬] আর কইতাছে--

"কইন্যা—জোরে ধইরও তারে ছাইড় না!

কইন্যায় কয় :—

— সাবধান! তোমরা কেউ মন্দিরের মাইঝে আইও না। চুর যহন আমি আটকাইছি তে তারে আমি নিজেই বাপজানের কাছে লইয়া যাইবাম।

এই কথা কইয়া কইন্যায় কি করছে--মইধর বাদশারে ধইরা লইয়া গেছে দরবারে বাদশার কাছে।--গিয়া আত জোড়াত অইয়া কইতাছে--

—বাপজান---, আমি চুরা ধইরা আনছি! তারটৈনে[৮৭] আমারে সাদী দেওহাইন,--না অইলে দুইজনরে অকরে[৮৮] মাইরা কালবাইন।

বাদশাত এই কথা হুইন্যা রাগে জ্বলছে। তহন বুইড়া উজিরে কয়--

:--বাদশাজাদা--, কি করবাইন! আপনের মায়া যহন তারে ছাড়া সাদী বইত না--তে তারটৈনেই সাদী দিয়া দেওহাইন। ছেইলাডারেত দেখতে কোনক রাজা-বাদশার ছেইলার লাহানই দেহা যায়।

—উজিরে ফিইরাবার মইধর বাদশারে জিগায়

: কি মিয়া--, তোমার বাড়ী ঘর কই? তোমার বাপের নাম কি? মইধর বাদশা তহন রাগনী দিয়া কইল অ--

আর—

শুনেন শুনেন উজির গো উজির
শুইন্যা লওহাইন কানে
ধর্মিত শরে বাড়ী আমার
ধর্মিত শরে ঘর রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে॥

৮৬ আসিতেছে।

৮৭ তার কাছে।

৮৮ একবারে।

আর—

বাপের নামটি ধর্মিত বাদশা গো উজির
আমার নামটি মইধর
কপালে ফেরে যাদুর ময়ুর
ঘুরায় দেশ দেশান্তর রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কথা

তহন উজিরে ফিইরাবার[৮৯] কয়—

: হুনছুইন বাদশাজাদা।—'আমিত' আগেই কইছলাম[৯০]—ছেইলারে কোনক রাজা বাদশার ছেইলার লাহান দেহা যায়। তে আর কি!—ধর্মিত বাদশার ছেইলার কাছে আপনের কইন্যারে সাদী দিতে ত আর কোনক বাধা নাই। এই রহম জামাই ত বিছরাইয়া[৯১] ও পাইতাইন না।

বাদশায় হগল কথা বার্তা হুইন্যা শান্ত অইছে। আর কইন্যারে মইধর বাদশার টেনে সাদী দেওনেরও রাজী অইছে। দিন কয় গেছে। একদিন বাদশায় তার খেশ্ কুটুম ডাইক্যা দিনক্ষণ দেইখ্যা কইন্যারে মইধর, বাদশার ট্যেন সাদীটা পড়াইয়া দিছে।

॥ সাদীর পরে মইধর বাদশা কইন্যা লইয়া
বাদশার বাড়ীতে থাহে খায়:
না দেখ্তে দেখতে কেরমে কেরমে
বছর কাইট্যা যায় ॥

-এক বছর যহন গত অইছে তহন একদিন নীরবে সোনার ময়ুরটায় মইধর বাদশারে কইতাছে---

''----এগো মইধর বাদশা-, দেহ লইয়া আইছলাম[৯২] একজন---, অহন অইছ হুইজন-, তে এলা লও দেশে যাইগা।

৮৯ পুনরায়।
৯০ পূর্বেই বলছিলাম
৯১ খুঁজেও।
৯২ এসেছিলাম।

মইধর বাদশার কয়---
---এইত্য ময়ুর,---, আর কয়ডা দিন পরেই যাইবাম গা।

একদিন দুইদিন কইরা যহন আর ও মাস তিনেক গেছে তহন শ্যামবরণ কইন্যা একটা পুত্র সন্তানের জনম দিছে।
বাদশায় তার পুতের নাম রাখছে "মগল বাদশা"।

দিন যাইতাছে--।--না আরও কাইট্যা গেছে মাস ছ'য়েক। তহন কইন্যা ফিইরাবার আমিলদার অইছে এই সময় ফিইরাবার হেই সোনার ময়ুরটায় একদিন মইধর বাদশারে কইতাছে---
--এগো মইধর বাদশা, দেহ আনছিলাম একজন!---অহন অইছে তিনজন!--অহনও সময় আছে--, অহনও আমি তিনজনরে লইয়া দেশে যাইতাম পারবাম।
--তে--লও দেশে যাইগা।
তহনও মইধর বাদশায় কয়---
--এইত্য ময়ুর--, এলা যাইবাম! এই যাইবাম কইয়া বাউ-ছাউ অইতে অইতে, বিদায় নিতে নিতে আরও তিনমাস কাইট্যা গেছে। এই সুময় কইন্যার অক্করে সম্ সম্ সুময় উবস্থিত।[৯৩]--তেও কি করব!--এই যহন তহন গর্ভ খালাশ অয় এমুন আবেস্থায় কইন্যা আর মগল বাদশারে লইয়া মইধর বাদশা সোনার ময়ুরের পিঠে উইঠ্যা বইছে। ময়ুর আল্লার নাম লইয়া উড়া করছে। যাইতে যাইতে যহন এক আধল বেইল গেছে তহনেই আল্লার কি মইমা--!--তহন কইন্যায় কয়--

--এগো বাদশা--, আমার ত এই অবস্থা! তাড়াতাড়ি একটা বেবস্থা কর!
মইধর বাদশায় দেহে বিপদ! তহন আও বাও না বুইঝ্যা ময়ুররে কইতাছে--
--এরে ময়ুর--, তাড়াতাড়ি কইরা আমরারে সরজমিনে নামাইয়া দেও।
তহন ময়ুর নীচভায় চাইয়া দেহে খালি পানি--আর--পানি! তে পানিতে কই লামাইব! আর একটুক আগুয়াইয়া[৯৪] দেহে একটা "লাছয়ের ডিপচর।"[৯৫]
--তহন এই ডিপচরেই তারারে ময়ুরে লামাইয়া দিছে।--লামাইছে না--একটুক পরেই কইন্যায়--এক পুত্র সন্তানের জনম দিছে। বাদশায় এই পুতের নাম

৯৩ প্রসবকাল উপস্থিত।
৯৪ অগ্রসর হইয়া।
৯৫ সমুদ্রের দ্বীপচর।

রাখছে-- "নেক বাদশা"। কতহান যহন গেছে--কইন্যাডার খুব জারে ধরছে।--তহন--মইধর বাদশারে কইতাছে--

:--বাদশাগো--, আমার যে জারে ধরছে!--যুদি একটুক আগুন আনতারতাইন তে বাঁচতাম!

এই কথা হুইন্যা মইধর বাদশা নজর কইরা দেহে--সুমন্দ ডার হেই পাড়ে ছায়া ছায়ার লাহান একটা গেরাম দেহা যায়। তহনেই বাদশার দুই পুত্র আর কইন্যারে এই ডিবচরে থইয়া সোনার ময়ূরে উইঠ্যা পথ দিছে। হেই পাড়ে যায় আগুনের লাইগ্যা! সমুদ্দরডা পাড় অইছে। একটা বন পাড় অইয়া যহন গেরামডার কাছ কাছ গেছে তহন বাদশায় মনে মনে কইতাছে যে--"এই অত সুন্দর ময়ূর লইয়া যুদি গেরামে যাই তে' ত'--গেরামের মাইনষে ময়ূর দেহনের লাইগ্যা আগর বান্ধা[৯৬] কইরা দেরী করব! তে আমি এই ময়ূর গেরামে নিতাম না।

বাদশায় মনে মনে এই ভাইব্যা কোন কাম করছে---একটা বোর ক্ষেতের বন ছনের আইলের তলে ময়ূরটা গুইজ্ঞা[৯৭] থইয়া পথ দিছে--গেরামে যাইতাছে! আল্লার কুদ্রত!--এইহান দিয়া বাদশা যহন একটুক দুর গেছে--তহন এই ক্ষেতের গিরছ আইয়া তার ক্ষেতের আইলে দিছে আগুন! আগুন না দিছে--শ ঁ শ ঁ কইরা জ্বইল্যা ময়ূর গেছে পুইড়া।- বেডায় ত আর জানে না! এইহানে কি আছিন!--শ ঁ-শ ঁ কইরা আগুন যহন খুব বড় অইয়া জ্বলছে তহন মইধর বাদশা পিছভায় চাইয়া দেহে যেই আইলের তলে ময়ূর থইছিন--এইডাই জ্বলতাছে!

যেই না এই কাণ্ড মইধর বাদশা
নজরে দেখিছে
তেই না বাদশা অবচেতন অইয়া
মাইট্যে ছাইল্যে পড়ছে।

বাদশা যে বেমুশ অইয়া পড়ছে, পইড়াই রইছে।

৯৬ বিরক্ত করা।
৯৭ লুকিয়ে রাখা।

॥ এইখানে এই কথা নিরবদী থইয়া
কইন্যার কথা যাই কিছু কইয়া ॥

এইহান দিয়া হানেক্ষণ যাইতাছে--তেও বাদশা যহন আইয়্যে না[৯৮] তহন কইন্যায় কি করছে--নেকবর বাদশারে একটা কাপড়ের মাইঝে বইল্যা[৯৯] থইয়া বড় পুত মগল বাদশারে কইল অ--"বাবারে—, তুই তর ভাইরে একটুক দেহিছ। আমি অহনেই সমুদ্দুরের পানিত্যে শইলডা একটুক থইয়া আইগা।"[১০০]

কইন্যায় এই কথা কইয়া দুই সন্তানরে ডিবচরে থইয়া সমুদ্দুরের কানিত গেছে শইল ধওনের লাইগ্যা। কইন্যায় যহন পানিত লাইম্যা শইল ধইতাছে-- এন সুময় এক উত্তরিয়া সদাগর ডিঙ্গি আর মাঝি মাল্লা লইয়া এই পথ দিয়া সদাগরীত যাইতাছিন। সদাগর যে ছঁইয়ের উপরে বইয়া আছিন—, আত্‌খা মাইরা[১০১] তার নজর পইড়া গেছে কইন্যার দিগে। দেহে কইন্যার রূপে সমুদ্দুরের পানিওতি আলো অইয়া গেছে। তার মাথার চুল পায়ে পড়ছে। এই না দেইখ্যাই সদাগরে মাঝি মাল্লারে কয়--"এগো মাঝি মাল্লারা তোমরা এই চরে ডিঙ্গা লাগন কর।"

আদেশের মাঝি-মাল্লা যেই আদেশ পাইছে তেই ডিঙ্গা চরে লাগন করছে। তহন সদাগর আরও দুই তিন জন মাঝি মাল্লা--লইয়া কইন্যার ধারে গিয়া কইতাছে—

---এগো কইন্যা--, তুমি জীন, পরী না মুনিষ্যি ?[১০২]

তহন কইন্যায় কইতাছে--

--আমি ত মুনিষ্যি, অমুক দেশের অমুক বাদশার স্ত্রিরি।[১০৩]

সদাগরেরট্যেন[১০৪] হগল বিরিবিত্তান্তই[১০৫]কইন্যায় খুইল্যা কইল অ। সদাগরে

৯৮ আসে না।
৯৯ জড়াইয়া।
১০০ আসিগে।
১০১ হঠাৎ।
১০২ মানবী।
১০৩ স্ত্রী।
১০৪ সওদাগরের কাছে।
১০৫ সব বিষয়।

মনে মনে কয় "বাপরে বাপ! সে সুন্দরী কইন্যা তারে যে সুযোগে পাইছি আর ছাড়ন যায় না।"

মনে মনে এই ভাইব্যাই সদাগরে মাঝি মাল্লারারে আদেশ করছে—কইন্যারে ধইরা ডিঙ্গাত তুলনের লাইগ্যা। মাঝিরা গেছে কইন্যারে ধরনের লাইগ্যা,—তে কইন্যায় ত' কান্দা কাডি করতাছে--, ডিঙ্গায় উঠত চায় না। তহন একটা রাগিনী কইতাছে

গান

আর—

কোথায় রইলে কোথায় রইলে স্বামী গো
আরে এমুন নিদান কালে
আমারে ছু ধইরা নেয়গা
ভিন্‌দেশী সদাগরে রে
উইড়া গেল ময়ূর পঙ্খীরে ॥

—কইন্যায় কান্দাকাডি করলে কি অইব! পড়ছে যমের মুহে!- আর নারী মানুষ কত্তহানি শক্তিই রাহে! জোর জবরদস্থি কইরা মাঝিরা কইন্যারে ডিঙ্গাত তুইল্যা— ডিঙ্গা ছাইড়া দিছে যাইতাছে। সদাগরে কইন্যারে কইতাছে—

—–এগো কইন্যা, কইন্যা গো—–তুমি আমারে স্বামী বইল্যা গরহন কর। তোমারে আমি সোনার খাট দিবাম-পালং দিবাম পাঁচজন সেবা দাসী দিবাম! তুমি খালি একবার মুহের কথাডা কও।

কইন্যায়- এইসব কথা হুনলে ত'! কান্দাকাডি করতাছে আর সদাগরের কইতাছে—

গান

আর—

ছাইড়া দেও ছাইড়া দেও সদাগর গো
ছাইড়া দেও আমারে
আমার মগল নেকবর মইরা যাইবে

দইরার বালুর চর রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

আর---

আতে ধরি পায়ে ধরি গো সদাগর
বিনয় করি তোরে
দুধের ছাওয়াল মইরা যাইব
দুধেরই কারনে রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কথা

হারামী[১০৬] সদাগর এইসব কথা হুনলে ত ! জোর কইরা যায় কইন্যার শইল্লে ধরত ! আর ও কয়---

: কইন্যা তুমি চিন্তা কর কেরে ? আমরা বাইচা থাহলে আরও কত ছাউয়াল অইবনে।

যহন কইন্যায় দেহে বেজুয়া[১০৭], সদাগরের আত্ তে বাঁচান যাইত না তহন মনে মনে এক ফম্ কইরা কয়---

---এগো সদাগর আমার একখান কথা ! বার বচ্ছরের লাইগ্যা আমি আপনেরে ধর্মের বাপ ডাকলাম। এই বার বচ্ছর পরে আপনের যা খুশী তা করুইন যে, আমি মুহের কথা ও কইতাম না। তে এতদিন আমারে একটা আলগা কোডার মাইঝে রাখবাইন।

বাপ ডাইক্যা ফালছে-তে সদাগরে আর কি কয়ব ! কতহান হায়-আফ্ছুছ কইরা কইন্যারে আলগা[১০৮] একটা কোডার মাইঝে নিয়া রাখছে--; তেও তার আশা ছাড়ছে না।

॥ এই কথা নিরবদী থইয়া
ছাউয়ালারর কথা যাই কইয়া ॥

---

১০৬ দুষ্টমতি
১০৭ বিপদ।
১০৮ আলাদা

দুই বাদশার মগল বাদশা আর নেকবর বাদশা যে ডিবচরে আছিন, তে হানেক্ষণ যাইতাছে---তেও মা যহন আইয়্যে না তহন নেকবর বাদশা ট্যা, ট্যা, কইরা কানতাছে। মগল বাদশাই আর কত বুঝমান! তেও ভাইয়ের ধারে বইয়া হাইল বাইল[১০৯] দিতাছে---

গান

আর---

ক্যাইন্দও না কাইন্দও না ভাইরে
না কান্দিও আর
তোমার কান্দনে আমার আল্লা
কইলজা ফাইট্যা যায় রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

আর--

কাইন্দও না কাইন্দও না ভাইরে
না ফালাইও পানি
তোমার কান্দনে আমার
উইড়া যায় পরানী রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

কথা

এই দুই ছাউয়ালের দুঃখ দেইখ্যা আল্লায় তান আরশের থাইক্যা জিব্রাইল ফিরিস্তারে ডাইক্যা কইতাছে---" এগো জিব্রাইল,---তুমি তাড়াতাড়ি যাও; হেই দেহ লাওতের ডিবচরে দুইডা ছাউয়াল দুধের কারণে মারা যাইতাছে। তুমি শীঘ্র কইরা তারারে দুধের ভাও কইরা দিয়া আইও।

কবিতা

আদেশের জিব্রাইল যেন আদেশ পাইছে
তেন্ মার্ মার্ কইরা রওনা করছে।

১০৯ শান্তনা।

একে একে করিছে গমন---
ডিব চরের কাছে আইয়া দিল দরশন।
দরিশন দিয়া জিব্রাইল কোন কাম করে
নিধু গোয়ালের কবলা গাই
পাঠাইল ডিব চরে॥

কথা

এই সমুদ্দুরডার হেই পারেই আছিন নিধু গোয়ালের বাড়ী। তার আছিন একটা কবলা গাই। গোয়াল রোজই সহালে গাইডা বন্দে[১১০] ছাইড়া দিত। গাইয়ে সারাদিন ঘাস-টাস খাইয়া সইন্ধ্যায় বাড়ীতে যাইত। তে এই দিন জিব্রাইলে আইয়া একটা মাছির বেশ্ ধইরা যহন গাইডার কানে কানে কইছে তহনেই গাইয়ে ঘাস খাওয়া থইয়া সমুদ্দে হাঁতার দিছে। হাঁতরাইয়া[১১১] ডিবচরে গিয়া দুইডা ছাউয়ালের মুহের মাঝেই "বান" লাগাইয়া দিছে। তে দুই ছাউয়ালে পেট ভইরা দুধ খাইছে। দুধ খাওয়াইয়া গাই ফিইরাবার[১১২] হেই হাতরাইয়া গোয়ালের বাড়ীত যাইয়া পড়ছে। দুইদিন তিনদিন খাইতাছে--না--রোজেই হেই এক সুময় গাই আইয়া দুই ছাউয়ালের দুধ খাওয়াইয়া যায়।

এইহান দিয়া গোয়ালে আইজ তিন দিন ধইরা গাই দুয়ায়[১১৩]—আর খালি দুধ কম অয়। চাইর দিনের দিন গোয়ালে গাই ছাইড়া দিয়া কয়--- "আইজ দেখবাম গাই কই যায়।"--এই কইয়া--গোয়াল ত গাইয়ের পাছে পাছে যাইতাছে। গাই যহন সমুদ্দে হাঁতার দিছে তহন গোয়ালেও সমুদ্দে হাঁতার দিয়া গাইয়ের লেঙ্গুরে[১১৪] ধইরা যাইতাছে। যাইতে যাইতে গেছে ডিবচরে। ডিবচরে গিয়া এমুন দুই ছাউয়াল দেইখ্যা গোয়াল ত তাজ্জব লাইগ্যা [১১৫] রইছে।---তহন দুই ছাউয়ালরে পাথার কোলে লইয়া গোয়াল—

১১০ মাঠে।
১১১ সাতরাইয়া।
১১২ পুনরায়।
১১৩ দুহন করে।
১১৪ লেজে।
১১৫ অবাক।

পাইয়ের লেঙ্গুর ধইরা হাঁতরাইয়া সমুদ্দু পাড় অইয়া বাড়ীত আইছে।—এই গোয়ালের ক্ষিইরাবার কোন পুত্র সন্তান আছিন না। গোয়ালনীত সোনার পুতলার লাহান দুই ছাউয়ালরে দেইখ্যা জিগাইতাছে--কি গোয়াল! —এই দুই পুতলা কইত্যে আনলা?[১১৬]

তহন গোয়ালে আগ-পাছ হগল কথাই ভাইঙ্গা কইছে। এই হুইন্যা গোয়ালনী কয়—"গোয়াল এই কথা তুমি আর কেউরট্যোন[১১৭] কইও না! ছাউয়াল দুইডারে আমি পালবাম।[১১৮] মাইনষেরটোন কইবাম যে ছাইল্যা দুইডা আমার ঘরের।"

গোয়ালে এই কথায় রাজী অইছে। তহন গোয়ালনী দুই ছাউয়ালরে ঘরে লুহাইয়া থইয়া তার তলপেডের মাইঝে একটা "পোড়া"[১১৯] বাইন্ধা গেরাম গেরাম ঘুরতাছে।--আর বড় বড় আইম ওঁয়াস[১২০] ছাড়ে। পাড়াপরশিরা এই দেইখ্যা গোয়ালনীরে জিগায়--

--কি গোয়ালনী--, কি অইল? বুড়া বয়সে ক্ষিইরাবার কি অইল!

তহন গোয়ালনী কয়--

--আর কইও না--, আল্লায় এই বুড়া বয়সেই মুখ তুইল্যা চাইছে।

আট-নয় মাস যহন গেছে তহন গোয়ালনী পেডের মাইঝে--একটা "আতাইন"[১২১] বাইন্ধা গেরাম গেরাম ঘুরল!—এই দেইখ্যা মাইনষেও বিশ্বাস করছে যে ঠিহেই গোয়ালনী "আমিলদার"[১২২] অইছে। দিন যাইতাছে—দশমাস দশদিন পর গোয়ালনী "ছড়ী" পরার ছল কইরা ঘরের আগ-পাছ জোরে চুঁহলের ধুঁয়া জ্বালাইছে। আমের ডাইল, জিগারের ডাইল আইন্যা ঘরের সামনে কুঁপছে। গোয়ালে গেরাম গেরাম সারা দিছে যে--তার গোয়ালনীর ঘরতে দুই জমক ছাইল্যা অইছে। মানুষ আইয়্যে ছাউয়াল দেখত-ওে গোয়ালে

১১৬ কোথায় থেকে আনিয়াছ।

১১৭ কাহারও কাছে।

১১৮ পালন করিব।

১১৯ চাউল মাপার বেত্তের পাত্র।

১২০ হাই তোলা।

১২১ চাল ধোয়ার মাটির পাত্র।

১২২ গর্ভবতী।

কেউরেই ছাউয়াল দেহায় না—, আর দেহাইলেও ছোড্‌ভারে কাপড় দিয়া পেঁছাইয়া দুর থাইক্যা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আইন্যা ছুইবার দেহায়।

॥ এইহানে এই কথা থইয়া
মইধর বাদশার কথা কিছু যাই কইয়া ॥

এইহানে ফিইরাবার আরেক কথা। এই যে দেশ—এই দেশের বাদশা হানেকদিন অইছে গেছে মইরা। অহন আছে তার বাদশাহী আর বাদশাজাদী। উজিরে কয়--বাদশাজাদীরে নিকা[১২৩] কইরা বাদশা অওনের লাইগ্যা। এই কথা সেনাপতিও কয়! কটুয়ালেও কয়! এই লইয়া তারার মাইঝে খুব গণ্ডগোল। কোনক মতেই মিমাংশা অয়না। শেষ বাদশার তিনমাথাওয়ালা এক উজিরে আইয়া কয় "দেহ--এইতা-হেইতা কোনক কথা না--বাদশার 'পাট আঁত্তিডা[১২৪] সাজাইয়া ছাইড়া দেও। পাট আঁত্তি যারে ধইরা আইন্যা সিঙ্গাসনে বওয়াইব হেই বাদশাজাদী আর বাদশাহী পাইব। আঁত্তি এলা লুলা আনওক কি লেংড়া আনওক।"

তহন উজিরের কথায় এক বাক্যে হগলেই[১২৫] রাজী অইছে। অইয়া দিন তারিখ ঠিক কইরা "পাট আঁত্তি" সাজাইয়া ছাইড়া দিছে। যেই আঁত্তি ছাড়ছে তেই আর কথা নাই! দরবারের অত অত লোকজন থইয়া আঁত্তি রম্‌ রমা রম্‌ গেছে হেই যে মইধর বাদশা বেমুশ অইয়া পইড়া আছিন হেইহানে! আঁত্তি গিয়াই মইধর বাদশারে পৃষ্ঠে তুইল্যা নিয়া সিঙ্গাসনে বওয়াইয়া দিছে। রাজ্যের মাইঝে রি-রিকার[১২৬] পইড়া গেছে যে পাট আঁত্তি কইত্যে এক বেডা আইন্যা সিঙ্গাসনে বওয়াইছে। তহন লোকজন আইতাছে আর বাদশারে দেইখ্যা দেইখ্যা যাইতাছে। হগলের মুহেই এক কথা যে--বাদশা খুব ভালা-- হেই আগের বাদশার লাহান।

একদিন দিনক্ষণ ঠিক কইরা মহা আয় উল্লাসে বাদশাজাদীর মইধর বাদশার-ট্যেন নিকা অইয়া গেল। এইহানে সুহে তারার দিন যাইতাছে--বাদশা আগের হগল কথাই ভুইল্যা গেছে।

১২৩ পুনর্বিবাহ।
১২৪ বাদশার হাঁতী।
১২৫ সবাই।
১২৬ আনন্দ উল্লাস।

—দিন যাইতাছে--আর মগল বাদশা নেকবর বাদশা দুই ভাই গোয়ালের বাড়ীত বড় অইতাছে। গোয়ালে কি করছে দুই ভাইরে একটা এস্কুলে দিয়া দিছে কিছু লেহা পড়া করনের লাইগ্যা। আল্লার কি কুদ্রত!--একদিন হঠাস কইরা গোয়াল গেছে মইরা দিন, সাত্তেক গেছে--, তহন গোয়ালনী দুই ভাইরে কয়--

—'বাবারে অহন আমরার দিন কি কইরা যাইব! একটা কামাই রুজি ত কইরা খাওন লাগব।--তে যাও পিতৃক বেবসা দই-মাডা বেইচ্যা আইওগা।[১২৭]

—এই কইয়া গোয়ালনী দুই ভাঁড় দৈ দুইজনের কান্দে দিয়া গেরামে পাডাইছে। রাজা বাদশার পুত, শইল অইছে মোমের লাহান আরও কোনকদিন পোঝা-বিরার[১২৮] কাম করছে না, অহন আত্‌খা মাইরা ভাঁড় কান্দ লওনে--, দুই ভাইয়ের কান্দ দোনাইয়া ফুইল্যা উঠ্‌ছে। পরের দিন গোয়ালনীরট্যেন দুই ভাইয়ে কয়--

—মাইয়া গো, এই বেবসা আমরা করতাম পারতাম না। একটুক লেহা পড়াও যহন হিঁকছি তহন এই দেশের বাদশার বাড়ীত গিয়া দেহি একটা কাম কাজ পাই কি না!

তহন গোয়ালনী কয়:

—যা বাবা, এইডা অইলে ত ভালাই। মাইনষেরে আমি কইতাম পারবাম যে--আমার পুতাইন রাজা বাদশার চাহরীয়া।

—এই দিন গেছে। পরের দিন খুব সহালে গোয়ালনী রান্ধা-বাড়া-কইরা দুই ভাইরে গরম গরম খাওয়াইয়া বাদশার বাড়ীত পাডাইছে। দুইভাই এক পর দিন আঁইট্যা[১২৯] বাদশার বাড়ীত গিয়া, বাদশার সামনে খাড়ইয়া কইতাছে—

গান

আর—

শুনেন শুনেন বাদশা গো বাদশা
শুইন্যা লওহাইন কানে

১২৭ বিক্রয় করে এসগে।

১২৮ ভার বহনের কর্ম।

১২৯ সারাদিন হেটে।

আমরা দুইভাই আইছি দুনা
বাদশার মণ্ডয়ালে[১৩০] চাহরী করিতাম রে
উইড়া গেল ময়ুর পঙ্খীরে ॥

তহন দুই ভাইয়ে কইতাছে—

—এগো বাদশা নন্দন, আমরা দুই ভাই অমুক গেরামের অমুক গোয়ালের ছাইল্যা। আমরার বাপ মারা যাওনে অহন আপনের এইহানে আইছি একটা চাহরীর লাইগ্যা। যদি দয়া কইরা দেইন তে খুব উবগার অয়--, গরীব বাঁচি।

বাদশায় তারার আর্জি হুইন্যা কয়--

—বাবারে অহন ত আমার কোনক জাগাতেই কুনুক চাহরী-বাহরী নাই। থাহলে তোমরারে দিতাম।

তহন বড় ভাই মগল বাদশায় কয়--

—এই যে আপনের বাড়ীর সামনে নদীডা-এইডা দিয়া ত কত দেশ-বিদেশের সদাগর আইয়্যে যায়[১৩১]--তে এই ঘাডে পাহারা দেওনের লাইগ্যা আমরারে রাহলে ডিঙ্গা পিছে কিছু কিছু খাজনা লইলে হঁাতে থাইক্যা আপনেরও কিছু লাভ অইব আর আমরারও বেতনডা চইলা যাইবনে।

এই কথা হুইন্যা বাদশায় মনে মনে কয়—

"হ এইডা ত ভালা কথাই।" বাদশায় মনে মনে এই ভাইব্যা তহন তহনেই দুই ভাইরে এই ঘাট পাহারার কামে বহাল কইরা দিছে। এই দিন থাইক্যা দুই ভাইয়ে সারা-দিন-রাইত ঘাডে বইস্যা ঘাট পাহারা দেয়। যত মাঝি-মাল্লার--ডিঙ্গা আইয্যে হগলের থাইক্যাই খাজনা আদায় করে। এইমতে দিন যাইতাছে রাইত অইতাছে, আর রাইত যাইতাছে, দিন আইতাছে।

একদিন আল্লার কি কুদ্রত! হেই যে সদাগর যে সদাগরে শামবরণ কইন্যারে জোর কইরা ধইরা ডিঙ্গাত তুইল্যা নিছিন গা, হেই সদাগর বাণিজ্যি কইরা এই ঘাট দিয়া বাড়ী যাইতাছে। সদাগরের ডিঙ্গা যহন ঘাডে আইছে তহনেই খাজনার কথা হুইন্যাই রাগ অইয়া কয়—

—কি! অত বচ্ছর ধইরা এই ঘাট দিয়া যাওয়া আসা করি--তে কোনকদিন ত খাজনার কথা হুনি নাই! তে আইজ কের খাজনা? দুই ভাইয়ে কয়--

১৩০ দপ্তরে।

১৩১ আসে যায়।

—এইডা এই দেশের বাদশার আদেশ, খাজনা দেওন লাগব। তঃন সদাগর কয়--

''বাদশা-টাদশা বুঝি না! আমি খাজনা দিতাম না।' এই কইয়া সদাগরে ডিঙ্গা ছাইড়া দিছে। দুই ভাইয়ে দেহে বেজুয়া[১৩২] সদাগরে যেমুন খাজনা দিত না। তহনেই একজন দৌড়িয়া বাদশার কাছে গিয়া এই সমবাদ জানাইছে যে--এক সদাগর খাজনা না দিয়া জোর কইরা যাইতাছে গা।---বাদশায় এই কথা হুইন্যা শতে শতে সেনা পাডাইয়া দিছে সদাগররে ধইরা দরবারে নেওনের লাইগ্যা। সেনারা বাদশার আদেশ পাইয়াই দৌড়াদৌড়ি কইরা আইয়া সদাগরের ডিঙ্গা আডক কইরা সদাগররে লইয়া গেছে বাদশার দরবারে। বাদশা তহন উহুম দিল যে--''আইজ রাইতে সদাগররে কয়েদখানায় ভইরা রাই।[১৩৩] এইডার বিচার করবাম কাইল।''

বাদশার উহুম হুইন্যা সদাগরে কয়--

আইজ আমারে যে কয়েদখানায় ভইরা রাখবাইন--তে আমার ডিঙ্গার মালমাত্তা আর সদাগরনীর দেখ্‌ শুন্‌ করব কেলা?

বাদশায় কয়--

---সদাগর এইডার লাইগ্যা তুমি চিন্তা কইর না। তোমার ডিঙ্গার এক রত্তি জিনিস নষ্ট অইলে এইডার জায় জোয়াপ দিবাম আমি। এই কইয়াই[১৩৪] বাদশায় হেই দুই ভাইরে ডাকদিয়া কয়--বাবারা--তোমরা দুইজন আইজ রাইতে এই সদাগরের ডিঙ্গা পাহারা দিবা। এই--রাইতের মাইঝে যুদি ডিঙ্গার এক রত্তি জিনিসও নষ্ট অয় তবে কইল তোমরারে জন বাচ্চা সইত গর্দান দিবাম।

বাদশার উহুমে দুই ভাই গিয়া সদাগরের ডিঙ্গাত উইঠ্যা বইছে। পাহারা দিত্তাছে। রাইত একপর গিয়া যহন দুইপর পরছে তহন ছোডু ভাই নেকবর বাদশা কইত্তাছে--

—ভাইরে আমার যবর ঘুমে ধরছে যদি একটা কিস্‌ কিচ্ছা কইতা তেও ত হুনতাম।''[১৩৫]

১৩২ বিপদ।

১৩৩ আবদ্ধ করিয়া রাখ।

১৩৪ বলেই।

১৩৫ শুনতাম।

--তহন বড় ভাই মগল বাদশা কয়

ভাইরে কি কইবাম পরের কিচ্ছা! নিজের কিচ্ছাতেই আমার পেট ভরা।

ছোড়ু ভাই কয়

কওনা তে ভাই একটা নিজের কিচ্ছাই। তেও ত ঘুমডা মাডি অইব।

তহন মগল বাদশা কিচ্ছা আরম্ভ করছে

—এক দেশে আছিন এক বাদশা। নাম অইছে মইধর বাদশা। তানের বাদশাজাদীর নাম আছিন শামবরণ কইন্যা। তার পরে এইভে এইভে[১৩৬] এক সোনার ময়ুরে তারারে লইয়া আইছে বালুরচরে। (আরে--! এইহানে ফিইরাবার আরেক কথা-- তারা দুই ভাইয়ে কোডাডার উপরে বইয়া কিচ্ছা কইতাছিন হেই কোডার ভিতরেই কইল শামবরণ কইন্যা আছিন। সদাগরের লগে যে বার বচ্ছরের কড়ার করছিন. হেই বার বচ্ছর কাডনের আর মাত্রক দুই দিন বাঁহী আছে। এই দুই দিন পরেই সদাগরে কইন্যারে সাদী করব। তার চিন্তায় কইন্যারও ঘুমে ধরতাছিন না। কইন্যায়ও বইয়া বইয়া দুই ভাইয়ের আলাপ-সালাপ কিচ্ছা হুনতাছিন) নেকবর বাদশা এক এক কইরা যহন কইছে যে বাপ গেছিন গা আগুন আনত, আর মা গেছিন গা শইল ধইত।-- তে ভাইরে আমরাই হেই দুই ছাওয়াল---, আমার নাম অইছে মগল বাদশা আর তোমার নাম অইছে নেকবর বাদশা। আমরা এই গোয়ালনীর ছাউয়াল না। তহনেইত্য কোডার ভিতরে থাইক্যা কইন্যায় বুঝছে যে—এই দুই ছাইল্যাই তার! তে তারার কিচ্ছাও শেষ অইছে—রাইতও পোয়াইছে।[১৩৭]

পরের দিন বাদশার বিচারে অনেক টেহা জরিমানা কইরা সদাগররে ছাড়ছে। সদাগর জরিমানার টেহা দিয়া ডিঙ্গাত আইছে। এই দিগে তহন হেই শ্যামবরণ কইন্যা নিজের শইল্লের কাপড় নিজে চিইড়্যা, নিজের শইল নিজে খামছাইয়া সদাগরেরট্যেন আইয়া কইতাছে--

গান

আর---

শুন শুন সদাগর গো সদাগর

শুন কই তোমারে

---

১৩৬ এইরূপে, এইরূপে।

১৩৭ প্রভাত হয়েছে।

পাহারাদার দুই ছাউয়ালে
জাতী মারল [১৩৮] আমার রে
উইড়া গেল ময়ুর পখীরে ॥

তহন শামবরণ কইন্যায় কইতাছে—

—এগো সদাগর---, আপনে যে আমারে থইয়া বাদশার বাড়ীত রইলাইন—আর এইহানদিয়া পাহারাদার দুই ছাইল্যায় আমার জাইত মাইরা ফালছে। এই দেখ্যুয়াইন[১৩৯] আমার শইল্লের[১৪০] কি আবেস্তা।—

—আপনে যুদি এইডার পরতিফল[১৪১] না করুইন,--তে আইজেই আমি বিষ খাইয়া মইরা যাইবাম।

সদাগরে এই কথা হুইন্যা ত রাগে ফুইল্যা গেছে। কুদ্‌তে কুদ্‌তে[১৪২] গেছে বাদশার দরবারে। গিয়া কইতাছে--

--এগো বাদশাজাদা--, এই কামডা করানী বুঝি আপনের মনে আছিন? বাদশায় কয়--"সওদাগর কি অইছে খুইল্যা কও!" তহন সদাগরে কয়--দেখ্যুয়াইন বাদশাজাদা--, কাইল রাইতে যে দুই ছাইলারে আমার ডিঙ্গা পাহারা দেওনের লাইগ্যা দিছলাইন--তারা জোর কইরা আমার সদাগরনীর জাতি মারছে।

--বাদশা ত এই কথা হুইন্যা রাগে আগুন অইয়া গেছে। তহন তহনেই দুই ভাইরে খবর দিয়া আনাইয়া কয়--"কি হারামীরা! তরার এই বুঝি ডিঙ্গা পাহারা দেওয়া!"

দুই ভাইয়ে কিছু না বুইঝ্যা কয়--

দোয়াই বাদশানন্দন! কি অইছে--আমরা মনে দীলে ত কিছুই জানি না।

বাদশা কয়--

জানছ না! তে রাখ জানাই—, এই কইয়াই বাদশায় জল্লাদ ডাকদিয়া দুই ভাইরে জল্লাদের আতে সঁইপ্যা[১৪৩] দিছে।--তহন বুইড়া উজির যে আছিন হেই উজিরে কয়---

১৩৮ অপমান করা।
১৩৯ দেখেন।
১৪০ শরীরের।
১৪১ প্রতিকার।
১৪২ রাগে গর্জন করতে করতে।
১৪৩ অর্পণ করিছে।

বাদশাজাদা, এইডা ত উচিৎ বিচার না। কি অইছে-না অইছে--এইডা ভালা কইরা জাইনা বুইঝ্যা পরে যাই করনের করহাইন।

হ' এইডাও ত ঠিক কথাই! তে যাও সদাগর তোমার সদাগরনীরে দরবারে লইয়া আইও[১৪৪]--ছাইল্লারার অপরাধ তাঁর মুহে হুইন্যাই জল্লাদের আতে দিবাম।

সদাগর তহন তারাতাড়ি ডিঙ্গাত গিয়া হেই শামবরণ কইন্যারে আউল-আবডাল[১৪৫] দিয়া দরবারে আজির করছে। তহন বাদশায় কইতাছে--

---এগো--মা'-না ভইন--, আপনি সত্যি কথা কওহাইনছে--দেহি-কাইল রাইতে এই দুই ছাইল্যায় কি করছে?

তহন পরদার আউলে থাইক্যা[১৪৬] কইন্যায় কয়--

--যা করছে--আর যা অইছে তা এই ছাইল্যারারট্যাইনই জিগাওহাইন। তারা যা কইব এইডাই আমি মানবাম।

বাদশায় তহন দুই ভাইরে কয়--

"ক' হারামজাদারা! কাইল রাইতে তরা ডিঙ্গার মাইঝে কি করচছ? হাছা কথা ক'।

দুই ভাইয়ে কয়--

দোয়াই বাদশাজাদা, আমরা ত মনে-দীলে কিছু জানি না--, তে এইহানি জানি যে রাইতে ডিঙ্গার মাইঝে বইয়া আমরা একটা কিচ্ছা কইছি।

বাদশায় কয়--"কি কিচ্ছাডা কইছলে হেইডাই ক'।

তহন মগল বাদশা কিচ্ছা আরম্ভ করছে--এক এক কইরা যহন কইছে--আমরার মা'র নাম শামবরণ কইন্যা তহনেই কইন্যায়--পরদার আউল থাইক্যা দরবারের সামনে আইয়া কয়--

"আমার নামই শামবরণ কইন্যা। এই দুই ছাউয়াল আমার! আর যেইহানে কইছে যে বাপের নাম মইধর বাদশা, তহনেই বাদশা সিঙ্গাসন ছাইড়া দুই ছাইল্যারে ধইরা কয়---'আমার নামই মইধর বাদশা।--এই দুই ছাউয়ালই আমার।'

১৪৪ নিয়া আস। হাজির কর।

১৪৫ পর্দা-পুষিদা মতে।

১৪৬ পর্দার আড়ালে থেকে।

তহন এক এক কইরা এইহানে হগলেরই[১৪৭] মিলন অইল। বাদশায় পাইল বাদশাজাদী, আর তার পুত্র। বাদশাজাদীও পাইল স্বামী আর পুত্র। বাদশায় বিচার কইরা সদাগররে সল্লীদের উছম দিল। বাদশাহী আর রাজ্যের বাদশাজাদীর ভার উজিরের উপরে ছাইড়া দিয়া--, নিজে দুই পুত্র আর শামবরণ কইন্যারে লইয়া দেশে গেছে। বার বচ্ছরও কাইটা গেছে--তারার-দিন সুখ-শান্তিতে যাইতাছে--আমার কিচ্ছাও ফুরাইছে।[১৪৮]

---

১৪৭ সকলের।

১৪৮ সমাপ্ত হয়েছে।

সিলেট

সিলেট থেকে এই 'আঁটকুড়া রাজা'র কিস্‌সাটি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর। তাঁর ঠিকানা— গ্রাম—দরগাহ্‌পুর, ডাকঘর— বৃন্দাবনপুর, জিলা--সিলেট।

আঁটকুড়া রাজার
সংক্ষিপ্তসার

অপুত্রক রাজা। রাজার অনেক রাণী প্রচুর বিত্ত বৈভব--সব বিষয়েই সুখী। কিন্তু একমাত্র সন্তানের অভাবই রাজাকে পীড়া দেয়। সন্তানের অভাবে রাজা মৃত্যু কামনা করলে--স্বপ্নে এক সন্ন্যাসী রাজাকে উপদেশ দেন। সে উপদেশ অনুযায়ী রাজা একাকী গহীন অরণ্যে যান এবং স্বপ্নে প্রদত্ত সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। রাজা সন্ন্যাসীর কাছে নিজ মনো ব্যথা ও মনোবাঞ্ছা জানালেন। সন্ন্যাসী রাজাকে এক টুকরো কাঠ দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে বলেন এবং সামনে কোন ফলবান বৃক্ষ দেখে—সে বৃক্ষে কাঠের টুকরোটি দিয়ে এক আঘাতে যে ফলটি পড়বে তা নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। সন্ন্যাসী রাজাকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রথম আঘাতের পর আর যেন আঘাত দেয় না হয়।

রাজা সন্ন্যাসীর কথা মত কাঠের টুকরোটি নিয়ে কিছু দুর যাওয়ার পরই সামনে একটি ফলবান ডালিম গাছ দেখে টুকরোটি দিয়ে আঘাত দিলে একটি অপরিপক্ক ফল নীচে পড়ে। এতে রাজা সন্ন্যাসীর কথা ভুলে দ্বিতীয় বার আঘাত দিলে কাঠের টুকরোটি গাছেই আটকে যায়। রাজা আবার সন্ন্যাসীর কাছে যান এবং নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসী ক্ষমা করলে রাজা পুনঃ সে গাছের নীচে গিয়ে একটি পাকা ডালিম পেড়ে সন্ন্যাসীর কাছে এনে দেন। সন্ন্যাসী রাজার সবচেয়ে সুন্দরী ও প্রিয় রাণীকে গোপনে ডালিমটি খাওয়াবার উপদেশ দিয়ে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুযায়ী নিজ গৃহে ফিরেই তার সবচেয়ে সুন্দরী রাণীকে নিয়ে গভীর রাতে গোপনে ডালিমটি খাওয়ালেন।

দিন যায়। কিছু দিনের মধ্যেই রাণী অন্তঃস্বত্বা হলেন এবং যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। পুত্র সন্তানের মুখ দর্শনে রাজা রাণী-পাত্র-মিত্র সবাই খুশী। কিন্তু রাজপুত্রের সারা গায় টিলা টিলা (এক প্রকার ব্যাধি) চিহ্ন দেখে রাজা ব্যথিত মনে পুনঃ সেই সন্ন্যাসীর কাছে যান এবং রাজপুত্রের গা'থেকে টিলা টিলা দুর করবার প্রার্থনা জানান। এতে সন্ন্যাসী নিজেকে অপরাগ বলে খাতাইল পর্বতে তাঁর গুরুর কাছে যাওয়ার জন্য রাজাকে পরামর্শ দেন। রাজা

সন্ন্যাসীর পরামর্শ মত গুরুর কাছে যাওয়ার জন্য রাজা পাটের দায়িত্ব বৃদ্ধ উজিরের কাছে দিয়ে বার বছরের জন্য গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

এ দিকে রাজা রাজবাড়ী থেকে চলে যাওয়ার পর অন্যান্য রাণীরা রাজপুত্রের গর্ভধারিণী রাণীর প্রতি হিংসায় জ্বলে মরে এবং এই সুযোগে গোপনে চক্রান্ত করে রাজপুত্রকে তার মার কাছ থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করার জন্য জল্লাদের হাতে তুলে দেয়। জল্লাদ শিশু রাজপুত্রকে হত্যা না করে দূরে এক গহীন অরণ্যে ফেলে আসে। দৈবক্রমে রাজপুত্র সন্ন্যাসীর সেই গুরুর আশ্রমে স্থান পায়। এ দিকে রাজা ঘুরতে ঘুরতে সেই আশ্রমে গিয়ে রাজপুত্র ও গুরুর সাক্ষাৎ পান। গুরু রাজার মুখে সব শুনে তাকে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের সবাইকে রাজবাড়ীতে উপস্থিত করবার উপদেশ দেন।

গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী রাজা নিজ রাজধানীতে গিয়ে এক নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের গণ্যমান্য সবাইকে রাজবাড়ীতে উপস্থিত থাকার বলে নির্দেশ জারী করেন এবং নির্দিষ্ট দিন রাজবাড়ীতে সবাই উপস্থিত হলে--সন্ন্যাসী শিশু রাজপুত্রসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে--রাণীদের চক্রান্ত ও পূর্বাপর সকল ঘটনাই বর্ণনা করেন।

এতে চক্রান্তকারী রাণীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো-আর গুরুর আশীর্বাদে রাজপুত্রও টিলা টিলা মুক্ত হলো।

আঁটকুড়া রাজার কাহিনী শুরু

এক রাজা আছলা ।[১] তান কুনু বাইচ্চা[২] বাইচ্চি[৩]নাই । তান রাজত্বি খুব মোটা । তান তলুয়া রাজা বাশ্শা ও আরো ককজান, রাজার আত্তি ঘোড়া ছিপ্পাই ছপ্তরী লোক লস্কর বেশুমার । রাজার রাজধানীত্ মানুষে হকোল সময় সপ্সপি[৪] করৈন । মানষর ঘাতেবুলে[৫] হাকেডাকে সুরসররোত কানে মগজে উৎরায়[৬] । রাইত অইতে নাচ গানোর তালে তালেই রাইত ফুয়ায় ।[৭] রাজবাড়ীতে যে গানের মজলিস বয়[৮] ইনো[৯] রাজার উজির নাজির, রাবরণ টেনটল হকোল অউ আইন ।[১০] রাজায় হকোলডি যারজির নিয়মে আদর সমাদর করৈন ।

হাপ্তাত্[১১] একদিন ধর্মসভাও বয়[১২] বিদেশোর বউত বউত পণ্ডিত অকোল[১৩] আইন ধর্ম কথা মাতৈন । রাজা নিজে আজির থাকিয়া হুনৈন । আদর আপ্যায়ন করৈন, দান দক্ষিণাও করৈন । আত্তোতার মাঝেও রাজার

প্রাণে সুখ নাই
মনো শান্তি নাই
খানিৃত্ রুচি নাই
চখুত ঘুম নাই

---

১ ছিলেন ।
২ ছেলে ।
৩ মেয়ে ।
৪ গিজাগিজ ।
৫ কথাবার্তা বলে ।
৬ স্ফুটন শুরু হয় ।
৭ রাত্রি প্রভাত হয় ।
৮ বয়ে ।
৯ এখনে ।
১০ আসেন ।
১১ সপ্তাহে ।
১২ বসে ।
১৩ সকল ।

কেনে অতো বেচাইন। অতো দুখ। রাজার রাজ ভাণ্ডারো তো—

ধন দৌলত--
মনি মাণিক
হীরা জহুরত--
সোনা রূপা--
পিতল শিশা

কুন্তার অউ অভাব নাই। বুড়া আর মানুষে কইন রাজার অভাব আছে। আরো তো রাজার সুখ নাই। চউক থাকলে এ দেখতায় সুখ আছে না দুখ আছে। চউক থাকতে দিনো কানা অইলে দেখবায় কিলা।[১৪] পুয়াপাংরায়[১৫] বুড়াইন্তরে[১৬] জিকাইন[১৭]--তে কওচাই বুড়া থুতুড়া অকলে রাজার দুখ্ কিয়ানো। বুড়াইন্তে কইন তোমরা মানু ক দিনোর আর--বুঝ কদিনোর। ময়মুরব্বীয়ে কইছইন

গুও আইঙ্গন
গুও মাইঞ্জন
ও নাই ঘরো
নিত্যাই কান্দন

পুয়াপাংরায় আ-মিয়া কুলাইল[১৮] ছুটাইন রাজার সোনা রূপায় মনি মানিকে পেট ভরের না--অখোন "গু" অইলেই সুখ অই যাইবো। বুড়া বেটাইন কিত্তা কও আর কিতা অয়। তে যাও রাজার বাড়ী।
"গু" ও ঠিকা আনি লাওগি। তেউ "গু" বেপার করি মালদার অই যাই বার দিনে।

---

১৪ কিরূপ।
১৫ ছেলে পেলে।
১৬ বৃদ্ধদের।
১৭ জিজ্ঞাসা করে।
১৮ কোলাহল।

পুয়াইনতর[১৯] কথা হুনিয়া বুড়াইস্তে[২০] কইন কিতা হেয়কোরী ফেস্‌কেরী[২১] কইনতে বেচাইন তোমরা ত কাইলকুর জুগি আর আইজ অউ ভাত্‌তে অন্ন কও নি? এ "গু" হে "গু" নায়, এ মুত হে মুত নায়। এ "গু" মতর নাম ছেলেমেয়ে না থাকলে "গু" মুত অয় না। আর গু মুত না অইলে সুখ অয় না। তোমরার ত

"নয়া দাতো
পানি অইছে" ॥

খালি হকোল কথাত্‌ ঠাট্টা মশকারী।

রাজার পুয়াপুড়ির লাগি বিয়ার উপরে বিয়া, যাগ্‌ যাজ্ঞির উপরে যাগ যাজ্ঞি কতোতা করলা কুস্তা কুস্তা কাম আইলো না। রাজায় গণকদি গনাইলা, নাজজুমদি চাওয়াইলা আবজদোর ই-সাব করাইলো—
গনায় চাওয়ানি যে ই-সাবে পাওয়া যায় "রাজার এক পুয়া অইবে"
অইলে কোন সময় কোন রাণীর পেটো। এ কথা কোন বেটায় কইন্‌ না।

এক দিন এক গণকে কইলা যে রাণীর পেটো সন্তান অইতো ই রাণী মরঅই আছেন।

রাজায় কইন ঘরো আছেন তো তে কোন দিনো আমি মরিয়া হারলেনি[২২] গণকে কইন অত্তোতা কইবার খেমতা আমি তো কিতা আমার—উস্তাদর-উস্তাদর অউ নাই।

রাজায় ঠিক করলা নিজোর আথে নিজোর জান তেয়াগি লাইবা।[২৩] মনে মনে আযান পাংগিয়া থইলা যে শিকারোর উছলাত করি যাইমু গি, আর জংলো উচা মোটা এক গাছ চাইয়া দড়িদি গলাত ফাঁশ লাগাইয়া মরি যাইমু।

আমি নাই আমার হুনিয়া নাই
সুখ নাই দুখ নাই।

১৯ ছেলেদের।
২০ বৃদ্ধারা।
২১ অবজ্ঞা।
২২ শেষ হইলে কি?
২৩ আত্মহত্যা করা।

রাজায় অথা পাংগিয়া ঘুমাইছইন, তেউ খুয়াপে দেখেন এক সন্ন্যাসী আইয়া কয়

তুমি আপ্তঘাতি অইও না
মহাপাপী অইও না
তুমি একলা গুলি[২৪] জংগলো গিয়া

অমুক যেগাত এক বটগাছ পাইবায়, অনো বই থাকিও। তোমার নছিব ভালা থাকলে তোমার মতলব হাছিল অইব।"
খুয়াপ দেখিয়া রাজায় ধরলা সন্ন্যাসীর পাওয়ো আপ্তা[২৫] করি। পাওয়ো ধরতেউ ঘুম ভাংগি গেলগি আর হজাগ অইয়া দেখেন পালংগর তলে পড়ি খুরাত ধরি রইছইন। কুবাই[২৬] সন্ন্যাসী আর কিয়ানো কিতা। খুয়াপ দেখার বাদে রাজার এক ধনুচড়ি গেলগি। খালি খুয়াপের যেগা তুকানিত যাইতাগি করি জানে উচাইট উচাইট করা ধরলো। তেউ হাছার বুল হাছা তাইন একদিন একলা একলা জংগলো গেলাগি।

রাজা জংগলো হামাইয়া অবায় ইবায় আলোহুম ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাইস্তাবাদে গিয়া এক বটগাছ পাইলা। যেগাযান ছাকছকা দেখিয়া মনে করলা আনো বইয়া রাইত গওয়াই লাইমু। আর বাঘে ভাউলকে খাইস্তে খাইলাইবা। রাজাত অখোন মরনতে দি ডর নাই। বাঘে ভাউলকে খায় খাইলাইছে।

রাজা বইয়া ভংগারা অমন সময় কার পাওর তালি হুনিয়া ধচমচাইয়া উঠলা। চাইয়া দেখেন তান হমখে তান খুয়াপর সন্ন্যাসী উবাত। সন্ন্যাসী দেখিয়া অউ রাজ পাও ও পড়লা লাম্পা অইয়া ভক্তি দিয়া।

সন্ন্যাসী রাজার মাথা আযাইয়া আশীর্বাদ করিয়া তুলিয়া বআইয়া জিকাইলা তুমি কে, বাড়ী কিয়ানো কিতা চাও?

রাজায় হিরিবার ধরলা সন্ন্যাসীর পাওও আপ্তা করি। ধরিয়া আউমাউ করিয়া কান্দিয়া কইলা আমার নাম অত্তা, আমার বাড়ী অমুখ খানো, আমি

---

২৪ রাখলে।
২৫ সাপটিয়ে।
২৬ কোথায়।

রাজা, আমি আপুতা[২৭] আমি অমোলা অমোলা খুয়াপ দেখছি। দেখিয়া অনো আইছি---আইয়া একইবারে খুয়াপোর নমুনায় হকোলতা পাইছি আপনার সইতে। অকোন আপনে আমার এক বেওত্‌ কউরকা[২৮]। আর না অইলে আমি আমার কাম করিলাইমু। অকথা কইয়া গাঠির ভিতর তনে এক রছি বার করিয়া কইলা যে, অউ রছি গলাত লাগাইয়া আমি আমার পথে যাইমুগি।

রাজার হকোল কথা হুনিয়া সন্ন্যাসী মুচ্‌কাইয়া মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া কইলা---রাজা অইয়া অতো মাথা গরম কেনে? আর গিয়ান নাই কেনে? তে রাজত্ব চালাও কিলা? খালি পরর আক্‌লে নি? ছুরতাবুরুতা[২৯] ইতা দুনিয়াত আইবার কালো মালীকর গেছ্‌তনে[৩০] চাইয়া আনা লাগে। আইবার কালো চাইয়া আন্‌লায় না। তে অখন বেম্‌রাও[৩১] কেনে?

এর নাম অইলো
"নিজোর দোষ
পরা রে দেওয়া।"

আর দিলেই কিতা অইবো। দোষত্‌ পরার ঘাড়ো চাপতো নায়।

তেউ সন্ন্যাসীয়ে কইলা তুমি বুঝদার মানুষ, আমি যিতা কই অতা করো, তেউ যুদি উপরালা তোমার উপরে সদয় অইন তে তোমার বাইচ্ছা পুরলে পুরতো পারে যুদি তোমার বক্ত[৩২] ভালা থাকে। অকথা কইয়া তাল আথোর ডাং [৩৩] রাজার অথো দিয়া একপথ দেখাইয়া দিয়া কইলা ঐ পথেদি যাও, যুদি তোমার বরাত ভালা থাকে তে গাছ পাইবায়, কল

২৭ অপুত্রক।
২৮ সুযোগ করুন।
২৯ ছেলেমেয়ে।
৩০ নিকটে।
৩১ চীৎকার করা।
৩২ অদৃষ্ট।
৩৩ একদিক বাঁকানো লাঠি।

পাইবায় ও গাছো ওডাং দিয়া এক বাড়োল[৩৪] দিবায়। এক বাড়লো যটা পড়ে যিটা পড়ে লইয়া আইবায়। দেখিও লালচ করিও না লালচ করলে

"চাউলে পাইত্‌লায়
তল অইবো।"

অউ সন্যাসীর ডাং লইয়া রাজা রওয়ানা অইলা যাইতে যাইতে বউত্‌ দূরে গিয়া হাছারবুল হাছা[৩৫] এক ডালাইমর গাছ পাইলা। গাছে অতো ডালাইম

এক্‌তা পাকনা
একতা কাচা[৩৬]
একতা আহুতি
একতা কই—

পাতা দেখা যার না। রাজার জীবনে এমোলা[৩৭] ডালাইম গাছ। অতো ফল রাজায় আর জীবনে দেখ্‌ছেন না।

সন্ন্যাসীর কথামত রাজায় ডাং দিলা এক বাড়ল। পড়লো একটা বট্‌কই[৩৮] রাজার অই গেলগি লালচ। পাউরিলাইলা সন্ন্যাসীর কথা, মারলো হিরিবার বাড়ল।

"বুড়ার কথা
মুঢাত্‌ লাগে"

সন্ন্যাসীর কথা ফললো। ডাং লাগি রইলো গাছোর আগাত। রাজার উষ[৩৯] অইলো অখোন উপায় কি? রাজায় মাথাত্‌ আথ্‌ দি বইয়া বউত[৪০]

---

৩৪ এক আঘাতে।
৩৫ সত্য সত্যই
৩৬ কচি।
৩৭ এরকম।
৩৮ ছোট।
৩৯ জ্ঞান।
৪০ আগেই।

চিন্তা করলা, কুশিশ, করলা ডাং পালাইতা পারৈন না। হেষে আর কিতা করবা। বটকই ডালাইম অগু লইয়া কান্দি কান্দি সন্ন্যাসীর গেছে গেলা। রাজার কান্দা দেখি সন্ন্যাসীয়ে কইলা তুমি অতোবড় রাজার রাজা--

অতো ধর্ম কথা হুনলায়

অইলে একথা কুনুদিন হুন্‌লায় না-নি

লোভে পাপ

পাপে মিরতু

আগেঅউ[৪১] কইছি লালচ করবায় চাইও। লালচ করলে মরবায়। তে লালচ করলায় কেনে? আর অখোন বেম্‌রাও কেনে? তে যাও অখন আমি তোমারে মাফ করলাম। ডাং মাটিত পড়ছেউ। লইয়া আগুগিয়া। অউ রাজার তিনেতরায়[৪২] দিলা দৌড়। দৌড় গিয়া দেখলা 'ডাং' মাটিত আর ডালইম পড়ছে একটা মোটতনে। অউরাজা খুশী অইয়া ডাং আর ডালাইম লইয়া আইলা। তেউ সন্ন্যাসীয়ে রাজারে ডালাইম দিয়া কইলা রাণী অক্‌লোর মাঝে হকোল থাকি[৪৩] যেইন বেশী সুন্দর তানে লইয়া তুমি খাইলাইও। কেউর টাইন[৪৪] কুস্তা কইবায় চাইও।

রাজা খুশী অইয়া ডালাইম লইয়া বাড়ীতে গিয়া হকোল সুন্দর রাণীরে লইয়া খাইলায়। আর অউরাণীর মলো থাকা শুরু করলা। লায়লায়[৪৫] এক-দুই তিন মাস গেল। মলোর ভিতরে ঠুয়াঠায়ী লাগলো। রাণী আমিলদার[৪৬]। কেউ অমোলা দশমাস দশ দিন গেল। পেটোর ছাবাল পুরলো-রাণীরে ধইলো বিশে। ধাই-বেটি আইলো। শুভেস্সুবধানে[৪৭] রাণীর আমিল খালাছ অইলো। আজব খুবছুরত পুয়া পেটো ধনেছড়া--কপালো রাজটিকা অইলে

৪১ আগেই।

৪২ সবচাইতে।

৪৩ কারো কাছে।

৪৪ কিছু।

৪৫ ধীরে ধীরে।

৪৬ গর্ভবতী।

৪৭ ভালো ভালো।

আস্তাগায়[৪৮] টেমটেম।[৪৯] রাজায় পুতোর মুখ দেখি খুশী- অইলা। দানদক্ষিণা কইলা খুব। গরীব চুক্কিয়ে খাইয়া পাইয়া—অলো খোশ। অইলে রাজা খোশ। অইলা না বাবত—

পুয়ার আস্তাগায়
কপালে মাথায়
খালি টেমটেম

হুরুনায়[৫০] বাক্কা পুয়াটা যেমন এক একটা পুয়ার এ চে-রা দেখিয়া রাজার চখুত ঘুম নাই, মনোশান্তি নাই। খালি উচাইট '[৫১] অউ আখতা[৫২] রাজার মনো অইলো। যে রোগর যে কবিরাজ। যার উছিল্লায় পুয়া পাইছি ইনো না গেলে অইতোনায়। অউ রাজা গেলা হউযেগাত। পাইলা হউ সন্ন্যাসীরে। কইলা হকোল কথা। ধরলা সন্ন্যাসীর পাওও আইঞ্চা করি। একইবারে জোকো লাকান। সন্ন্যাসীয়ে কইন আমি কিতা করতাম দৈউরায়[৫৩] যেমোলাকার দিছে। আমি এরে কিত্তা করমু।

সন্ন্যাসীয়ে যত না করৈন রাজায় অতো আটাইয়া ধরৈন। সন্ন্যাসীয়ে দেখ্‌লা এতোবড় করাপল।[৫৪] তেউ রাজারে কইলা বড় কঠিন কাম। তুমি এক তো রাজা আরতো বুড়ামানু। তুমি ইতা পারতায় না। পুয়ার গাতটেম্ অইছে তে কিতা অইছে। ইতা তো[৫৫] রাজপুয়াগর তলে পড়ি থাকবো।

রাজায় কইন ইতা কিতা কইন। আপনে অতোবড় গিয়ানী মানুষ অইয়া ইতাকিতা কইন। রাজপুয়াগর বারে যে আথ্‌ মুখ কপাল থাকবো ইতা তো

---

৪৮ সমস্ত শরীরে।
৪৯ বোটা।
৫০ ছোট ছোট।
৫১ অশান্তি।
৫২ হঠাৎ।
৫৩ যে দেয়।
৫৪ বিপদ।
৫৫ এ সব।

দেখা যাইবো। আর ইতা দেখা গেলে পুয়ারে কুন্থু বিয়া তাওয়া করাইতাম পারমুনি। না কেউ দিবো। যিনো যাইমু হনৌউ মানুষে খুত্‌ কাড়বো[৫৬]।

সন্ন্যাসীয়ে কইন কথা তো হাছা। তুমিতো আমারে বড় বিপাকে পালাইলায়। পুয়া এবো আত্‌রিত। তুমি দেখবায় বিয়ার হপোন।[৫৭] আচ্ছা তুমি যিবলা বাজবন্দা [৫৮] অবলা তোমারে না কইয়াও পারতাম না। অউ যে পা'আঢ় দেখবায় অমোলা আরো ছয় পা আঢ় আছে। অউ হাথো পা' আঢোর নাম 'হাথ আইন পরবত। অউ হাথ আইল পর্বতোর'' জীব জানোয়ার হকোল তার অধিকারী অইলা আমার গুরুঠাকুর''। যুদি ভাগোর জোর থাকে আর তানে তুকাইলা পাও আর তাইন তোমারে কুন্তা দেইন আর নায় কিলা কিতা[৫৯] করতায়[৬০] কইয়া দেইন তে তোমার মনোর বাইনছা পুরতো পারে। না অইলে না। আমার যেমোতো যতখান আছিল অতোখান আমি পুরাই-লাইছি। এর বেশ আমি আর কুন্তা কইতামও পারতামনায় করতামও পারতাম নায়।

আর কথা অউ যিনো আমারে পাইছ্‌লায় আর অখনো পাইছো অউযেগাত আমার গুরু এক বারো বছরে একবার আইন।[৬১] তুমি যুদি মন বান্দি বইতায় পারো তে বও আর নায় তোমার মনে যেতাচায় অতা করো। অতা কইয়া সন্ন্যাসীয়ে কইলা আমার কাম আছে। আমি আরোকবায় যাইতাম কইয়া তাইন তান পথ ধরিলাইলা। রাজায় ভেমতালা[৬২] লাগি সন্ন্যাসীর যাওয়ার ভায় চাই থাক্‌লা। রাজায় চাইতে চাইতে সন্ন্যাসী বনোর আউগলা অই গেলগি।

সন্ন্যাসী যিবলা গেলগি তৈউরাজা পড়্‌লা আরোক বুন্দো[৬৩]। অনুতনে[৬৪]

৫৬ নিন্দাকারী
৫৭ স্বপ্ন।
৫৮ অপারগ।
৫৯ কিরূপ।
৬০ করবে।
৬১ আসবে।
৬২ অবাক।
৬৩ চিন্তায়।
৬৪ শেষ সিদ্ধান্ত

অনো গুরুঠাউকুরর খোজে যাইতা, না বাড়ীত গিয়া হকোলতে কইয়াবুলি, রাজাত্বি চলার চালনীর এক নিমাছিদ্রি করিয়া যাইতা। হেষে বাড়ীত্‌গি নিমাছিদ্রি করি যাওয়াউ মনে মনে ঠিক করলা। করিয়া বাড়ীত গেলগি। গিয়া তান উজির আর পুয়ার মা রাণী লগে পরামিশ করি, রাজত্বি চালানীর ভার বুড়া উজিরতে সমঝাইয়া রাজা গেলগি হাথ্‌আইল পরবত্‌ পাকাইয়া গুরুঠকুর বার করাত।

আর এক কথা মাঝখানো রইগেছোগি। সন্ন্যাসীয়ে হাথ আইল পর্‌ত্তোর কথা কইন কালো এক কথাও কইছলা যে হকোল পরবতো তানলাকান[৬৫] এক একজন সন্ন্যাসী আছৈন।

রাজায় তান রাজত্বির এক দিশাদাড়া করিয়া সন্ন্যাসীর গুরু ঠাউকুরর তাল্লাশে হাথ আইল পরবর্ত মুখা রওয়ানা দিলা, রাজা গেলগি অথাআইল পর্ব্বত আর পুয়া, পুয়ার মা রইলা বাড়ীতে।

রাজা যাইতোগি অউরাণীর হইথনাইনতে আইয়া পুয়া আর পুয়ার মারে দাসিস্তে[৬৬] লাকান হুয়াগভাবা[৬৭] করা ধরলা।

ধয়া পাথ লাত গু-মুত নিকানিত একনজর যেগাত্‌ তিনজন লাগি পড়েন। গোছল করানিত নিলে---

একজনে ধরৈন
একজনে পানি ঢালৈন
একজনে ঘষাইন
একজনে পুছাইন

পুয়ার মারে ছুইতেউ দেইন না। পুয়ার মার মনে করইন যে তান পেটো জন্মিলে কিতা অইবো। পুয়াতো রাজার, হকোল রাণীও রাজার তারার না দিয়া তান্‌ পেটো দিছে কুনু জুলা আইছেনি। আর হতার মার আদরে যে পেটোর পুয়া কলোইয়া মারে, একথারে তাইন নিজোর মনোরমাঝে ঠাই দিতা পারলা না।

---

৬৫ তারই মত।
৬৬ দাসীর মত।
৬৭ আদর অপ্যায়ণ।

ডাকো কইছে :

"গু যায় ধইলে
খাইছত্ যায় মইলে
আর- হইতানর বিষে
পাটাত্ গু পিষে।"

এ কথা যে হাছারবুল হাছা, ডাকোর বাপে যে কোমুদিন "গু" খাইছে না একথার পুয়ার মা রাণীর ভিতরে গেল না। হইতনাইনতে[৬৮] ইতা করৈন দেখিয়া পুয়ার মা আরো খুশ। তাইন যিতা করতা আছিল অতা যিব্‌লা তারা করতে তাইন খুশ অইতা নানি। হইতনাস্তে পুয়া লইয়া হারিদিন ললাইবলাই[৬৯] করৈন।

বাবা ডাকৈন
পুত ডাকৈন

এতোই পুয়ার মা'র মনে তারা হুয়াগ করতা। আর হাতাইমার হুয়াগ যে

হাত্তাই মা'র কথা কিনি
মধুরস বাণী,
তলো দিয়া কাটে গাছ
উপরে ঢালে পানি।

একথা আর জনে কইলেও বিশ্বাস করৈন না। তান কথা ভাত কাপড় কুনু টান টিরুট[৭০] নায়, আমি কেউরার মন্দ করছি না, করতাম না— আমার হুখের রাতা হে-ও কুস্তা করছে না কউরাডানায় তে আর হইতনাইতে আমাল [৭১] গে কি আমার পুয়ার লগে জিদবিন কেনে করতা?

আর হইতনাস্তে পরামিশ করলা যে হইতনর পুত্ থাকি নাইপুত্ত অউভালা। অউ তারা বারেদি ছক্কাই দেখাইন। আর হকলে মিলি ছল্লা করৈন কিলা

৬৮ সৎ মা।
৬৯ সোহাগ।
৭০ অভাব অনটন।
৭১ সাথে।

কিতা করতা[৭২]। অউ তারা ঠিক করলা যে পুয়ারে জল্লাদর আথানতো কাটাইলাইবা আর ইনো আরোকথান্‌তো এক পুয়া আনি দিলাইবা, আর হেষে পরিচয় বার করি দিবা, আর রাজা বাড়ীত আইলে কইবা যে রাণীর পেটো কোন ছাবাল জন্মিছে না। তাইন খানোখা[৭৩] রাজার লগে তালমাল কয়িয়া এক পুয়া আনি দেখাইছইন। রাজবোড়তনে গেলগি অউ হেবেটায অইয়া তার পুয়া নিছেগি আর আরোক বেটায় এক পুয়া আনিয়া যেগাজুড়ি অইছে। ইপুয়ার বাপোর বাড়ী অমুখ যেগাত, অমুখ গাউত অমুখ নাম।

হইতনাইস্তে অতা পরামিশ করিয়া পুয়ার মারে গিয়া কইলা রাজাযিব্‌লা হক্‌লোর সুয়ামী পুয়াও অবলা হক্‌লর। পুয়ার মায়ে কইলা হাছাঅউতো[৭৪] পুয়া আমার একলার নায় আপনাইনতরও।

হইতনাইস্তে করলা কিতা তারা চাইরোভায় মানু পাঠাইয়া তুকানিত[৭৫] লাগ্‌লা। অমোলা রংরূপর পুয়ানি একগু পাইন। আর এবায় ইগুরে[৭৬] খালি তুলো তুলো করোইন। পুয়ায় কি পুয়ার মায়ে একথা বুঝোইন্‌ না যে:

হাতাই মায় আদর করৈন
পেটোর পুয়া কচ্‌লাই মারৈন।

এবায় তারা তুকাইতে তুকাইতে এক পুয়া পাইলা। ইপুয়ার ছিবাছুরত[৭৭] হকোল তা কেবল গাত্‌ টেমটাম নায়। অউ অগুর মা বাপরে আদোরিত[৭৮] টেকাপয়সা দিয়া হাতনাইস্তে আগুরি আনাইয়া লুকাইয়া থুইয়া পুয়ার মারে কইন বুলে গো ভইন আমরার পুয়ার গাত্‌ যে টেমটাম লাগা ভালা অইবার কুনু তিকিছছানি[৭৯] আমরা করতাম পারি ?

---

৭২ কিরূপে কি করা যায়।
৭৩ অযথা।
৭৪ সত্যই।
৭৫ সন্ধানে।
৭৬ একে।
৭৭ চেহারা।
৭৮ অফুরন্ত।
৭৯ চিকিৎসা।

পুয়ার মায়ে কইন পারতা নানে। ইপুয়ার টিকিছছারি লাগি রাজা যিব্‌লা সিংগাসন ছাড়ি গেছেন কতো দিনোর লাগি কুবাই[৮০] কতোখান দুরৈ কিয়ানো খারা[৮১] কিয়ানো ঘুমারা, তে রাজার যুতি অমোলা তেষ্টা করতা পারৈন, তে আমরা পারি নানি। আমরা যুদি ভালা করিলাইছি রাজায় আইয়া পাইন তেতো তাইন আথে আস্‌মান পাইবা।

হইতনাইস্তে পুয়ার মার কথা ছনি যেমন আথে আস্‌মান পাইলা আর কি। মনে মনে কইন অখোন পুয়ার মা'র ডিমাক[৮২] ছাড়াইমু অউ হকোল হইতনে মিলিয়া যুক্তি করি গিয়া দুই চাইরদিন বাদে পুয়ার মা'র কাছে গিয়া কইলা পাইছি এক গনিম,[৮৩] হে কইছে পুয়ার মায়ে যুদি হায়দিন হাথরাইত্‌ হাত্‌পাল্লা কাপড় দিয়া বান্দিয়া থাক্‌তাপারৈন তে পুয়ার টেমটাম যাইতোগি পারে।

পুয়ার মায়ে কইন ইতা আর অতো হাইঠহঠি কিতা, হাথদিন কেনে তি হাথা একুশ দিন অউ পারমু। তেউ তারা বাদর দিন আইয়া পুয়ার মা'র চউথ বান্দিলাইলা। বান্দিয়া কিতা ঠুনিগুনি লাগাইলা, আধাদিন বাদে আইয়া কইন পুয়ার আথোর টেম কমি গেছে। কইয়া হউবে তারা আনাইছৈন পুয়া অগুর আথ পুয়ার মার আথো দিয়া কইন আথাইয়া[৮৪] চাও। তেউ পুয়ার মায়ে দেখে হাচাউতো। ভালা হইগেছে অমোলা আরে আধাদিন বাদে দেখাইন ই আথ তেউ আরো আধাদিন বাদে দেখাইন অ-পাত। তেউ হ পাও। অমোলা দেখাইস্তে দেখাইতে তিন চাইরদিনে হকোনতা ভালা অই গেছেগি।

এবায় এ পুয়া দেখাইয়া দেখাইয়া পুয়ার মা'রে খুশ রাখিয়া রাখিয়া হেবায় আছল পুয়ারে জল্লাদর আওলা করিয়া দিয়া হাতাই মা অকূলে কইলা—

দেখো জল্লাদ—

তোমারে আমরা ধর্ম ভাই ডাকলাম। অউনেও হাত পুরা কড়ি দিলাম। তুমি

৮০ কোথায়।

৮১ খাচ্ছে।

৮২ অহঙ্কার।

৮৩ শক।

৮৪ হাতড়িয়ে।

ই পুয়ারে লইয়া অনিল পর্বতো গিয়া অমন যেগাত কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া একো টুকরা একো থানো গাড়িয়া থইয়া আইবায়। যিনো তুমি ছাড়া আর কুনু কাউয়া কুলিয়ে, পোকপরিন্দারে দেখৈনা জানু। জল্লাদে কথা হুনিয়া আর কড়ি পাইয়া মনে মনে সরকারী বেতন তো পাই। অউ কামোর লাগি অউ এর উপরে হাথপুরা কড়ি পাইলাম ফাও[৮৫]। অউ জল্লাদে পুয়া লইয়া রওয়ানা অইলা অনিল পর্বত মুখা যায় আর মনে মনে ধুনে যে জীবন ভরাঅউ জল্লাদি কইলাম। হিতা রাজায় বিচার করি দোষী মানুষ দিতা কাটবার লাগি। এ যে বেটিস্তে[৮৬] দুধোর তিকিল[৮৭] রাজা এগু দিলা।

ইগুর দোষ কিতা
আর মারতাম কিলা।

রাজায় কতোঘাটো ফুলদিয়া ক'ত যাকযগি্য করিয়া আনছৈন এক পুয়া, আর তাইন অখোন হিরিবার কুবাই গেছৈনগি আর রাণী অকলে যে পুয়া আমার আওলা করি দিলাইলা অখন আমি কিলাকিতা করি।

জল্লাদে অথা ভাবে
এক কাইক যায়
তিন কাইক করলামে

অথা করি করি যাইতে যাইতে অনিল পর্বতো গিয়া বড় আবজাদ[৮৮] এক গাছোর তল খুব ছাফছুতরা দেখিয়া পুয়ারে হুতাইয়া থইয়া। জল্লাদ পাক্‌দি গেলগি। মনে বুঝলো যে আমি নিজে আথে মাল্লাম[৮৯] না। অখোন দেখি বাচাউরায় নি বাধায়। বাচাউরায় যুদি বাচায়, তে মারতো কে? আর হেবেটায়, যুদি মারে তে বাঁচাইতো কে? আর জল্লাদে অথা ভাবিচিন্তে পুয়ারে গাছর তলে থইয়া তান বাড়ী মুখা রওমানাদিলা।

৮৫ অতিরিক্ত।
৮৬ মেয়েরা।
৮৭ দুগ্ধপোষ্য।
৮৮ বৃহৎ।
৮৯ মেরে ফেলা।

পুয়াতো হুধোর তিকিল। পেটোলাগছে ভুক্‌ আর পালাইছে কান্দার তাল। পুয়ার কান্দার তাল হুনিয়া বাঘ ভালুক আইলা মানষির গুছ[১০] খাইতা করি। আইন রূশ করি আইয়া দেখৈন এমন খুবছররত পুয়া কান্দেরে। পুয়ার চেরার তাবিশে চেরাগ জ্বলের। অউ তারা আর পুয়ারে না খাইয়া চাইরোভায় বেরাদি[১১] উবাইয়া পুয়ারভায় চাই রইলা।

পুয়ারে নিয়া যেগাত থইছলা[১২] এ যেগা অইলো অউ গুরুঠাকুরর। তাইন পাকাই পাকাই ঘিব্‌লা অ-পাড়ো আইন এত্‌ অনো বইন। আর পাড়োর যতো জীব জানোয়ার হকোল্‌তা অউ গুরুঠাকুরর অধীন।

বাচাউরায় বাচাইলে কেউ মারতো পারে না। পুয়ারে নিয়া যে হাইজা বালা জল্লাদে থইয়া আইছান অদিনবাদে রাইত পতাবালা[১৩] গুরুঠাকুর অনো আইলা। আইয়া পুয়া আর জীব জনোয়ার দেখিয়া গুরুঠাকুরর আর বুঝতে বাকী রইলো না যে ইনো মাইরত কিতা।

অউ জানোয়ারর ভিড়োর মাঝে গুরুঠাকুর হামাইয়া দেখৈন আজব খরছরত এক পুয়া অইলে আস্তা গায় টেম্‌টেম্‌। আস্তা গায় যে টেমটেম অইলে কিতা অইবো পুয়ার চেরা ছবিয়ে কয় ইগু ইগু কুনু রাজা বাশ্‌শার পুয়া। আর ইনো কুনু মাইরতে আইছে। তে আচ্ছা থাউক অযেম যেমোলা আছে আছে হমোলা, দেখি বাইত ফুয়াইলে নি কেউ এর খোঁজ খবর করে কিনা। যুদি আর তেতো অমনেউ বুঝমু আর না অইলে ধিয়ানো বইয়া এর মাইরত বার করমু।

অথা মনে মনে পাংগিয়া তান ঝুপড়িত হামাইয়া ঝুলাঝাতা থইয়া পুয়ারে কিছু কিছু হুধ খাওয়াইলা। পুয়ায় হুধ খাইয়া নিন্নাই অই গেলগি, তেউ গুরু-ঠাকুরে পুয়ারে তুলিয়া টেমটেমাইয়া[১৪] তান ঝুপড়িত নিয়া হুথাই থইলা। পুয়ারে হুথাই থইয়া কিছু ফল পাককড় খাইয়া গুরুঠাকুরর তান ধিমানে বই গেলগি।

১০ মাংস।

১১ ঘিরে।

১২ রাখছিল।

১৩ শেষ রাতে।

১৪ কোলে করে।

হেবায়[৯৫] রাজায় ও পাড়ত্তনে হুপাড়ো হুপাড় তনে হু'পাড়ো বিত্তিথিতি করি। তুকাইনে তুকাইতে আইজ তিন হাইঞ্জা বালা ও পাড়ো হামাইয়া তুকাই তুকাই। রাইত নিশাভাটিত্ আইয়া গুরুঠাকুরর থলি পাইলা না। সন্ন্যাসীর কথামত :

ছিবা ছুরতে
চেয়া নমুনায়।

ধরি লাইলা যে অউ ধিয়ানী সন্ন্যাসী অউ গুরুঠাকুর। রাজা গুরুঠাকুরর ধারো বইয়া রইলা সে ধিয়ান ভাংলে কথা মতিয়া দেখ্বা যে, এইন হাছাঅউ হেইন না কিতা।

গুরুঠাকুর তান ধিয়ানো আর রাজা ধারো বই রইছইন, রাইতে চনচনি করের এরো মাঝে আখ্তা ঝুপড়ির ভিতরে এক কাইচাল হুরুতায় কান্দি উঠলো। রাজা তিনোতরায় ঝুপড়িতায় মুইখর দিয়া দেখোইন তান পুয়া অউ রাজায় পয়লা মনে করলা তান্ পুয়াতো বাড়ীত থইয়া আইছন তে হিগু ইনো আইবো কিলা? পুয়ালাকান[৯৬] পুয়া নাইনি।

রাজার মনো যিব্লা অকথা আয় তেউ তাইন ঝুপড়িতো বারৈয়া আইতইন। আর যিবলা মনে অয় তান পুয়া অবলা দউড়তুলি ঝুপড়িত হামাইনগি। অমোলা দুই তিনবার ঘরবার করিয়া হেষে নিউয়ে বাড়ি মারতেই রাজার দেল সাইচ্চা অই গেলগি যে ইগু তান্ পুয়া অই। যেই তান দিলে সাইচ্চায়ী বাড়ি মারছে অমনেউ হাউথ করি[৯৭] কান্দি উঠছৈন।

হায় পুত
তোরে ইনো কে আনলোরে
ও নিলক্ষীর ধন রে······॥

রাজায় কুয়ালদি[৯৮] কান্দি উঠতেউ গুরুঠাকরর ধিয়ান ভাংগি গেলগি। তান ধিয়ান ভাংতেউ চউথ মেলি চাইয়া জিকাইলা তুমি কে?

---

৯৫ সেদিকে।

৯৬ পুত্রের মত।

৯৭ উচ্চস্বরে।

৯৮ কোলাহল করে।

কিরান্তু [৯৯] আইলা ?
কেনে আইলায় ?
মাইরত্ত কিতা ?

গুরু ঠাকরর কথা হুনিয়া রাজা তান পাও ও পড়িয়া কইলা— ঠাকুর - দোয়াই আপনার চরণ ধূলার আগে কউকা আপনে কে ? আপনার পরিচয় পাইলে আমি যতোখান জানি অতোখান কইমু। আর বাকী যিখান জানি না। অখোনোর লাগি ধুড়মু।

রাজার বেগেরতা দেখি গুরুঠাকুরে তান পরিচয় দিলা। গুরুঠাকুরর পরিচয় পাইয়া রাজায় ধরলা দিও পাওও আরো আটাইয়া[১০০] ধরিয়া কইন বাবা আপনার লাগি আমি রাজ সিংগাসন ছাড়িয়া আহার নিদ্রা ত্যাগিয়া বনে বনে পাকারাম। ভগবান ! তুমি নি আমারে মিলাইয়া দিলায়।

গুরুঠাকুরে কইন বেটা—
"তোর হুগ্‌লিভগলি[১০১] থো —
আর নতোর কথা কো"

না কইলে বুঝতাম কিতা-তুই কিগু
তুক্বাছ কেনে ?
গুরুঠাকুরর কথায় রাজার ধন্‌ছুটলো। অউ নয় নয় তাইন হকোল কথা গুরুঠাকুরর গেছে কইলা। তাইন তাইন হকোল কথা হুনিয়া কইলা, বুঝ্‌লাম তো অইলো ইগু যুদি তোমার পুয়া অয় তে ইনো আইলো কিলা ?

রাজায় কইন এ কথা তো আমি কইতাম পারত্তাম নায়। তেউ গুরুঠাকুরে কইলা—তে তুমি তোমার বাড়ীত্‌ যাও গিয়া। দেখো তোমার পুয়া নি না কিতা।

৯৯ কোথা হতে।
১০০ আটকিয়ে।
১০১ কাতরতা।

অউ রাজায় কইন ঠাকুর কথা তো ভালা অইলে ইনথনে আমার বাড়ী কেমন দি আমি তো তার তবুতলা[১০২] পারাম না। লগে কুমু আত্তি ঘোড়াও নাই যে চড়িয়া যাইমু, ছিপাইছওরীও নাই যে পথ দেখাইয়া নিবো।

রাজা অকথা কইয়া দমলই যাইতেগি অউ গুরুঠাকুরে আসিয়া কইলা তে তুমার হাদাকিতা ?[১০৩] আমি তোমারে বইয়া লইয়া যাইতাম নি না কিতা ? গুরুঠাকুরর এমন কথা হুনিয়া রাজা হিরিবার পড়লা পাওয়ে লাম্পা আইয়া। দোয়াই বাবা আমি অমনেউ মহাপাপী আর ইজাত কথা কইয়া আমারে নরকর পইঠা বানাইও না।

রাজার বেগেরতায় গুরুঠাকুরের খোশ অইলা। অইয়া কইলা যে রাজা তোমার অদৃষ্ট ভালা, এরোই লাগি তুমি আমারে সাজমাজ পালাইছো নায়। এক বারো বছর ঘুরাইয়া আমারে কেউ পায় না।

তে উপরালায় যুদি তোমার ডাক হুনি লাইছইন, আর আমারে তোমার হমুখে বারদিছোইন তে আমার খেমতা আনমান[১০৪] তোমার কিতা করতাম পারি দেখি। (ধরো অউ নেও জড়ি) ওথ্‌ছা মুবিত লইয়া চউখ মুদিয়া :

"সত্যের জড়ি অইলে
লমার মাঝে বাড়ীত লইয়া।"

কইয়া এক দুই তিন করি এককুড়ি গণিয়া চউখ মেলি চাইও।

অউ রাজা জড়ি আথো লইয়া গুরুঠাকুরর হিকাইনমত[১০৫] জড়ি আথো লইয়া হ' কথা কইয়া চউখ মুদিয়া এক, দুই করি এককুড়ি গণিয়া চউখ মেলিয়া চাইয়া দেখৈন তান বাড়ীর সিংদরজাত আইছইন। রাজা তান বাড়ীত আইছইন দেখিয়া আছান কাথা[১০৬] লাগলানা।
রাজায় বুঝলা যে ইতা ঠাকুরর কামাইকল।

---

১০২ কুলাকিনারা।
১০৩ ইচ্ছা।
১০৪ সাধ্যমত।
১০৫ শিখানোর মত।
১০৬ আশ্চর্য্য।

অউ রাজা তান বাড়ীর ভিতরে হামাইয়া গিয়া দেখেন পুয়ার মা রাণীর চউখ বান্ধা আর পুয়ারে লইয়া আর রাণী অক্লে ললাইবলই করডা। রাজা আখতা বাড়ীত আওয়ায় হক্‌লোর জানো তাইশ পয়দা অইগেল। পুয়ার মারে জিকাইলা যে এ হাল কি? পুয়ার মায় রাজার গেছে কইলা অতাঅতাউ। রাজায় তার বাদে তান হ. রাণী অকোলডি জিকাইলা যে ইনো এ বিনোবানী কিতা?

রাজা যে ইলাকান এরোমাঝে বাড়ীত্‌ আইয়া এ কথা তো তারা জাস্তা না। রাজা আইয়া পড়তেউ হ রাণীর অকলোর আকলোরমাট হুকাইয়া চড়। রাজার জিকাইতেউ খালি একজনোর মুখোয়ভায় আরজনে চাইন। বাণীনস্তে কুস্তা মাতৈন না দেখিয়া রাজায় ডাক দিলা পারাদার তে। পারাদারে আখতা রাজার ডাক হুনিয়া কাঁপি কাঁপি আইয়া জোড় আথে খাড়া অইলা। রাজায় পারাদারতে কইলা—উজির তে গিয়া কও আমি বাড়ীতে আইছি। তাইন একপারা ছিপাই লইয়া অখোন আইতা। রাজার উখুম পাইয়া পারাদার পাদাড় পাদাড়[১০৭] করি দেলা দৌড়ত।

উজিরে ঘুম্‌তনে উঠি আঘামুতা করাবার আগে অউরাজার বাড়ীর পারাদার দৌড়িয়া আয় দেখিয়া তান তলপেটো মাইর শুরু অইলো যে রাইত্‌কুর মাঝে না জানি কিতা অইছে রাজবাড়ীর মাঝে। পারাদার ধারো আইয়া রাজার খবর কইতেউ উজিরে লুটো গামছা আথ্‌তো পালাইয়া কিল্লামুখা দিলা দৌড়। কিল্লাতো ছিপ্‌পাই একপারা লইয়া গিয়া রাজার ছাম্‌নে আজির অইতেউ রাজায় কইলা তোমারে দি গেলাম রাজত্বি চালানীর ভার। আমি বাড়তো বারোইয়া যাইতেগি অউ তুমি রাজত্বির মালিক অইয়া

> "ভেটোর কাউয়া—
> হালিত পড়ি গেছো?

কইয়া উজিরর ভায় খেটকী[১০৮] দিতে অউ উজিরে মাটিত পড়িয়া দিওআথে রাজার পাওয়ো ধরিয়া কইন

১০৭ দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে।

১০৮ ধমক।

"দোয়াই রাজা মাশয়
আমি যে কইছলা
অমনেউ চলরাম আর চালারাম।[১০৯]

উজিরর কথা হুনিয়া রাজায় কইলা চলভায় আর চালাবায় যুদি তে আমার বাড়ীর ভিতরে কিতা অর না অর ইত্তার খবরনি জানো ?

অউ উজিরে মাথা খাউজাই খাউজাই কইলা যে দোয়াই আইন কামুনর। বাড়ীর ভিতরে রাণী অকোল আছেন, ইনো আমার অতো খবর করবার জরুল[১১০] মনে কর্‌ছিনা। ইখানতো আমার মানোত্তর যেগা। আমি রসদ পাঠানি ছাড়া আর কুনু খবর কর্‌ছিনা।

তেউ রাজায় কইলা বুঝ্‌ছি বুঝ্‌ছি ইত্তোইত[১১১] তোমার কুনু দোষ নাই। এর নাম অউ। যার, কাম তারে সাজে।

অন্যর লাগি
লাঠি ঠেংগা বাজে।

খবর করছোনা ভালা কর্‌ছো। অখোন আও। আইয়া দেখো ইনোর মাঝে কিতা কাণ্ড কারখানা অইছে। উজির তে লইয়া রাজা ভিতর বাড়ী গিয়া পুয়ার মার চউখ বান্দা রাজার পুয়া নাই, কুবারীর[১১২] কিগুর[১১৩] পুয়া এগু আনিয়া তারা কিতা আরম্ভ করছে আর আমার পুয়া কিয়ানে, এর লিম্‌অউ[১১৪] নাই হকোলতা দেখিয়া অউ উজিরর মাথায় দিলো চরংগী। হকোলতা তাদারূকর ভার লইয়া অখোন রাজার মাথাত্‌ বাড়ি। উজিরর মুখোন্দি আর বরই বারোয় না। তাইন তো ভেম্‌তালা লাগি চাইরইছন। উজিরোর চাওয়া দেখিয়া রাজায় বুঝলা যে উজিরে হাছা

১০৯ চলছে।

১১০ প্রয়োজন।

১১১ হইতে।

১১২ কোথাকার।

১১৩ কারো।

১১৪ সন্ধানে।

কথা কইছইন। যিতা করবার রাণীন তে করছৈন। হেবায় রাজার্ত বরাত্ ভালা তাইন কালেবাত্তে[১১৫] পড়িয়া তান পুয়া পাইলাইছইন। হেবায় গুরুঠাকুরানি কুরাইতো কুবাই [১১৬] যাইন্‌গি। তেউ তাইন রানীন্ আর পুয়ারে ছিপ্‌পাই পারার জিম্মাত থইয়া, পুয়ার গা'র চখুর বান খওয়াইয়া পুয়ারে দেখাইল। আর জিকাইলা এ হালকাল্ কিতা[১১৭] ?

পুয়ার মায় কইলা তান হইতনাইনতর কীর্তিনীতি পুয়ার মার কথা হুনিয়া রাজায় আর কুস্তা মাত্‌লা না ? খালি কইলা আমি আই। পুয়ার মারে অকথা কইয়া রাজা জড়ি'র উছিল্লার গুরুঠাকুরর গেছে গিয়া হকোল হালহকিকত কাইলা। কইয়া গুরুঠাকুরতে জিকাইলা ঠাকুর অখোন কিতা করা ? গুরুঠাকুরে কইলা আমি সংসার তিয়াগি বনবাসী মানুষ। আমি তোমার রাজধর্ম কিতা জানি। তুমি তোমার রাজগিরি আককলে কওনানে তুমি কিতা কর্‌তায়। রাজায় কইল আপনার ছামনে আমার আককল কুয়াম[১১৮] ইতা কুস্তা নাই। অখোন আপনে যেমন কইন অম্‌নে চলমু আর নায় পুয়া লইয়া নিবাসী অইছি অইছি সই। আপনার ঝুলালাঠি বইমু আর অম্‌নে অম্‌নে শ্মাশানো যাইমু।

রাজার কথা হুনি গুরু ঠাকুরেকইলা না রাজা তুমি যিতা কইছো ইতা কথা নায়।

যারে যেতায় সাজে
বনেতে যোগী সুন্দর
রাজা সুন্দর সিংগাসনে
মার কুরো পুত সুন্দর
চান সুরুজ আছমানে।

অমোলা আর কত কইমু। কয়ার শেষ নাই।

কইলে করা করা
না কইলে পেট-ভরা

১১৫ সময় মত।
১১৬ কোথা হতে কোথা যায়।
১১৭ অবস্থা কি ?
১১৮ বুদ্ধিশুদ্ধি।

গুরুঠাকুরর কথায় রাজা বুঝলা যে অখোন কিতা করা একথা তানঅউ কয়া লাগবো। তেউ রাজায় কইলা আমার গিয়ানে কয় বাড়ীত যে পুয়া অগুর মা বাপ তুকাইয়া ফিরোত দেওয়া আর যে রাণীনতে ইগু আনছিলা তারা কেনে আনলা অকথার জড়জমি লইয়া বিচার করা আর আমার পুয়ারে কেনে জংগোলো পালাইলা অতারও উৎগেত বার করা।

রাজার কথা হুনি সন্ন্যাসীয়ে কইলা ঠিক ঠিক কথা অউ কইছো। অইলে তোমার রাজাগিরি চাইলে অতোখান করতে গেলে তোমার বউ্ত সময় লাগ বো। ছ মাসেও পারতায় নায়। আর আমার কথামত করলে ছ'দিনও লাগতো নায়। তেউ রাজায় কইলা আমি তো আগেউ কইছি আপনে কইতা।

তেউ সন্ন্যাসীয়ে কইলা তুমি বাড়ীত্ গিয়া মনারা পিটাই জানাই দেও আইজতনে সাত দিনোর দিন তোমার বাড়ী এক মহাযজ্ঞ ঐদিন তোমার রাজ্য বেটাবেটি হকোল হাজির থাকৃতা। তেউ অনো হকোল কাম একলগে অই যাইবোগি। যাও তুমি আর দিরং করিও না। তারিখোর দিন আমি তোমার পুয়া আর আমার শিষ্য হকোল লইয়া যাইমু। গুরুঠাকুরর কথাহুনি রাজা জড়ি উছিল্লায় ভুন্নুরী[১১৯] বাড়ীত গিয়া চাইরোভায় মনারাদি মানুষ পাঠাইলা। এক বন্দ জুড়িয়া আলং বানবার লাগি উথুম দিলা। যজ্ঞর চিজবউছ চাইল চাউলর যোগাড়র লাগি চাইরোভায় মানুষ পাঠাইলা। রাজার রাজত্বির মাঝে এক উঢ়ুমধুঢ়ুম[১২০] কারবার লাগলো। সময়ের ভিতরে হকোলতা জোগাড়যন্ত্র অই গেলগি। ঠিক তারিখ মত রাজ্যের হকোল মানু বেটাবেটি, বুড়াবুড়ি, জামাইবউ, পুয়াপুড়ি হক্কল আইয়া জমলা জমিয়া হকোল যারাজার[১২১] ছিজিল মিছিল মতো বইয়া। হকোল আইয়া হারছইন. তেও গুরুঠাকুর আইন্ না দেখিয়া রাজা পড়লা ছদ্‌তরো। রাজায় খালি পরমুখা চাউনই দেখিয়া সভার হক্‌লেও চাইন। এরো মাঝে দেখৈন সন্ন্যাসী আইছইন আলংগর উপরে। রাজার তান আইমলা পিয়ালা লইয়া জোড় আথ করতেউ হাজিরান হকোল উঠি উবাইয়া[১২২] জোড় আথ করলা গুরুঠাকুর তান হকোল

১১৯ তড়িৎ গতিতে।

১২০ হুড়াহুড়ি।

১২১ নিজ নিজ।

১২২ খাঁড়া হয়ে।

লইয়া নামিয়া বইলা। কিছু বইল জিরানীর[১২০] বাদে রাজারে কইলা অখোন পয়লা তোমার ই পুয়ারে আনো। আনিয়া দেখাও ইগু কার পুয়া। তোমার দেশোর হকোল তো আছির। যার পুয়া হে চিনিয়া নিবোনে। রাজায় আনলা পুয়া তুলাদি সভার মাঝে দেখাইল অইলো। তেউ পুয়ার মা বাপ বারৈয় আইয়া কইলা রাণীনতে কিলা আনাইলা কিলা কিতা করলা। তেউ তারার পুয়া তারারে দিলাইলা। রাণীনতরে আর জল্লাদরে আনাইয়া গাত্ খুদাইয়া তলে কাটা উপরে কাটা দিয়া গাড়িলাইলা।

তার বাদে গুরুঠাকুরে রাজার পুয়া বার করি দিলা (চান যেমন পুয়া) টেমটাম কুস্তা নাই।

রাজা তান পুয়ার চেরাছবি দেখিয়া খুশ্ অইলা। সন্ন্যাসী গোষ্ঠী কক্দিন থাকিয়া গেলগি।

---

১২০ বিশ্রামের পর।

টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল থেকে এই 'আটকুইরা রাজার কিস্‌সা'টি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব আক্তারুজ্জামান। তাঁর ঠিকানা—রহমতিয়া ফার্মেসী, ডাকঘর—টাঙ্গাইল, জিলা—টাঙ্গাইল।

কাহিনী সংক্ষেপ

এক দেশে এক রাজা ছিল। তাঁর ছিল সাত রাণী। কারো কোন সন্তান ছিল না। রাজা আঁটকুরা ব'লে সবার কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মনের দুঃখে তিনি বনগমন করলেন। সেখানে এক দরবেশের সাথে তাঁর দেখা হলো। দরবেশ রাজার দুঃখের কথা শুনে তাঁকে একটি ফল দান করলেন। রাজা ফল নিয়ে প্রাসাদে ফিরলেন এবং সাত রাণীকে খাওয়ালেন। বড় ছয় রাণীর কোন সন্তান হোল না। কেবল ছোট রাণীর এক পুত্র সন্তান জন্মিল। রাজা আদর করে তাঁর নাম রাখলেন কামাল। রাজার অজান্তে ছয় রাণী হিংসা করে ছোট রাণীর ঐ পুত্রকে এক হাঁড়ির মধ্যে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন।

এক সন্তানহীন সওদাগর হাঁড়ি থেকে কামালকে উদ্ধার করেন। তারপর তিনি কামালকে আপন পুত্রের মত লালন-পালন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আর এক পুত্র জন্মিল। তার নাম রাখা হোল জামাল। জামালকে পেয়ে সওদাগর-পত্নী কামালকে দুচোখে দেখতে পারে না। তাকে হত্যা করার জন্যেও নানা ষড়যন্ত্র চল্‌তে লাগল। সব ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হোল, তখন কামালকে বিনা পুঁজীতে বাণিজ্য-সওদায় পাঠান হোল। কিন্তু মূলধন ছাড়াই কামাল বাণিজ্যে প্রভূত লাভ ক'রে ফিরে এলেন। এদিকে জামাল যথেষ্ট মূলধন হাতে নিয়েও ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরল।

বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে কামাল এক পরীর রাজ্যে গিয়ে পাশা খেলার কড়ি এনে রাজার কাছে বিক্রি করলেন। এ দিকে রাজার প্রধান মন্ত্রী কামালকে চালাকী করে আবার ঐ পরীরাজ্যে পাঠালেন। এবারে কামাল জামালকে সঙ্গে নিলেন গোপনে। পরীরাজ্যে পৌঁছে জামালকে এক নিরাপদ স্থানে রেখে কামাল পাশার ছক সংগ্রহের জন্যে এক সুড়ঙ্গ-পথে চলতে শুরু করলেন। সেই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে কামাল পাতালপুরী চলে গেলেন। সেখানে এক সুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। সেই কন্যাকে নিয়ে বাড়ী ফেরার সময় জামালের বিশ্বাসঘাতকতায় পাতালপুরীতেই কামাল রয়ে গেলেন। জামাল রাজকন্যা ও পাশার ছক নিয়ে রাজধানীতে ফিরে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে রাজকন্যা তাঁকে ধর্মের ভাই ডাকে। এক দরবেশের সাহায্যে কামাল পাতালপুরী থেকে

উদ্ধার পেয়ে এক বৃদ্ধের রূপ ধরে রাজা ও রাণীদের কাছে নিজের পরিচয় ও দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেন। পরে মন্ত্রবলে আবার রাজপুত্র হয়ে যায়। রাজা এই খবর পেয়ে ছয় রাণীর কারসাজি বুঝতে পারেন। কামালের সুকীর্তি দেখে রাজকন্যার সাথে তাকে বিয়ে দিলেন। সওদাগরকে পুরস্কৃত করলেন। কামালের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজে অবসর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

আঁটকুইরা রাজার কিসসার কাহিনী শুরু

এক দেশ আছিল এক রাজা। রাজার হাত্তরা[১] রাণী আছিল কিন্তু এক রাণীর ঘরও কোন ছেলে সন্তান অয়না। এইভাবে রাজা ও তার ঘর সন্তান অয়নের লাইগ্যা বহুত ওষুদ বড়ি খাইল কিন্তু তবুও রাজার ঘর কোন সন্তানাদি অয় না। রাজ্যের হগল প্রজারা রাজার ঘর সন্তানাদি অয়না-য়ারে আটকুইরা[২] রাজা ডাহে। একদিন রাজার বাইত আর মালী রাজার দরবারও রাজপ্রসাদ ঝাড়ু দেওনের লাইগ্যা গেলনা। পরের দিনও অনেক দেরী কইর‍্যা গেল। যাওনে রাজা মালীরে খুব ধমকাইল। তহন মালী কয়, "রাজা মহাশয়" আমারে হগলে কয় বেইন্যাবালা আমনের মুখ দেকলে আমার যাত্রা অইত না কারন আমনের কোন সন্তানাদি নাই। আমনে নাহি আটকুইরা রাজা।" এই কতা হুইন্যা রাজা মনে মনে খুব দুঃখ পাইল।

তার পরের দিন রাজা বেইন্যাবালা কেইক্যের[৩] কাছে না কইয়া বনের মুহুইল[৪] গেলুগ্যা। মনে মনে ঠিক করল রাজা বনবাস চইল্যা যামুগা। আর বাইত আইত না বা রাজ্যে পাড়া দিত না। এই কতা চিন্তা করতে করতে রাজা বনের ভিতরে দিয়া কুডেকুতে[৫] আডতে আছে। বহুত দুর যাওনের পর গভীর বন যাইয়া দেহে একটা নদী। এই নদীডার হেই গার একডা বডগাছ দেহা যায়। এই বডগাছটার তলে একটা মানুষ পশ্চিম মুহুইল অইয়া তপ বইয়া কি যেন ধ্যান করতে আছে। তহন রাজা নদীডা হাছুইরা পার অইয়া গাছটার কাছে গেল। তারপর ঐ লোকটর পিছন দিয়া যাইয়া মামু বুইল্যা ছেলামালাকি দিল। তহন ঐ লোকটায় কইল "আউজকা এগার বছর এগার মাস যাবত ধ্যান করতে আছি কেউয়ে আমার কাছে আইত বুইল্যা সাহস

---

১ সাত্তটা।

২ সন্তানহীন লোক।

৩ কাহারও।

৪ দিকে।

৫ একমনে।

পাইল না আর তুই আলি। আমার আর একমাস অইলেই এক যুগ অইত।[৬] আমার কাম হাছিল অইত। আইছা অহন দেহি কিয়েরে আইছত।" তেহন রাজা নিজের সব বৃত্তান্ত কইল "ঐ যে সামনে কলাগাছটা দেহা যায় ঐ কলাগাছটাত থাইক্যা সাতরা কলা পাইড়া নিয়া তোর সাত রাণীরে খাবাইছ।" এই কতা কওনে রাজা সাতরা কলা লইয়া লোকটারে সালাম কইরা রাজ্যের দিকে ফিরা পন্ত দিল। এইভাবে একদিন রাজা বাইত আইয়া সাত রাণীরে ডাকল "এই নাও তোমরা এই সাতটা কলা নিয়া সাতজনে খাও"। তহন কিন্তু ছোডরাণী ঘরে আছিল না। বাইরে কাম কাজ করতে আছিল। তারা হগলে সাতরা কলা খাইয়া লইল। ছোডরাণী কামকাজ কইরা সাইরা আইয়া কইল "কিগ রাজায়--না কইল কিতা আনছিল? কই" তহন ছয় রাণীয়ে কয় "তুমি কই আছিলা? আমরা তোমার বার চাইয়া[৭] খাইয়া ফালাইছি।" তহন ছোড রাণীয়ে কয় "আইচ্ছা। ছোলা টোলাডি কই ফালাইছেন? তহন ছোড রাণীয়ে ছোলাডি নিয়া আইচ্চাল[৮] থাইক্যা টোহাইয়া আইন্যা একটা ছোলা ধুইয়া খাইল।

এইভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগল কিন্তু কই কোন রাণীই গর্ভিতা অয়না। এদিকে ছোডরাণী যেই রাণী কলার ছোলা খাইছিল, হেই রাণীর গর্ভিতা অইল, তহন রাজা এই রাণীরে খুব আদর করে আর কামকাজ বাহী রাণীডির আতানে করায়। বাহী ছয় রাণী কিন্তু জিদে মরতে আছে। কয়ঃ দেখছ আমার কলা খাইলাম আর তাই তাই খাইল ছোলকা। তাই এহন গর্ভিতা অইল। একে একে দশমাস যখন পুরা অইল, তহন ছোড রাণীর রাজায় করল কি রাজার কোমরে আর রাণীর কোমরে একটা ছিগল লইল আর রাণীরে কইল 'যহন তোমার প্রসব বেদনা আরম্ভ অইব তহন ছিগলডাত[৯] ধইরাটান দিবা। আমি রাজ দরবার থাইক্যা আয়াম।" এই কথা কইয়া রাজায় রাজ দরবার যাইয়া দরবার করে। এগুল দিয়া ছয় রাণী আইয়া ছোড রাণীরে কি বলে ইভাঅ একটা কতা। রাজার কোমরে তোমার

৬ হইত।

৭ অপেক্ষা।

৮ ঘরের পেছনে।

৯ শিকল।

কোমরে ছিলক বাইন্দা[১০] রাখছ। ছিগল ধইরা টান দিলে রাজা আইব। ইডা হুদা মিছা কথা। তহন ছয় রাণীয়ে ছোড রাণীরে কইল, "তইলে আইচ্ছা এহন এক্‌টা টান দিয়া দেহি আইনে।" তহন তর্ক বিতর্কের পর আত্‌কা এক রাণীয়ে ছিকল টান দিছে আর রাজা তাড়াতাড়ি কইরা ছোড রাণীর কাছে আইল। আইয়া দেহে কিছু না হুদা হুদি টান দিছে। তহন রাজা চেইত্যা আবার দরবারে গেছিগা। পরে যহন রাণীর ঠিক ঠিক প্রসব বেদনা শুরু অইল তহন রাণী ছিগলটাত ধইরা টান দিল কিন্তু রাজা মনে করল হুদা হুদা টান মারছে। হে আইল না। তহন ছোড রাণীয়ে ছয়রাণীয়ে কইল "আপনেরা আমারে কতদুর সাহায্য করেন।" তাইলে ছয় রাণীয়ে কয় যে তাইলে তোমার চোহের[১১] মইদ্যে হাত পাল্লা কাপড় বান্দ।" ছোড রাণী আর কি করব বান্দল চোহের মইধ্যে হাত পাল্লা কাপড়। তারপর যহন রাণী ঘর এক সুন্দর রাজপুত জন্মিল, তহন তাড়াতাড়ি কইরা ছয় রাণীয়ে তাড়াতাড়ি রাজপুত শিশুডারে নীল সাগরে ভাসাইয়া দিল। আর তারা আগের থাইক্যা একটা কাছিমের ছাও আইন্যা ধইরা রাখছিল। এই কাছিমের ছাওডারে নিয়া আউজঘর[১১(ক)] আইন্যা খুনটুম[১২(খ)] দিয়া মাইক্যা[১৩] সাইরা তই ছোড রাণীর চোখ খুইল্যা কয় "অই দেহ তোমার ঘর কাছিম জন্মিছে।" রাণী কিন্তু বিষয়ডা বুইঝ্যা লইছে। যায়ে অউক রাণীয়ে কানতে কানতে শেষ। তহন রাজা রাজদরবার থাইক্যা আইতে না আইতে ছয় রাণীয়ে কয়, "অই দেহেন, রাণীর ঘর কি জন্মিছে। কাছিম।" কাছিমের ছাও রাজা দেইহা তহন ছোড রাণীরে একটা বোচা[১৪] কলা দিয়া বাগানের ফুল গাছে গোরাত পানি দেওনের লাইগ্যা ঘর থাইক্যা বাইর কইরা দিল। ছোড রাণীরে হগলে খুব ছেয়াছিদ্দত[১৫] করে। এই ভাবে রাণী কষ্টের ভিতর দিয়া দিন কাটায় ম া চিন্ত করে। পরে একদিন পাগল ভেশে ে বাইর অইয়া গেলুগ্যা।

১০ বাধিয়া।

১১ চোখের।

১২ (ক) যে ঘরে সন্তান প্রসবিত হয়।

১২ (খ) রক্ত।

১৩ মাখিয়া।

১৪ যাহার মাথা নাই।

১৫ কষ্ট।

এই খানে রাণীর কথা থাক রহিয়া
শিশুর কথা শুনেন মন দিয়া।

নীল সাগরে শিশু ভাসতে আছে। খোদার এছা হুকুম আল্লার এছা মর্জি। ঐ নীল সাগর দিয়া এক সওদাগর যাইতে আছিল বাণিজ্য করতো। আতকা সওদাগরের সামনে পড়ুল পাতিলের মইদ্যে একটা পাতিল। পাতিলডা উজান দিগে যাইতাছে! এই আশ্চর্য কাণ্ড দেইহা সওদাগর পাতিলডা আননের লাইগ্যা ডিঙ্গা[১৬] ঘুরাইয়া থেরুইল। তারপর পাতিলড়া আইন্যা দেহে ইডার ভিতরে এক রাজপুত্তের মত এক সুন্দর শিশু। শিশু দেইখ্যা সওদাগর খুব খুশী অইল। হেগুল দিয়া সওদাগরের কোন সন্তানাদি অয় না, তহন শিশুডা লইয়া সওদাগর বাইত গিয়া তার বউয়েরে কয়, "দেহ এক সুন্দর শিশুই আউগার বাণিজ্য রসদ। তুমি এক কাম কর; তোমার পেটের মইদ্যে কিছু বাইন্দা গর্ভিত মাইনষের মত অইয়া পাড়াডা[১৭] ঘুইরা আইয়। আর কইয়,-- আল্লায় দিলে আমারও ১০ (দশ) মাস গর্ভ অবস্থা। দোয়া করবেন।" যাক এইভাবে কয়েকদিন গেছে আরে গেরামের মাইনষে এই ছেলেরে সওদাগরের ঘরে দেইখ্যা অবাক। সওদাগরে ঘরে এইরকম রাজপুত।

এই ভাবে শিশু দিনের পর দিন বাড়তে আছে। সওদাগর শিশুর জন্মোৎসব খুব ধুম ধামের সাথে শেষ করলো! তার নাম রাখল কামাল। তহন কামালেরে স্কুলে দিল পড়বার লাইগ্যা। কামাল লেহা পড়ায় হগল ছাত্ররার থাইক্যা ভালা। তার মধ্যে আবার আল্লার হুকুমে ঐ সওদাগরের বউয়ের গর্ভাবস্থা অইল। সওদাগর অহন খুব আনন্দেই আছে। কারণ ঐ কামালরে আননের পর সওদাগরের অবস্থা ভাল অইয়া গেছিগগা।[১৮] তারপর যহন সওদাগরের বউয়ের ঘর এক ছেলে অইল, তার নাম রাখল জামাল। এই সওদাগরের ছেলে জামালও আস্তে আস্তে বড় অইতে আছে। অহন দুই ভাইয়ে স্কুলে পড়ে। কামালরে অহন আর সওদাগরের বউয়ে বেশী আদর যত্ন করে না। মাঝে মাঝে আবার কামালের সাথে জামালের ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করে। এইভাবে আস্তে আস্তে কামালরে আর সওদাগরের বউয়ে দেখতেই পারে না। একদিন করছে কি জামাল একটা বড়ই গাছে উইট্যা বড়ই খাইতে আছে।

---

১৬ বাণিজ্যের নৌকা।
১৭ পাড়া (পল্লী)।
১৮ গিয়াছে।

এমন সময় বড় ভাই কামাল আইয়া কইল আমাকে একটা বড়ুই দে খাই। তহন জামালে আর বড়ই দেয় না। শুধু বড়ুই খাইয়া খাইয়া দানাডি দিয়া কামালরে ইডা মারে। তহন কামালে কয়,- "তুর সরম! আমি না তুর বড় ভাই।" কিন্তু তবুও জামাল বড়ুই খাইয়া খাইয়া দানাডি দিয়া কামালেরে ইডা মারে। পরে আত্তকা কামালে কয়, "বড়ুই না দিলে আমি আত্তকা গাছটা গাছটাত ধইরা লারা দিমু।" তহন যহন কামাল গাছটার গোরাডাত ধইরা ল্যারা দিছে জামাল গাছেত ভুইন পইর‍্যা গেছিগ্যা। গাছটা ছোড আছিল। তহন জামালের আত-পাওডি বড়ুইর কাডায় কিছু কিছু এড়াইয়া গেছিগ্যা। জামাল কানতে কানতে বাইত আইয়া তার মার কাছে নালিশ করছে। তহন তার মায় আরও বেশী কইরা কত্‌রী কতা বানাইয়া সওদাগরের কাছে কামালের বিরুদ্ধে নালিশ করছে। সওদাগর কিন্তু কামালরে বেশী আদর করে। সওদাগর কইল "অহন এই অবস্থার মইদ্যে আমি বিচার করতে পারতাম না। এই বিচার রাজার কাছে দেওন লাগব।" তহন সওদাগর দুনছেলে লইয়া রাজার বাইত গেল এবং রাজার কাছে বিচার দিল। রাজায় অনেকক্ষণ চিন্তা কইর‍্যা তিনডা প্রশ্ন করল। পইল্যা প্রশ্ন সওদাগরের নিজপুত জামালরে। রাজা জামালরে প্রশ্ন করল :

আইচ্ছা কওত দেহি মাথা বড় কার?

জামাল কইল--মাথা বড় গজার মাছের।

রাজা আবার প্রশ্ন করল :

আইচ্ছা এবার কওত দেহি পেজ বড় কার?

তহন জামাল উত্তর দিল--পেজ বড় নদীর।

রাজা আবার প্রশ্ন করল :

আবার কও দেহি পেট বড় কার?

তহন জামাল উত্তর দিল--পেট বড় বড় হাতীর।

তারপর রাজা একই প্রশ্নডি কামালরে করল। তহন কামাল একে একে উত্তর করল এই রহম যে-মাথা বড় রাজা-বাদশার। তহন রাজা কইল কেমনে? কামাল কইল নইলে আমডার বিচার রাজা করব কেমনে?

আবার কামাল কইল—পেচ বড় কলমের। কলমরে যেইদিগে ঘুরান যায় সেই দিকেই ঘুরে। তারপর কামাল আবার তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর করল—পেট

বড় মা খাশীর। কারণ আমরা যত কিছুই খাইদাই সব আবার মরে বা মরি এবং সব মা খাশীর ভিতরে যায়।

রাজা কামালের উত্তর হুইন্যা খুব খুশী অইল এবং কইল না—এই ছেলে কোন অন্যায় কাজ বা অন্যায় কথা কইতে পারে না। সুতরাং এই ছেলে দোষী নয়। তারপর সওদাগর জামাল ও কামালরে লইয়া বাইত গেলুগ্যা। বাইত যাওনে সওদাগরের বউয়ে কামালের নির্দোষীর কথা হুইন্যা জামালরে খুব থাত্তাইল যে তুরে হুদাহুদি খাবাই। তুই কইতি পারলি না কিয়েরে? যাযে অউক এইভাবে দিন দিন সওদাগরের বউয়ে কামালরে নানান বিপদে ফালাইবার চেষ্টা করতে লাগল। তহন সওদাগরের বউ কামালরে মারনের লাইগ্যা জামালের লগে বুদ্ধি করতে করতে ঠিক করল যে জামালরে বিনা পয়সায় বিদেশ বাণিজ্য করত পাঠাইবার বুইল্লা সওদাগরের কাছে কইল। তহন একদিন জামালরে সওদাগরের বউয়ে সওদাগরের ভালা ভালা ডিঙ্গাদি দিয়া বাণিজ্য পাডাইল। আর গোপনে জামালরে সওদাগরের বউয়ে রাজ্যের টেহা পয়সা দিয়া দিল। তহন কামালও বাণিজ্য যাইত বুইল্যা বাহী ভাঙ্গা ভুঙ্গা ডিঙ্গা ও বুড়া থুরা মাঝিমাল্লা লইয়া বাণিজ্য রওয়ানা দিল। কারণ ছোড ভাই বাণিজ্যে গেলে বড় ভাই থাকে কেমনে? কামাল যাওনের সময় সওদাগর সামান্য কিছু যা আছিল টেহা পয়সা দিয়া দিল। দুন ভাইয়ে বাণিজ্যে রওয়ানা দিল।

পত দিয়া যাইয়া এক নদীর তে পাতার মইদ্যে দুই ভাইয়ের দেহা। তহন জামালরে কইল, "তুই কোন পতে যাইবি? জামাল কইল, "আমি ডাইনের রাস্তায় যায়াম। আর কামাল কইল আমি ডাইনের রাস্তায় যায়াম।" তহন এক বুড়া লোংরা কুৎসিত বেডা আইয়া জামালরে কইল "বাবুরে এই গাংডা পার কইরা দেওনা। জামাল কইল "যা বেডা পারতামনা।" জামাল পার কইরা দিল না। জামাল গেলুগ্যা জামালের পতে। তহন ঐ বেডাডায় কামালরে আবার কইল "ওরে বাপু আমারে এই গাংডা পার কইরা দেওনা।" তহন কামালের মাঝিরা মানা করলে কামাল নিজেই পার কইরা দিল। পইল্যা যহন বেডাডারে নাওয়ের মইদ্যে তুলত লইল তহন বেডাডার গাও এত্ থাইক্যা এত পচাঁ গন্ধ দুর্গন্ধ আইল। পরে গাংডার মাইঝা মাইঝি গেছে আরে কামাল বেডার গাও এত সুগন্ধি পাইল যে ইহ জীবনে হে আর পায়

নাই। তহন গাংডার কান্দাত যাইয়া কামাল বেডাডার পাও পাড়ল কইল, "আমনে আমার লগে লন। আমার ডিঙ্গাত থাকবেন।" কামাল বুঝল যে এই বেডাডা মস্ত বড় ফকির। ত'ন বেডায় থাকতে চাইল না। কিন্তু কামালরে তিনডা জিনিষ দিয়া দিল। জিনিষটি দিয়া কইল, "এই নে একটা তীর। এই তীরটা দি'া তুই যা চাচ অসাধ্য কাজও সাধন করতে পারবি। তারপর এই নে আমার সিদ্ধির ঝোলাডা। এইডা দিয়া টেহা পয়সা যা চাচ খাওনের জিনিষ সব আনতে পারবি।" তারপর ফকিরের মাথার একটা চুল দিয়া কইল, "এই নে কোন বিপদে পরলে এ চুলডা আগুনের ধার ধরিছ। তই আমারে পাইবি।" এই তিনডা জিনিষ দিয়া ফকির কইল, তুই যাওনের সময় এহেন একটা মোর দিয়া যাইচ আমার নামে। আমার নাম গরীবুমন ফকির।" এই কথা কইয়া ফকিরডা এহেন ছাইপ্র্যা গেলুগ্যা। তহন কামাল ফিরা আইয়া রওনা দিল বায়ের পত দিয়া।

তারপর দুই ভাই যাইয়া দরশন দিল দুই দেশে। জামাল গিয়া হাজির অইল পরীর দেশে আর কামাল এক দেওয়ের দেশে।

কামালের কথা যাব অহন রহিয়া
জামালের কথা শুনেন মন দিয়া।

জামাল যাইয়া পরীর দেশে হাজির অইল। হেয়েন গেছে আরে পরীরা আইয়া জামালরে ধরছে বেড়াইয়া। এই পরী আইয়া জামালের লগে খেলায় কতক্ষণ আবার আর পরী। এই ভাবে আবার জামাল পরীদের প্রেমে পইরা গেলে বাণিজ্যের কথা ভুইল্যা গেল।

এইভাবে চলে ফিরে খায়
কয়েকদিন গুজারিয়া যায়।

তারপর জামালের লগে যা টেহা পয়সা আছিল সব যহন শেষ অইয়া গেছে তহন জামাল বাড়ীর দিগে রওয়ানা অইল। আবার ঐ যেহান থাইক্যা দুই ভাই দুই দিগে গেছিল হেয়েনে আইয়া জামাল বইয়া রইল। কারণ দুন জনের কওয়া আছে। যে এহেন আইয়া দুন জন একত্র অইয়া বাড়ীত রওয়ানা অইব।

জামালের কথা থাক এইহেন রহিয়া
কামালের কথা শুনেন মন দিয়া।

কামাল যাইয়া দেওয়ের দেশ হাজির অইল। হেয়েন যাইয়া হরিণ দেইখ্যা তীরটারে হুকুম করল বলে তীর, আগে আছলি কার? গরীবুমন ফকিরের। অহন অইছত কার? অহন আমনের। অহন আমার অইলে যা আমার লাইগ্যা বড় বড় হরিণ মাইরা লইয়াগ্যা। আর যেই হুকুম করল এই নিমেশের মইদ্দে তীর যাইয়া বহুত হরিণ মাইরা আনল। তহন কামাল সিদ্ধির ঝোলনাডারে হুকুম করল ঝোলনাডারে ঝোলনা আগে আছিল কার? গরীবুমন ফকিরের। অহন? অহন কামালের। তইলে যা পাচ মিনিটের মইদ্দে বাদশাহী খাওন মাল মসল্লা আইন্যা আমার সামনে দে।" অহন সিদ্ধির ঝোলনা পাঁচ মিনিটের মইদ্দে সব আইন্যা দিল। কামাল হরিণ পাক করল। এইসব খানার গন্ধে চাইরদিগ এমনে আমুদ অইয়া গেছে হেগুল দিয়া রাইক্কস রাজা গন্ধ পাইয়া টোহাইতে টোহাইতে উদ্দিশ কইরা কাছে আইয়া কামালের কাছে খাইত চাইল। যহন কামাল দেওয়ের রাজারে দিল, দেওয়ে নিয়া খাইয়া এত খুশী অইল আর কইল--আরে মানব কি বা খাবাইলি, জীবনে ভুলতাম না। যা তুই এহেন যায়ের লাইগ্যা আইচত তায়ে পাইবি। সব তোর ফিরি। আর হেগুল দিয়া এই দেওয়ের আছিল এক মাইয়া। মাইয়া আছিল গর্ভিতা। এই গর্ভিতা কন্যায় নিয়া হুইয়া তহন দেওয়ের কাছে কইল, "বাবা আমারে হরিণ পাক কইরা খাবান লাগব।" তহন আবার দেওয়ে কামালরে হুকুম করল--"আমার গর্ভিতা মাইয়া কইছে তোমার হাতের হরিণ পাক খাইত। তহন কামাল আবার দেওয়ের মাইয়ারে হরিণ পাক কইরা খাবাইল। মাইয়ায় হরিণ খাইয়া খুব খুশী অইল। আর মাইয়া লোকের জাত দ! এই খবর সারা দেওয়ের দেশ ছড়াইয়া দিল। তহন দেওয়ের দেশের হগলে ধরছে—"আমডারে খাবাইতে অইব মনুষ্যজাতে দেওয়ের রাজার মাইয়ারে যিতা খাবাইছে।" তহন দেওয়ের রাজার মাইয়ায় কইল, "আইচ্ছা খাবাইব। খাবাইলে কি দিবা? তহন হগলে কইল, "আমরা একটা কইরা সোনার কাইম দেব। এই কতা হুইন্যা কামাল রাজী অইয়া গেল। আর বিরাট খাওনের আয়োজন কইরা হগলরে এক হমানে বুয়াইয়া হমান ভাগ কইরা দিয়া এক হমানে খাওনের হুকুম করল। আর হগলে খাইয়া ফুর্তিত পইরা নাচতে নাচতে অকরে বেহুশের মত অইয়া গেলুগ্যা।

পরে হগলে একটা একটা কইরা সোনার কাইম আইন্যা কামালের সাত ডিঙ্গা পুরাইয়া দিল। তহন কামাল দেশ আইত বুইল্যা রওয়ানা দিল। রওয়ানা অইয়া দেওয়ের রাজার মাইয়ার কাছে বিদায় নিবার লাইগ্যা গেল। তহন মাইয়ায় কইল, "আইচ্ছা আমিদ আর আমনেরে কিছু দিতে পারলাম না। আমার আব্বার কাছে একডা সোনার নাও পুবনের বৈঠা আছে। আমনেরে যহন আমার আব্বায় কিছু দিতাম চাইব আমনে কইয়েন আমি বলে আর কিছু চাই না—চাই আমনের সোনার নৌকা পুবনের বৈঠাডা।" তহন কামাল বিদায় লওনের লাইগ্যা দেওয়ের রাজার কাছে যাওনে দেওয়ের রাজা কইল, "তুমি কি নিতা চাও? কামাল কইল, "আমি আর কিছুই চাই না--আমনের সোনার নাও পুবনের বৈঠাডা চাই।" এই কতা দেওয়ে হুইন্যা বুঝল যে এইডার কতা তার মাইয়ায় কইয়া দিছে। তহন দেওয়ে আর কি করব, দেওয়ে ঐ সোনার নৌকা পুবনের বৈঠাডা দিয়া কইল,—যহন কোথাও যাওনের দরকার লাগলে এইডারে কইল---তুই আগে আছলি কার? বলে দেওয়ের। অহন আইছত কার? বলে কামালের। আইচ্ছা কামালের অইলে আমারে লইয়া চল অমুখখানে।" এইভাবে কামাল রাক্ষসের দেশ হতে বিদায় লইল। তারপরে আয়নের সময় কামাল তীররে পাডাইল সুন্দর চাইয়া কত্রী হরিণ ধইরা মারন ছাড়া আনত। যহন তীর যাইত লইছিল তহন ঐযে জামাল পরীর রাজ্য গেছিল হেই রাজ্যের উপর দিয়া যাইবার সময় তীরডা পরীর কোনও এক খাডের চিপাতে আটকাইয়া রইছে। এহেন দিয়া কামাল দেখতাছে আর তীর ফিরতাছে না। তহন পুবনের বৈঠা সোনার নৌকারে কইল, "তুই আগে আছলি কার? বলে দেওয়ের। অহন কার? বলে আমনের। আইচ্ছা আমার অইলে আমারে নিয়া চল আমার তীর যেহানে আছে। এহন সোনার নৌকা পুবনের বৈঠা দিল শৈন্য উড়াল আর ওই তীরের কাছে কামালরে লইয়া গেল। কামাল যাইয়া দেহে তীরডা খাডের ফাহের মইদ্যে আটকাইয়া রইছে। তহন হেহেন থাইক্যা তীরটা লইয়া সাইরা আইট্টা উইট্টা দেখল এহেন কোন মানুষ নাই। কিন্তু বিছনাপত্র খুব সুন্দর কইরা সাজান। মনে অয় কোন রাজা বাদশার বাড়ী। আর দেখল এক খাটের উপর কতরি পাশা খেলার কড়ি। তহন কামাল এই কড়িটি লইয়া যেহেন ডিঙ্গা আছিল, হেয়েন আইল। আইয়া বাইত পত দিল। ঐ যেহেন ফকিরের লগে দেহা অইল হেয়েন আইয়া দেহেকি জামাল বইয়া রইছে। তহন দুইজনের দেহা

অইল। জামালে নিয়া কামালের হাত ডিঙ্গা সোনার কাড়ি দেইখ্যা অবাক অইল। তহন কামাল জামালরে কইল, ভাই তুই কি আনছত?" জামাল তহন সব বৃত্তান্ত কইল যে এই অবস্থা আমি কিছু আনতাম পারছি না। আত্‌কা জামালে নিয়া কামালের হাতের পট্‌লাডাত কাড়িডি দেইখ্যা কইল, "ভাই এইডি আমারে দিয়া লাও। আমিদ কিছু আনতাম পারছি না।" জামাল আসলে জানে যে এইডি ঐ পরীর রাজ্যের। আর এইডি এহাকটা হাত রাজার ধন। কিন্তু কামাল যহন বুঝল যে এইডি পাশা খেলার কড়ি এনা। আইচ্ছা এইডি তারে দিয়া লাই। যহন কামাল জামালরে এইডি দিল, তহন জামাল কাড়িডি লইয়া বাইত গিয়া তার মার কাছে দিল আর কইল, "মা এইডি এহাকটা সাত রাজার ধন।" তহন সওদাগর মনে করল, আইচ্ছা তইলে একটা নিয়া রাজার বাইত থাইক্যা ভাঙ্গাইয়া আইন্যা মানুষের পাওনা যত করজপাতি আছে সব হুইজত্তা লায়াম। এই মনে কইর‍্যা রাজার বাইত থাইক্যা অনেক টাকা আইন্যা রাজারে একডা কড়ি দিয়া আইল। আইয়া বাইত মাইনষের টাকাটুকা সব পরিশোধ কইর‍্যা বেশ আরামের সহিত দিন কাডাইতে আছে।

আর হেগুল দিয়া কামাল ঐ গরীবুমন ফকিরের কথামত ঐখানে ফকিরের নামানুসারে মোর তৈয়ার কইর‍্যা বাইত আইতে আইতে কিছুদিন দেরী অইয়া গেল। আর এহেন দিয়া রাজার আতনিয়া ঐ কাড়িডা দেইখ্যা প্রধান মন্ত্রীয়ে কয়, "আরে রাজা মহাশয় আমনে পাশা খেলার কড়ি কই পাইলেন?" তহন রাজা উত্তর করিল, "না এইডাদ সাত রাজার ধন। এইডা এক সওদাগর আমার কাছে বেইচ্চা গেছে।" তহন প্রধান মন্ত্রীয়ে কইল, "না এইডা পাশা খেলার কড়ি। এহন এক কাজ করেন। সওদাগরকে খবর দিয়া আইন্যা কন যে এইডি মোট ষোলডি কড়ি আছে; আর খেলার ঘরসহ সবডি আমারে আইন্যা দেওন লাগব। আর না দিতে পারলি সওদাগরের গোরগত্তর সব কাইট্টা শেষ কইর‍্যা লায়াম। তহন রাজা প্রধান মন্ত্রীর কথামত কাজ করল। সদওাগর বাইত আইয়া জামালরে কইল, "পুত এই এই খবর। ষোলডা কড়ি বলে আছে। আর ঘরসহ আইন্যা না দিতে পারলে আমডা হগলরে কাইট্টা লইব।" জামাল কইল, "যাও বাবা এইডি আমি আনছি না। আনছে কামালে। তহন কামালরে কইল আইন্যা দেওনের

লাইগ্যা। তহন কামাল কইল, "আইচ্ছা আইন্যা দেম। তবে আমারে বার বছরের সময় দেওন লাগব।" যায়েঅউক কামালদ্ আগেই জানত যে ঐ গরীবুমন ফকিরে কইছিল যে কামালের জীবনে বার বছর দুঃখ আছে। তহন কামাল সোনার নাও পুবনের বৈঠা লইয়া উড়াল দিল, ঐ পরীর রাইজ্যে যাওনের লাইগ্যা—যেহেন পাশা খেলার হেই বাহী কাড়িডি ও ঘরটা আছে হেহেন।

হেই দিগ দিয়া জামাল করছে কি যহন কামাল সোনার নৌকা পুবনের বৈঠাত উঠল তহন জামাল চুপে চুপে কামালের পিছে দিয়া ইডাত উইট্টা বইয়া আইছিল। আর কামাল নিয়া ঐ পরীর রাজ্যে যাইয়া নাইমা দেখল জামালও আইয়া পরছে। তহন কামাল কইল, "আরে তুই আইছত কেমনে? তহন জামাল কয়, "তোমার পিছন বইয়া।" যাক তহন কামাল আটতে আটতে সামনে যাইয়া দেখল একটা বিরাট কপাট। তহন কপাটটার সামনে আছিল একটা কুকুর আর একটা হরিণ। হরিণডার সামনে আছিল মাংস আর কুকুরডার সামনে আছিল ঘাস। কামাল যহন এইডি বদলাইয়া হরিণের সামনে ঘাস আর কুকুরের সামনে মাংস দিল তহন আপনেই কপাট খুইল্যা গেল। যহন কপাট খুলল তহন কামাল দেখ্‌ল বিরাট সুরঙ্গ। এই সুরঙ্গ দেইখ্যা কামাল জামালরে এহেন বোয়াইয়া রাইখ্যা সুরঙ্গ দিয়া পত দিল। যাওনের সময় একটা দড়ি কোমর বাইন্দা গেল আর জামালরে কইল, "আমি যহন এই দড়িডাত ধইরা লারা দেয়াম, তহন তুই টাইন্যা আমারে তুলিস। এই কতা কামাল যাইতে যাইতে বহুত দুর যাইগা দেখল যেন এইডা একটা স্বপনপুরী। বিরাট বিরাট ঘরবাড়ী কি সুন্দর। এক কোডায় দেখল কি এক সুন্দরী কইন্যা ঘুমাইয়া রইছে। এই কইন্যার মাথার কাছে আছিল একটা রূপার কাডি আর পায়ের কাছে আছিল এক সোনার কাডি। যহন কামাল হিত্তানের কাডি পইত্তান নিল আর পইত্তানের কাডি হিত্তান আনল। সুন্দরী অমনি জাগিয়া গেল। ঘুমেত্‌তুন উইট্টা কইন্যা কইল, "আমনে এহেন কেমনে আইলেন?" তহন কামাল কইল, "আমি এইভাবে আইছি। অহন আমারে এই রহম যোলডা কাডি ও পাশা খেলার ঘরটা দিতে অইব।" তহন সুন্দরী কইন্যায় কইল, "আইচ্ছা দেওয়া যাইব। তইলে আমনে আমার লগে করাল করেন আমারে বিয়া করবেন কি? তহন কামাল কইল, আইচ্ছা। তাইলে দেশ যাইয়া বিয়া অইব। অহন চল আমরা দেশ যাইগ্যা। কথায়

কথায় কামাল জানল এই মাইয়ার নাম "সুন্দরী"। তহন কামাল কইল কি—আল্লার হুকুমদ তার বার বছরের দুঃখ---আইচ্ছা তুমি এই দড়িডাত ধর শক্ত কইর‍্যা। কাডি ও পাশা খেলার ঘরটা সুন্দরী কন্যার কাছে দিয়া দিল। তহন কামাল দড়িডাত ধইরা লাড়া দিল। লাড়া দেওনে জামাল ঐ উপরে থাইক্যা টাইন্যা তুইল্যা দেহে এক সুন্দরী কইন্যা। যদি কামাল আগে উড্‌ত তাইলে সারত আগে কইন্যারে উডাইছে। জামাল এই কইন্যারে দেইখ্যা তার ভিতরে হারামী করছে। সোনার নৌকা পুবনের বৈঠা লইয়া কামালরে ঐ হেয়েন ফালাইয়া কইন্যা, পাশা খেলার কডি আর ঘরটা লইয়া শৈন্যে উড়াল দিল ও বাইত গিয়া এই কইন্যাডারে বিয়া করনের লাইগ্যা কইন্যার কাছে কইল। তহন আল্লার এযছা হুকুম, কইন্যায় কয়, "আইচ্ছা বার বছর পর্যন্ত তুমি আমার ধর্মের ভাই। বার বছর পরে বিয়া কইর।" তহনতে রাজা আর করন কি! রাজার বাড়ীত যাইয়া কইল, "আমি হুজুর এই কাডি আনতাম গেছিয়ারে কামাল নামে একটা মানুষ আমারে খুব কষ্ট দিছে। এমন কি আমারে মাইরা ফালাইবার চেষ্টা করছিল। রাজা তহন দেশে দেশে ঢোল পিটাইয়া দিল যে "কামাল নামে কোন লোক পাইলে কাইট্টা আমার কাছে আনতে পারলে তারে পুরস্কার দেয়াম।" সুন্দরী কইন্যায় এই কতা হুইন্যা সব সময় কানত। হেদিগ দিয়া ঐযে গরীবুমন ফকির হেই ফকিরেও কামালরে কাইট্টা লওনের কতা হুনল। তহন খোদার হুকুমে কামাল করল কি তার কাছে গরীবুমন ফকিরের দেওয়া চুলডা আগুনের কাছে ধরল। ধরনে ফকির মাছির আকার ধারণ কইরা কামালের কাছে গেল এবং ঐখানে কামালের কাছে একটা বেঙএর আকার ধারণ করল এবং ফুলতে ফুলতে অন্ধরেবারে সুরঙ্গের উপরে মাথাত লাইগ্যা গেল আর কামাল আগেই ফকিরের কথানুযায়ী পিঠ বইয়া আছিল এবং এইভাবে সুরঙ্গ থাইক্যা উইট্টা আইল। তারপর ফকির আবার নিজরূপ ধারণ কইর‍্যা কামালরে কইল, "এই খবরদার তোরে পাইলে কাইট্টা লাইব। আর তোর সুন্দরী কইন্যা আছে ঠিক মতই। তুই এই কইন্যারে পাইবি। হের লাইগ্যা কোন চিন্তা করিস না। অহন তোরদ বার বছরের দুঃখ। তাই তুই আইট্টা আইট্টা বাড়ীত যা। আর ধর এই দুইডা কালা ফল ও দুইডা লাল ফল লইয়া যা। তোর দেশ যাইয়া একটা কালা ফল খাইছ। খাইলেই তুই লেংরা আতুরের মত অইয়া যাইবি। কামাল দরবেশের দেওয়া দুইডা

কালা ফল ও দুইডা লাল ফল নিয়া বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগল। হাঁট্‌তে হাঁটতে যহন রাজার দেশের কাছে আইল। আইয়া দরবেশের কথামতই একটা কালা ফল খাইল। কামালের পরীর দেশের থাইক্যা এইহান আইতে ১১ বছর ১১ মাস লাগল। কামাল লেংরা অইয়া গেছে। লেংরাইতে লেংরাইতে আইতে আছে। কেরই কামালের দিকে চাইলও না। আইতে আইতে রাজার বাড়ী আইসা ভিক্ষা চাইল। ভিক্ষা দিতে আইল চাকরাণী, লেংরা কইল আমি তোমার হাতে ভিক্ষা নিব না। রাজার সাথে দেহা করুম। রাজা লেংরার কাছে আইল। লেংরা কইল রাজা মহাশয় আপনার বাড়ী যারা রাণী ও অন্যান্য হকলকে ডাক দেন আমি একটা কাহিনী শুনাইব। কাহিনী শুইনা আপনারা খুশী হইবেন। রাজা মনে মনে ভাবল লেংরা তার এতবড় সাহস আমারে গল্প শোনাবে। দেখি ও কি গল্প শোনায়। রাজা সবাইকে ডাক দিল। রাণী ও সকলে লেংরার কাহিনী শুনতে লাগল। লেংরা কামাল প্রথম জীবন থেকে কিস্‌সা বলতে লাগল। কামাল আগেই কাহিনী দরবেশের কাছে হুনছিল। কিভাবে কামাল সওদাগরের ঘরে গেল। শেষ পর্যন্ত গল্প রাজার কাছে বলিয়া গেল। শুনিয়া রাজা ও ছোট রাণী কামাকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর কামাল দরবেশের দেওয়া লাল ফল খাইয়া লেংরা ভাল অইয়া গেল। রাজা খুশী অইয়া সওদাগরকে ডেকে আইন্যা কামালের পালক হিসাবে অজস্র টাকা দিয়া দিল। ও 'সুন্দরী'' কইন্যার সঙ্গে কামালের বিবাহ দিয়া দিল। কামালের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিল। রাজা ও রাণী সুখ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগল।

ফরিদপুর

ফরিদপুর থেকে এই 'আট কুইড়া রাজার' কিস্সাটি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোঃ নূরুল হক মোল্লা। তিনি বর্তমানে ফোকলোর ডিভিশনে সহকারী পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর ঠিকানা: গ্রাম—রাজপাট, ডাকঘর—রাজপাট, জিলা—ফরিদপুর।

আঁটকুইড়া রাজার কিস্‌সার
সংক্ষিপ্ত কাহিনী

এক রাজা। তাঁর ঝাড়ুদারের কাছ থেকে আঁটকুইড়ে আখ্যা পেয়ে মনের দুঃখে বনে গিয়ে আত্মহত্যা করতে যান। সেখানে এক সাধুর সঙ্গে রাজার দেখা হয়। সাধু রাজার কাছ থেকে আত্মহত্যার কারণ জানলেন। রাজার সন্তান হওয়ার অভয় দিয়ে সাধু রাজার হাতে একটি ফল দিলেন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে রাণীকে খাইয়ে দিতে বলে দিলেন। আর সাধু রাজাকে একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ করলেন। তাঁর দুটি ছেলে হলে সাধুর ইচ্ছানুযায়ী বার বছর পরে একটি ছেলেকে সাধু নিয়ে যেতে বাধা দিতে পারবে না।

আসুক, মাসুক নামে রাজার দুটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। বার বছর পর সাধু রাজবাড়ীতে এসে মাসুককে নিয়ে যায়। মাসুক জনৈক লোকের নিকট থেকে সাধুকে হত্যা করার কৌশল লাভ করে সাধুকে হত্যা করে তার নিকট থেকে শ্রী অংগরী আর কুইড়া কম্বল উদ্ধার করেন। এ শ্রী অংগরী এবং কুইড়া কম্বলের ক্ষমতাবলে মাসুক যখন যা ইচ্ছা করতেন তখন তা করতে পারতেন।

এ অংগরী ও কুইড়া কম্বলের ক্ষমতাবলে মাসুক কোন এক দেশের রাজার মেয়েকে বিয়ে করেন। এবং সেই রাজার অপর ছয় জামাইকে চোর সাব্যস্ত করে দিয়ে রাজার নিকট থেকে বুদ্ধিমান জামাইর পরিচয় পান এবং শ্বশুর রাজ্যের অর্ধাংশ লাভ করে সুখ শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

আঁটকুইড়া রাজার কাহিনী শুরু

এক দেশে এক রাজা বাস করিত। সে একে একে এগারোটা বিয়া করিয়াছিল। কিন্তু তাহার একটিও ছেলে মেয়ে হয় না। রাজাও ক্রমে ক্রমে বুড়া[১] হইয়া চলিল। তার উজির নাজির সবাই বলিল আপনার কোন ছেলে মেয়ে নাই। এত বড় রাজ্য কে চালাবে।

রাজা এই সমস্ত শুনিয়া বড় চিন্তা করিতে লাগিল এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, হে আল্লাহ আমায় একটিমাত্র ছেলে দাও। যার দ্বারা আমি আমার রাজ্য চালাইতে পারি। কিন্তু কোন ডাকই আল্লাহ তাহার শুনিল না। রাজা বড় চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেল। এই রাজার বাড়ীতে এক ঝাড়ুদার প্রত্যেক দিন সকালে আসিয়া ঝাড়ু দিত। ঝাড়ু দেওয়ার পর রাজা তাহার সমস্ত কাজ দেখিত। একদিন ঝাড়ুদার রাজার বাড়ীতে ঝাড়ু দিতে আসে না। রাজাও তার সমস্ত কাজ করিয়া রাজদরবারে যাইতে পারে না। রাজা ঝাড়ুদারের উপর দারুণ রাগ হইল। ঝাড়ুদার বেলা প্রায় দশটার সময় রাজবাড়ীতে ঝাড়ু দিবার জন্য আসিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া দারুণ রাগ হইল এবং তার নিকট বার্ত্তা[২] নিল তোমার আসিতে দেরী হইল কেন। তার উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলে তোমার সব মালামাল সরকার নিয়া নিবে এবং পরিবারের সমস্ত লোকের গর্দান কাটা যাইবে। রাজদরবারে যাইতে আমার যে বিলম্ব হইল এরও বিচার তোমার উপর করিব। এইসব শুনিয়া ঝাড়ুদার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজা বলিল ভয় করিলে আজ আর মাপ করিব না। তখন ঝাড়ুদার বলিল ভয়ে বলিব না নির্ভয়ে বলিব—কেন আজ রাজবাড়ীতে ঝাড়ু দিতে আমার দেরী হইয়াছে। তখন রাজা বলিল তোমার কোন ভয় নাই। তুমি কেন আস নাই নির্ভয়ে বলিতে পার। তখন ঝাড়ুদার বলিল ভোরে যদি আঁটকুইড়া লোকের মুখ দেখা যায় লোকে বলে সেইদিন তাহার আহার হয় না। তাই ভোরে ভোরে চাইরটা পাক করিয়া খাইয়া আসি। সেইজন্য আমার দেরী হইয়াছে। এখন আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

১ বৃদ্ধ।

২ খবর নিল।

তখন রাজা তাহার নিকট বার্তা নিল যে আঁইকুইড়া মানে কি। ঝাড়ুদার বলিল যে বিয়া করিয়াছে কিন্তু তার কোন ছেলেমেয়ে হয় না তাহাকে আমাদের দেশের লোকে আঁটকুইড়া বলে। রাজা তখন ঝাড়ুদারকে বলিল তোমার কোন বিচার নাই, তুমি ঝাড়ু দিয়া চলিয়া যাও। রাজা একা একা বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আমি এত বড়ই নিকৃষ্ট যে লোকে ভোরে উঠিয়া প্রথম আমার মুখ দেখিলে তার আহার হয় না। আমার বাড়ীর ঝাড়ুদারও তাই করে। ভোরে ভোরে পাক করিয়া খাইয়া আমার বাড়ী ঝাড়ু দিবার জন্য আসে। এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে। এ জীবন আর রাখিয়া লাভ কি। তখন রাজা চিন্তা করিল কালই রাজ্যের সমস্ত ভার একজনের নিকট দিয়া আমি বনে চলিয়া যাইব এবং নিজের জীবন নিজে বাহির করিয়া দিব। এ মুখ মানুষকে আর দেখাব না। পরদিন তার প্রধান উজিরকে ডাকিয়া তার উপরে রাজ্যের ভার দিয়া বলিল আমি একা একা বনে গেলাম হরিণ শিকার করিতে। আমার আসিতে দেরী হইতে পারে। তুমি রাজ্যটা ভালভাবে চালিয়া যাইবে। রাজা তখন হরিণ শিকারের ভান দেখাইয়া কারও নিকট কিছু না বলিয়া রাজবাড়ী হইতে বাহির হইল। রাজা যাইতে যাইতে এক গভীর বনের মধ্যে গিয়া হাজির হইল। সেখানে তার দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল। রাজা মনে করিল মরিয়া তো যাইবই। কিন্তু তার আগে কিছুটা আরাম করিয়া নেয়া যাক। এই বলিয়া গাছ তলায় ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া তার মনে পড়িল আমার তো মরিতে হইবে। তখন রাজা একগাছ দড়ি নিয়া গাছে উঠিল এবং মনে করিল গাছের সাথে গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়া যাইব। তখন সে মরিবার আয়াজন[৩] করিল, এমন সময় সেই গাছ তলা দিয়া এক সাধু যাইতেছিল। সাধুর নজর গাছের উপর পড়িল এবং দেখে একটি মানুষ গলায় দড়ি দিয়া মরিবার আয়াজন করিয়াছে। তখন সাধু লোকটিকে বলিল তুমি মইর না ভাই, তোমার মনে এমন কি দুঃখ আছে যার জন্য তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবা। তোমার সমস্ত দুঃখ আমি ঘুচাইয়া দিব। তুমি গাছ হইতে নামিয়া আস। সাধুর অনুরোধে রাজা গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং সাধুর নিকট সমস্ত কথা বলিল। তখন সাধু বলিল, আমি তোমাকে একটি ফল দিতেছি। তুমি যে রাণীকে সবচেয়ে ভাল জান,

৩ আয়োজন।

তাকে এ ফলটা খাওয়াবে। তার দুইটি ছেলে হইবে। কিন্তু এর ভিতর আমার একটা কথা আছে। দুইটি ছেলের ভিতরে আমাকে একটি ছেলে দিতে হইবে। আমি কিন্তু দু'জনের ভিতর থেকে যে-কোন একজনকে বাছিয়া নিব। এর ভিতরে তুমি আমাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই কথা আমার নিকট তোমার দিয়া যাইতে হইবে। রাজা তখন বলিল, এ রকম কত কথা কত সাধু আমাকে দিয়াছে এবং আমার নিকট হইতে বহু টাকাও নিয়াছে, কিন্তু কোন কাজই হয় নাই। আঁটকুইড়া নামকে ঘুচাইবার জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। আমি আর তোমার সাথে কি কথা দিব। সবাইর তা যখন তুমি করিয়াছ। আমার ফলটা এইবার খাওয়াইয়া দেখ তারপরে তুমি মরিও। আমি আর তোমাকে কিছু বলিব না।

রাজা তখন সাধুকে কথা দিল, আমার যদি দুই ছেলে হয়, তাহলে বার বছর পর তোমার যে ছেলেকে ইচ্ছা হয়, সেই ছেলেকে বাছিয়া নিও। আমার তাতে বলিবার কিছু থাকবে না।

সাধুর নিকট হইতে ফলটি নিয়া রাজা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। আসিতে আসিতে সে রাজবাড়ীতে আসিল। রাজা আসিয়াছে বলিয়া এগারো রাণী সাজিয়া কুজিয়া রাজার জন্য অপেক্ষা করিল। রাজা কিন্তু ছোট রাণীকে সবচেয়ে ভাল জানিত। প্রথমতঃ রাজা ছোট রাণীর ঘরে গেল। ছোট রাণীর নিকট গিয়া বলিল আমি মনের দুঃখে বনে গিয়াছিলাম মরিবার জন্য কিন্তু এক সাধু আমাকে একটা ফল দিয়াছে। তাহা খাইলে নাকি তার একসংগে দুই ছেলে হইবে। কিন্তু তার সাথে আমি কথা দিয়া আসিয়াছি ছেলেদের বয়স যখন বার বৎসর হইবে, তখন সাধু আসিয়া একটি ছেলে বাছিয়া নিবে। তার মধ্যে আমরা আর কোন কথা বলিতে পারিব না। যাক, দুইটির একটি নিবে আর একটি আমাদের নিকট থাকিবে। এই সমস্ত কথার পর ছোট রাণী সাধুর কথা অনুযায়ী ফলটা খাইল। ফলটি খাইবার পর পরই পেটে সন্তান আসিল। তখন দশমাস দশদিন তাহার কাটিয়া গেল। ছোট রাণীর পেটে দুই ছেলে হইল। ছেলে দুইটি এমন হইল যেন আকাশের চাঁদ। রাজা ছেলে দেখিয়া আমোদে ভরিয়া গেল। তার রাজ্যে সমস্ত লোক জনকে দাওয়াত করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিল। এবং ছেলেদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে বলিল। তখন সমস্ত লোক হাত তুলিয়া খোদার

নিকট প্রার্থনা করিল যে ছেলে দুইটা যেন দুই দেশের রাজা হইতে পারে আর আমরা যেন সেই দেশের প্রজা হইয়া সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারি। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করিল। এদিগে দুই ছেলের চেহারা দেখিয়া সাধুকে যে একছেলে দিতে হইবে সে কথা তাহারা ভুলিয়া গেল। ছেলে দুইটির একটির নাম আসক এবং অপরটির নাম মাসক। যখন তাহারা একটু বড় হইল, তখন রাজা তাহাদের স্কুলে পড়িবার জন্য দিল। পড়াশুনায় তাহারা দুই ভাই খুব ভাল ছিল। এইভাবে পড়িতে পড়িতে যখন তাহাদের বয়স বার বৎসর হইল তখন একদিন সাধু রাজবাড়ীতে আসিয়া হাজির। আমার কথা ঠিক হইয়াছে এখন আপনার দুই ছেলে আমার নিকট নিয়া আসেন, রাজাকে একথা বলিল ! আমার যেটা ইচ্ছা, সেইটা আমি নিয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া রাজার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাধুকে দারুণভাবে আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাধু বলিল আমার আর দেরী করিবার সময় নাই ছেলে দুইটাকে আমার নিকট নিয়া আসেন, আমি তাড়াতাড়ি চলে যাব। রাজা তখন বলিল আমি যখন কথা দিয়াছি, ছেলে আপনার সামনে নিয়া আসবই এবং আপনার যাকে ইচ্ছা, তাকেই নিয়া যাইবেন। কিন্তু আমার বাড়ীতে যখন আসিয়াছেন, তখন কিছু খাইয়া দাইয়া যান। এই সমস্ত কথা বলার পর রাজা সাধুকে বলিল আপনি আমার নিকট হইতে একলাখ টাকা লইয়া যান এবং ছেলেটাকে আমাকে দিয়া যান। এই আমার অনুরোধ। তখন সাধু বলিল, আমার টাকা দিয়া দরকার নাই, আপনার সঙ্গে যে কথা ছিল তাহাই পালন করেন। আমাকে আর দেরী করাবেন না। আপনি আমার রাজ্যের অর্ধেক নিয়া আমার ছেলেকে রাখিয়া যান। সাধু তখন রাগিয়া রাজাকে বলিল যদি আপনার ছেলেকে না দেন তাহাও বলেন আমি চলিয়া যাই। রাজা মনে করিল, যখন কিছুতেই ছেলেকে রাখা সম্ভব হইল না, তখন ছেলেকে সাধুর সামনে খাড়া করিয়া দিল। তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সাধু মাসকেই বাছিয়া নিল। ছেলেটিকে নিয়া সাধু রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যখন বালককে রাজবাড়ী হইতে বাহির করিয়া সাধু হাঁটিতে লাগিল তখন রাজার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজা তখন "হায় বাবা, হায় বাবা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই রকম রাজবাড়ীতে পুত্রের শোকে কাতর থাকিত। কয়েকদিন পর আবার

রাজ্য ভালভাবে চালাইতে লাগিল। যে ছেলেটি রাজার নিকট রহিল তাকে খুব আদর করিতে লাগিল। এদিগে সাধু ছেলেটিকে নিয়া বনের ভিতর চলিয়া গেল। সাধু এবং ছেলেটি পথ চলিতে লাগিল। এমন সময় তাদের সঙ্গে একটি লোকের দেখা হলো। সাধু তখন লোকটিকে বলিল তুমি এই ছেলেটিকে একটু দেখিয়া রাখ, আমি ওই পুকুরের পার থেকে আসি। বালকটিকে রাখিয়া যখন পুকুরের ঘাটে গেল। তখন বালকের নিকট হইতে বাংলা নিল তোমাকে সাধু কোথায় নিয়া যাইতেছে। তখন বালক তাহার নিকট সমস্ত কথা বলল এবং আরো বলিল আমার বাবা ইহার সহিত কথা দিয়াছিল। তাই আমাকে কোথায় নিয়া যাইতেছে আমি জানি না। তখন মানুষটি বালককে বলিল সাধু তোমাকে মারিয়া খাইয়া ফেলিবে। বালক বলিল তবে আমার বাঁচিবার উপায় কি? মানুষটি তখন বলিল, আমি যাহা করিতে বলি, তাহাই তুমি করিও। সাধু যখন তোমাকে কিছু খাইবার বা করিবার বলে তখন তুমি বলিবা, আমি রাজার ছেলে আমাকে প্রথম না দেখাইয়া দিলে পারি না। অবশেষে যখন খরগের[৪] ভিতর মাথা দিতে বলিবে তখন তুমি বলিবে কেমন করিয়া দেয় আমি জানি না। যখন সে মাথা দিবে অমনি তার মাথা তরবার দিয়া কাটিয়া ফেলিবে এবং তার নিকট দুইটা জিনিস আছে, তাহা নিয়া নিবে। সাধু আসিলে আমি যে তোমার নিকট এ কথা বলিলাম, এটা যেন সাধুকে বলিও না। এই সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতে সাধু যথাস্থানে চলিয়া আসিল। লোকটির নিকট হইতে বালকটিকে নিয়া পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়া বালকটিকে বলিল, বালক কেমন সুন্দর ফল খাইবা? তখন বালক বলিল আমি রাজার ছেলে কেমন করিয়া খায় আমি জানি না। আমাকে দেখাইয়া দেন, আমি পরে খাইব। সাধু তাকে প্রথম ফল খাইয়া দেখাইল তারপর বালক খাইল। এই রকম কাম করিবার ও খাইবার বলিল। বালক বলে আমি রাজার ছেলে জানি না আমাকে আগে দেখাইয়া দেন। পরে আমি করিব এবং খাইব। সাধু তাহাই করিল। অবশেষে সাধু বালককে নিয়া তার খরগের কাছে গেল এবং বলিল, বালক এর ভিতর মাথা দাও। বালক তখন বলিল, আমি রাজার ছেলে খরগের ভিতরে কেমন করিয়া মাথা দেয় আমি জানি না। আপনি

৪ এক প্রকার অস্ত্র।

প্রথম আমাকে দেখাইয়া দেন। তারপর আমি উহার মধ্যে মাথা দিব। সাধু বালকের এই কথা শুনিয়া খরগের মধ্যে যখন মাথা দিল। অমনি বালক খরগের মাথা ধরে নাড়া দিল এবং খরগে সাধু আটকিয়া গেল, এরপর সাধুর হাত থেকে তরবার নিয়া তার মাথা কাটিয়া ফেলিল। আর সাধুর নিকট দুইটি জিনিস ছিল তাহাও বালক নিয়া নিল। একটি অংরী আর কইড়া কম্বল। শ্রী অংরী যাহা স্মরণ করিয়া যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। আর কুইড়া কম্বল যখন গায় দেয় তখন এমন কইড়া স্বর হয় তাহা বলা যায় না এবং যেখানে গায়ে দিয়া থাকে সেখান থেকে আর একটুকুও সরান যায় না। এই সাধু ওই বনের মধ্যে অনেক রাজা মহারাজার ছেলেদের আনিয়া রাখিয়াছিল। বালক সেই সমস্ত ছেলেদের খালাস করিয়া দিল। শ্রী অংরীর নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহা পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখল। তারপর কম্বলের পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে ইহাও গায় দিলে আর কোন দিকে যাওয়া যায় না। বালক এই অংরী ও কম্বলকে নিয়া বন থেকে বাহির হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহার বাবার রাজ্য ছাড়িয়া তারপর এক রাজার দেশ ছাড়িয়া অন্য রাজার দেশে গেল। এই রাজার সাত মেয়ে ও এক ছেলে ছিল। এই রাজার সাত মেয়ে যে পথ দিয়া স্কুলে যায়, বালক সেই পথে কুইড়া কম্বল গায় দিয়া পড়িয়া রইল।

যখন রাজার সাত মেয়ে সেই পথ দিয়া স্কুলে যাইতেছিল। তাদের পথের সামনে দেখে একটি দারুণ কুইড়া লোক শুইয়া। রাজার মেয়েরা অনেকবার তাকে সরিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু তারা আর কোন রকমে তাকে সরাইতে পারিল না। কিন্তু রাজার বড় ছয় মেয়ের বিয়ে হইয়াছিল। যখন সে সরিল না। তখন তারা কুইড়া লোকটাকে ডিঙ্গাইয়া স্কুলে গেল। কিন্তু রাজার ছোট মেয়ের বিয়ে হয় নাই। কেমন করিয়া সে একটি পর পুরুষকে ডিঙ্গাইয়া যাইবে তাহাই চিন্তা করিল। রাজার ছোট মেয়ে অনেক অনুরোধ করিয়া বলিল, তুমি একটু রাস্তা ছাড়িয়া বস আমি যাইয়া নেই, তারপর তুমি আবার রাস্তার উপরে আসিয়া শুইয়া পড়িও। তখন বালক বলিল, আমার একটুও সরিয়া শুইবার উপায় নাই। আর আমি তিন চারদিন হইল কিছুই খাই না, আমার দারুণ খিদা[৫] পাইয়াছে। আর আমি পথ

৫ ক্ষুধা।

ছাড়িতে পারি যদি আমাকে কিছু খাইতে দিতে পার। তখন রাজার ছোট মেয়ে দায় ঠেকিয়া বলিল, আমি স্কুল হইতে বাড়ীতে গিয়া তোমার লাইগা খাবার নিয়া আসব। আমার স্কুলের যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও। তখন কুইড়া লোকটা বলিল, কথা ঠিক থাকবে তো? রাজার মেয়ে বলিল, আমার কথা ঠিক থাকবে, এতে তোমার চিন্তার কিছু নাই। তারপর ছয় বোন একটু ঘুরে গিয়া সবকিছু দেখিতেছিল। এর পরে কুইড়া পথ ছাড়িয়া দিল। আর রাজার ছোট মেয়ে স্কুলে গেল। স্কুল ছুটি হইলে সাত বোন বাড়ীতে গেল। বাড়ী গিয়া বড় ছয় বোন খাওয়া দাওয়া করিল। কিন্তু ছোট বোন খাবার খাইয়া তার খাবারের অর্ধেক রাখিয়া দিল। তারপর সেই খাবার নিয়া সেই পথের মধ্যে কুইড়াকে খাওয়াইতে গেল। তার ছয় বোন গোপনে গোপনে সে কোথায় যায় তার পিছে পিছে গেল। রাজার ছোট মেয়ে কুইড়ার নিকট গিয়া বলিল, এই নেও তোমার খাবার নিয়া আসিয়াছি। আমার কথা তো আমি ঠিক রাখিয়াছি। এখন তুমি খাও। তখন কুইড়া বলিল, আমার এমন কোন শক্তি নাই যে আমি ভাত তুলিয়া খাইতে পারি। যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও তবে দয়া করিয়া তুমি ভাত কয়টা খাওয়াইয়া দাও। রাজার মেয়ের এই কথা শুনিয়া বড় দয়া হইল এবং কুইড়া লোকটাকে ভাত খাওয়াইয়া দিল।

এই অবস্থা দেখিয়া তার ছয় বোন রাজার নিকট যাইয়া সবকিছু বলিয়া দিল। রাজা সমস্ত শুনিয়া বলিল, যদি আমার মেয়ে পথের কুইড়া লোককে হাতে তুলিয়া ভাত দিয়া থাকে, তাহা হইলে তার সংগে ওর বিয়া দিয়া দিব। তখন রাজা আসিয়া দেখিল ঘটনা সত্য। তখন ছোট মেয়েকে এই রাস্তার কুইড়া লোকের সহিত বিয়া দিয়া দিল। আর তার বড় বোনরা তাকে কুইড়ার বৌ বলিয়া ক্ষেপাইতে লাগিল। তখন রাজা বলল, এদের রাজবাড়ীতে জাগা দেয়ার দরকার নাই। রাজবাড়ী হইতে দূরে কুঁড়েঘর বানাইয়া দেও, সেখানে তারা বাস করুক। রাজার ছোট মেয়ে চিন্তা করিতে লাগিল, আমার কপালে যাহা লেখা ছিল, তাহাই হইয়াছে। যে রকম স্বামী আমি পাইয়াছি, তারই সেবা করি। দেখি খোদায় কি করে। লোকজন ধরিয়া সেই কুইড়া জামাইকে সেই ছোনের ঘরে নিয়া রাখিল। রাজার ছোট মেয়ে আর তার স্বামী সেই খানে থাকে। আর রাজার যাহা যোগাড় করে তাহা দিয়া কোনরকমে

দুইজনের চলে। এইভাবে তাদের বেশ কয়েকটা বছর কাটিয়া গেল। যখন রাজার ছোট মেয়ে রাজবাড়ীতে যায়, তখন সবাই তাকে কুইড়ার বৌ বলে ক্ষেপায়। এই রকম যাইতে যাইতে রাজার ছেলের বিবাহ দিবার সময় হইল। রাজার ছেলের সঙ্গে অন্য রাজার মেয়ের বিয়া, কিন্তু কাল তার হলুদ কুটা। ছয় বোন ঘাটে নাইতে[৬] আসিয়াছে এবং কুইড়ার বৌকে বলিতেছে, কিরে কাল তো, ভাইয়ের বিয়ে, সে বিয়েতে তুই কি পইরা যাবি আর বিয়েতেই বা কি দিবি। তখন কুইড়ার বৌ বলিল আমি কুইড়ার বৌ যদি কিছু যোগাড় করিতে পারি তবে বিয়েতে যাব, আর যদি কোন জিনিস যোগাড় করিতে না পারি, তাহলে বিয়েতে যাব না। গোসল করিয়া কুইড়ার বৌ বাড়ীতে আসিল এবং স্বামীকে বলিল, কালতো আমার ভাইয়ের বিয়া, আমি কি পরিয়া যাইব? সবাই ভাল ভাল কাপড় পরিয়া বিয়াতে যাইবে এবং ভাল খাইবার জিনিস নিয়া যাইবে। তাই আজ আমার বড় বোনেরা আমাকে ঠাট্টা করিল। কুইড়া বলিল বিয়েতে যাইবার সময় সবজিনিস পাইলেই তো হলো, এতে তোমার কোন দুঃখ থাকিবে না। এখন যাও আমাকে একটু ঘুমাতে দাও। কাল যাইবার সময় সব পাইবা। যখন তার বৌ তার নিকট হইতে সরিয়া গেল, সে বলিল হে শ্রী অংরী আগে কার ছিলা। শ্রী অংরী বলিল, আগে ছিলাম সাধুর আর এখন আপনার। তাই যদি আমার হও কাল আমার বৌএর ভাইয়ের বিয়ার হলদি কুটতে আমার বৌ যাইবে। তার জন্য এমন এক শাড়ী দিবা তাহা যেন এই পৃথিবীর আর কেহ না পরিয়াছে। আর এমন গয়না আনিয়া দিবা যেন রাজবাড়ীতে আর কারও না থাকে। আর এই রকম পায়েশ করিয়া দিবা যেন সেই রকম সুন্দর পায়েশ রাজবাড়ীর লোক কোনদিন খায় নাই। কথার সঙ্গে সঙ্গে তার নিকট এই সমস্ত মাল আসিয়া হাজির হইয়া গেল। কিন্তু তার বৌ এই সমস্ত কিছুই জানতে পারল না। পরদিন সে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিল, চলেন যাই আমার ভাইয়ের বিয়া দেখিয়া আসি। তখন কুইড়া বলিল, আমি যাব না, তুমি যাও। তার বৌ বলিল আমি কি পরিয়া বা কি লইয়া যাইব? তখন কুইড়া বলিল যা আগে নাইয়া আয় তারপর দেখা যাইবে যে কোথায় কি পাওয়া যায়। তার স্বামীর কথা অনুযায়ী সে নাইয়া আসিল এবং বলিল দেন আমাকে কাপড়। তখন

৬ গোসল করা।

সে সেই মহামূল্যের শাড়ী বাহির কইরা দিল এবং গয়না দিয়া গায় পরিতে বলিয়া দিল। এইসব জিনিস পরিবার পর রাজার ছোট মেয়েকে আকাশের চাঁদের মত দেখা যাইবার লাগিল। তখন সে কুইড়ার কাছে বলিল এখন সাথে কি নিয়া যাইব? তখন সে বলিল এই পাইলার মধ্যে দেখ পায়েশ করা আছে তাই নিয়া যাও। যখন পাইলার মধ্যে হইতে পায়েশ বাহির করিল, তখন তার গন্ধে সমস্ত বাড়ী ভরিয়া গেল। যখন এই সমস্ত নিয়া গেল, তখন রাজার বাড়ী সবলোক অবাক হইয়া গেল। তার বড় ছয়বোন তার বার্ত্তা নিল, এই সমস্ত কাপড় এবং গয়না তোমার স্বামী কোথায় থেকে দিল? তখন সে বলিল, আমার স্বামী কুইড়া মানুষ সে আবার কোথা থেকে সংগ্রহ করিবে। আল্লাঃ আমাদের দয়া করিয়া দিয়াছে এবং পায়েশের ঘ্রাণে সমস্ত রাজবাড়ী ভরিয়া গেল। রাজা আসিল পায়েশ খাইতে। ছোটমেয়ের পায়েশ খাইল, রাজা চিন্তা করিল, এমন সুন্দর পায়েশ সে জীবনে খাইতে পারে নাই। রাজা তখন বলল এই পায়েশটাই সব চাইতে ভাল হইয়াছে। তখন তার বড় বোনেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে কুইড়ার বৌ হইয়া আমরা তার সাথে পারিলাম না।

তখন তার বড় ছয়বোন বলিল দেখব ভাইয়ের বিয়ের দিন কে কত মূল্যবান জিনিস দিতে পারে। তখন কুইড়ার বৌ বলিল আমরা গরীব মানুষ কেমন করিয়া আপনার সংগে পারিব। তখন সবাই যার যার বাড়ীতে চইলা গেল। রাজার ছোট মেয়ে স্বামীকে সমস্ত কথা বলিল। স্বামী বলিল বিয়ার দিন দেখা যাবে। কয়েক দিন পর বিয়ার দিন আসিল, তখন তার স্বামীকে বলিল যে বিয়ার দাওয়াত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি নিয়া যাওয়া যাবে? তখন সে বলিল, কাল যাইবার সময় সমস্ত কিছু পাইবা এখন আমাকে একটু ঘুমাতে দে। তখন বৌ তার নিকট থেকে চলিয়া গেল। সে আবার তার শ্রী অংরীকে ডাকিয়া বলিল, আগে কার ছিলা এখন কার। অংরী উত্তর দিল আগে ছিলাম সাধুর, এখন আপনার। আমার যদি হইয়া থাক, তাহলে আগামীকাল আমার বৌয়ের ভাইয়ের বিয়া, কাজেই এমন গহনা ও শাড়ী আনিয়া দিবা, যার মূল্য রাজবাড়ীতে আর কেহ না দিতে পারে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অংরী ভাল শাড়ী ও গহনা আনিয়া দিল। পরদিন বৌ তার ভাইয়ের বিয়াতে যাইবে, তখন সে স্বামীকে গিয়া বলিল আমি কি

নিয়া যাইব। যা আগে তুই নাইয়া দাইয়া আয় তারপর ব্যবস্থা করিব। নাইতে গেলে তার ছয়বোন বলিল আজ দেখা যাইবে। কুইড়ার বৌ এইসব কথার আর কোন উত্তর না দিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিল এবং স্বামীর নিকট গেল। তখন কুইড়া বলিল দেখ এই কাঠের বাক্সে তোমার গহনা ও শাড়ী আছে। আমি যাব না। তুমি যাইয়া নেজার[৭] দিয়া আস। তার বৌ রাজবাড়ীতে গেল এবং তখন সবাই বলিতে লাগিল তোমার ভাইয়ের বিয়েতে তুমি কি দিবা? তখন সে বলিল, আমি গরীব মানুষ আর কি দিব। দেখি আমার বড় বোনেরা কি দেয়। এরপর সবাই নেজার দিতে লাগিল। তার বোনেরা আগে আগে দিয়া বলিল, দেখি ছোট বোন কি দেয়? তখন রাজার ছোট মেয়ে যাইয়া বলিল আমি আমার ভাইয়ের বিয়েতে এক গাদা হীরার মালা ও এই শাড়ীখানা দিলাম। তখন রাজবাড়ীর সবাই অবাক হইল। রাজা বলিল, আমার ছেলের বিয়েতে আমার ছোট মেয়েই মহা মূল্যবান জিনিস দিয়াছে। বড় বোনদের মুখের দিকে আর তাকান যায় না। এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। তখন রাজার সাত মেয়ে ডাকিয়া বলিল, আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি। মরবার সময় হইয়াছে কিন্তু মরবার আগে আমার হরিণের মাংস খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। তখন ছয় বোন বলিল কালই আপনার জামাইকে হরিণ শিকারে পাঠিয়ে দিব। রাজা তখন ছয় জামাইকে ঘোড়া ও বন্দুক দিয়া দিল। কিন্তু ছোট মেয়েকে রাজা কিছু বলিল না। ছোট মেয়ে আসিয়া স্বামীর নিকট বলিল যে বাবা এই রকম হরিণের মাংস খাইতে চাহিয়াছে। আমার ছয় বোনের স্বামী হরিণ শিকারে গিয়াছে। তুমি রাজাকে বল গিয়া যে আপনার ছোট জামাইও হরিণ শিকারে যাইবে। তাকে একটা ঘোড়া ও বন্দুক দেন। রাজা তখন বলিল তোমার জামাই হইল কুইড়া কেমন করিয়া সে ঘোড়া ও বন্দুক নিয়া হরিণ শিকারে যাইবে? যাও বন্দুক আর ঘোড়া পাইবা না। তখন সে বিষণ্ণ হইয়া তার স্বামীর নিকট বলিল যে বাবা বন্দুক আর ঘোড়া দিল না। তবুও সে বলিল আবার যাইয়া চাহিয়া লইয়া আস। স্বামীর কথা মত আবার বাবার নিকট বলিল, বন্দুক আর ঘোড়া দিতে হবে আপনার জামাই হরিণ শিকারে যাইবে। রাজা তখন রাগিয়া একটা কানা ঘোড়া ও একটি ভাংগা বন্দুক দিল। কুইড়া

নেজার—উপহার।

বলিল এইতে আমার হইবে। তখন সে বলিল প্রথম আমাকে বনের মধ্যে রাখিয়া আস। তারপর কানা ঘোড়া ও বন্দুকটা দিয়া আসিবা, কিন্তু আমার দিকে তুমি আর চাইবে না। তার বৌ তাই করিল। তখন কুইড়া শ্রী অংরীকে বলিল আগে কার ছিলা, এখন কার? অংরী বলিল আগে ছিলাম সাধুর এখন আপনার। যদি আমার হইয়া থাক তাহলে বনের সমস্ত হরিণ আমার নিকট লইয়া আস। কম্বল গায়ে দিযে কুইড়া শুইয়া আছে। রাজার ছয় জামাই কোথায়ও হরিণ না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কুইড়ার নিকট আসিয়া দেখিল বনের সমস্ত হরিণ কুইড়ার নিকট আসিয়া ঘাস খাইতেছে। তখন তারা হরিণকে ধরিতে গেল কিন্তু হরিণ ধরিতে পারিল না। অবশেষে একটা হরিণকে ধরিল। তখন তার জবান খুলিয়া গেল এবং বলিল আমরা ওই কুইড়ার কথায় এখানে আছি। তার কাছে না বলিলে আমি যাইতে পারি না। তখন রাজার ছয় জামাই কুইড়ার নিকট গিয়া অনুরোধ করিল। দয়া করিয়া আমাদের ছয়জনকে ছটা হরিণ দিয়া দেন আমাদের রাজার মরার সময় হইযাছে, সে হরিণের মাংস খাইতে চাহিয়াছে। তখন কুইড়া বলিল, আমি দিতে পারি তবে আমার একটা কথা রাখিতে হইবে। ছয়টা হরিণ নিতে হইলে আমার এই অংরীর একটি করিযা ছাপ্পা নিতে হবে। তাই যদি পার তাহলে আমি হরিণ দিতে পারি। তারপর ছয়জন বলাবলি করিতে লাগিল, আমাদের দাগ ত কাপুড়ের আড়ালে থাকিবে। কেহই ত আর দেখিতে পারিবে না। এরপর তারা বলিল, দাগ আমরা নিতে রাজী আছি। তখন কুইড়া ছয়জনের পিঠে ছয়টা দাগ দিয়া ছয়টা খারাপ হরিণ দিযা দিল। হরিণ নিয়া তারা বাড়ীতে আসিল। কুইড়া পালের সবচেয়ে সুন্দর ছুইটা হরিণ নিয়া বাড়ীত আসিল। রাজবাড়ীতে সবাই হরিণ দেখিতে আসিল। তারা সবাই বলিতে লাগিল কুইড়াই সবচেয়ে ভাল হরিণ নিয়া আসিয়াছে। এরপর তারা ছয় বোন বলিল, দেখি কে ভাল করিয়া রান্না করিয়া বাবাকে খাওয়ায়। কুইড়া শ্রী অংরীকে স্মরণ করিল এবং বলিল যে আমার এই হরিণের মাংস এমন সুন্দর রান্না করে করিবা যা রাজা এত সুন্দর মাংস জীবনেও খায় নাই।

যাহা হউক, রাজা হরিণের মাংস খাইয়া বলিল আমার ছোট জামাইয়ের মাংস পাকই ভাল হইয়াছে। একদিন কুইড়া তার গায় থাইকা কম্বল খুলিয়া ঘুমাইতেছিল। এমন সময় রাণী সেই থান দিয়া যাইতেছিল। দেখে সমস্ত

কুঁড়েঘর আলো হইয়া গিয়াছে। তখন যাইয়া দেখে তার ছোট জামাই অদ্ভুত সুন্দর এবং সমস্ত কথা রাজার নিকট বলিল। রাজা দেখিল এবং তাকে আনিবার জন্য পালকি পাঠাইয়া দিল। সে যাইতে চাহিল না। তখন রাজা নিজেই আসিল। রাজার অনুরোধে আর সে না যাইয়া পারিল না। তখন সে বলিল আমি যাইতে পারি—আপনার রাজ্যের ভিতর থেকে আমাকে ছয়টা চাকর দিতে হবে। আমি নিজে বাছিয়া লইব। রাজা বলিল, হাঁ দিব। তখন সে রাজবাড়ীতে গেল এবং রাজ্যের সমস্ত লোক একখানে করিল। তার ভিতর থেকে রাজার ছয় জামাইকে বাছিয়া লইল। এখন রাজা কথা দিয়াছে আর কি করিবে! রাজা বলিল বাবা ইহার কারণ কি? সে বলিল, আপনাকে যে হরিণ তারা খাওয়াইয়াছে, তাহা তারা চুরি করিয়া আনিয়াছিল, ধরা পড়িয়া ছয়জনের পিছনে ছটা দাগ রহিয়াছে। রাজা তখন দেখিল যে সত্যিই তাদের পিছনে দাগ রহিয়াছে। রাজা এইসব দেখিয়া তার জামাইকে সমস্ত রাজ্য দিয়া দিল। তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল।

রাজশাহী

রাজশাহী থেকে এই আঁটকুড়ে বাদশার লোক-কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন, বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব কাজেম উদ্দীন। তাঁর ঠিকানা: গ্রাম — কৃষ্ণগোবিন্দপুর, ডাকঘর — রামচন্দ্রপুর, জিলা — রাজশাহী। (সংগ্রহকাল — ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮)

আঁটকুড় বাদশার কিস্‌সার
সংক্ষিপ্ত কাহিনী

এক দেশে এক বাদশা বাস করতেন। তিনি এক এক করে সাতটি বিয়ে করেন। অবশেষে আল্লাহর কাছে অনেক আরাধনা করার পর ছোট বেগম অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরিণত হয়। এ দেখে বাদশার ছয় বেগমদের হিংসা হয়। তাঁরা কেমন করে ছোট বেগমের সন্তান মেরে ফেলানো যায় সে উপায় খোঁজতে লাগলো।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ছোট বেগমের প্রসব বেদনা আরম্ভ হলো। এক ধাত্রী দ্বারা নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করে ছোট বেগমের প্রসবজাত সন্তানকে একটি পাতিলে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। পাতিলটি ভাসতে ভাসতে এক মেলেনীর ফুলের বাগানে গিয়ে উপস্থিত হয়। মেলেনী সন্তানটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে লালিত পালিত করে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে লাগলো।

ছোট বেগমের সন্তানটি ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগলো। অবশেষে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ছোট বেগমের সন্তান তার মাতাপিতাকে খুঁজে বের করে এবং পিতার রাজ্যের বাদশাই করতে থাকে।

আঁটকুড় বাদশার কাহিনী শুরু

এ্যাক রাজ্যের এ্যাক বাদশা আছিল। লয়-লস্কর উজির-নাজির, সয়-সম্পত্তির যা কহেন, অর কিছুরি কুনু সুমার ছিল না। কিন্তু বাদশার মনে খুব বড় একটা দুঃখ ছিল। দুঃখ হৈলো কি যে, অর কুনু ছাইল্যা পিল্যা ছিল না। লোকে অকে তাই আটকুড় বাদশা কহিত। অর মনে তখন খুব খেদ হৈলো। উ তখন আল্লার কাছে কাইন্দ্যা কাইটা কহিতে লাগলো, হায় আল্লা পরওয়ার দেগার দুনিয়াতে যুদি হামাকে সয়-সম্পত্তি না দিয়া একটা ছাইল্যা দিত্যা তাহিলিই হামি বেশি খুশি হৈতুং[১]। তারপরে ম্যালা ভাবা চিন্তা করলে, কৈর‍্যা ফের বিহ্যা কোরলে। কিন্তু আল্লার কি কুদরত অরও প্যাটে কুনু ছাইল্যা পিল্যা হৈলো না। বাদশা তখন এমনি কৈরা এ্যাকে এ্যাকে ছয় ছয়টা বিহ্যা কোরলে কিন্তু কাহুরি প্যাটে কুনু ছাইল্যা পিল্যা হৈলো না। তখন বাদশা শ্যাসম্যাস[২] মন্ত্রির বেটিকে বিহ্যা কোরলে। আর আল্লা দিলে ঐ ছোট রাণীই গায়ে ভারি[৩] হৈলো। তখন ছয় সতীনের মনে হিংস্যা হৈলো। অরা তখন কহাবুলা কোরতে লাগলো, এ্যাতদিন হামরা সাত সতীনে সাত বহিনের ঠিকিন[৪] হৈয়া ছিনু। এখন যে ছোট রাণী গায়ে-ভারি হৈলো, ছ্যাইল্যা পিল্যা হৈলে বাদশাতো তখন অকি[৫] ভালবাসবে আর হামার যে দিকে চাহ্যাও[৬] দেখবে না। তার আগেই এ্যার বিধি ব্যবস্থা কোরতে হৈবে। এমনি কৈরা যুক্তি কৈরা ঠিক করলে যে এ্যার যা কৈরব্যার তা দায়ের[৭] সোঁতেই[৮] যুক্তি কৈর‍্যা ঠিক কোরতে হৈবে। তারপর যখন ছাইল্যা হৈবার সময় হৈলো

১ হৈতুং—হতুম—হইতাম।
২ শ্যাসম্যাস—শেষ পর্যন্ত।
৩ গায়ে ভারি—গর্ভবতী হওয়া।
৪ ঠিকিন—মত।
৫ অকি—উহাকে।
৬ চাহ্যাও—চেয়েও।
৭ দায়—দাই।
৮ সোঁতে—সঙ্গে।

তখন দায়কে টাকা পাইস্যা দিয়্যা যা কৈরব্যার তা সুগলি[৯] ঠিক কৈর্য্যা থুইয়্যা দিলে। দিয়া ছোট রাণীকে আঁতুর ঘরে আইল্যা কইলে, ছাইল্যা হৈবার সুময় পুয়াতির সাত-পুর[১০] ত্যানা[১১] দিয়া চোখ বান্দতে হয়। তাই হামরা ত্যানা জোগার কৈর্য্যা আইন্যাছি। এই কৈহ্যা ছোট রাণীর চোখ সাতপুর ত্যানা দিয়্যা বান্ধ্যা দিলে। তারপর ছোট রাণীর আল্লা দিলে ছয় ব্যাটা আর এক কৈন্যা হৈলো। দায় তখন সাতটা ছ্যাইল্যার[১২] বদলী সাতটা কাঠের পোঁয়লা থুইয়্যা নতুন হাঁড়িতে কর্য্যা পানিতে ভাসিয়্যা দিলো। তারপর বাদশাকে যাইয়া সংবাদ দিলে যে ছোট রাণী সাতটা কাঠের পোঁয়লা (পুতুল) বিয়ালছে[১৩]। রাজা আইস্যা ছাখে কি যে, ঠিকই কথা। ছোট রাণীও চোখ খুল্যা ছাখে হ্যাঁ সাতটা কাঠের পোঁয়লাই পইড়্যা আছে। বাদশা তখন মনে দুঃখ কইর্য্যা ফুলের বাগানে ছোট রাণীকে বনবাস দিয়্যা দিলে। দিয়্যা ছোট রাণীকে ঐ বাগানে একটা বোঁকা[১৪] কলসী দিল, অতি কৈর্য্যা ফুলের গাছের গোড়ায় গোড়ায় পানি ছেচতে লাগিয়া দিলে। এ দিকে ঐ হাঁড়ি ভাসতে ভাসতে এ্যাক মুল্লুক থ্যাইক্যা আর এ্যাক মুল্লুকে এ্যাক মাল্যানীর ফুল বাগানে যাইয়্যা ভিড়্যা গ্যালো। ঐ মাল্যানীর বাগানে এ্যাক যুগ বারো বছর ধৈর্য্যা ফুল ফুটিনি। ঐ রাজার ছাল্যারা যখন ফুলের বাগানে আইস্যা লাগলো এ্যাক রাইতের ভিতরই সব ফুল ঝাররা হৈয়্যা[১৫] ফুট্যা গ্যালো। তখন যেই ছাখে সেই তাজ্জব হয়্যা যায় আর কহে, ইর বাঃবা কথা! মাল্যানীর বাগানে আইজ এ্যাক যুগ বারো বচ্ছর ধৈরা ফুল ফুটেনি সে বাগানে আইজ ফুল ফুট্যা চৌ-কড়[১৬] মঃকিয়্যা[১৭] দিয়াছে। অরা তখন সবভাই

৯ সুগলি -- সবগুলি।

১০ সাতপুর -- সাতপুরু।

১১ ত্যানা -- নাকড়া।

১২ ছাইল্যা -- এখানে ছেলে অর্থে ছেলে ও মেয়ে।

১৩ বিয়ালছে -- জন্ম দিয়াছে।

১৪ বোঁকা কলসী -- গলাভাঙ্গা কলসী।

১৫ ঝাররা হৈয়া -- অসংখ্য পরিমাণ।

১৬ চৌকড় -- চৌদিক।

১৭ মহকিয়্যা -- সুবাসিত।

মাল্যানীকে যাইয়্যা কহে, "মাল্যানী, মাল্যানী তোর বাগানে আইজ ঝাররা হৈয়্যা ফুট্যা আছে আর তুই বাড়ীত বৈস্যা আছিস।"

মাল্যানী কিন্তু কাহুকে কিছু কহে না চুপচাপ বৈস্যা বৈস্যা নিজ কপালের কথা ভাবে, হায় খোদা এমনি কপাল কৈরা আস্যাছিনু, আইজ এ্যাক যুগ বারো বছর থাইক্যা ফুল ফোটে না। শ্যাসম্যাস ঐ গাঁয়ের মোড়ল যায়্যা মাল্যানী ডাইক্যা কহিলে, মাল্যানী মাসি, মাল্যানী মাসি তোর বাগানে আইজ কত যে ফুল ফুট্যাছে তার কুনু সুমার নাই। তখন মাল্যানী ভাবলে মড়লতো হাঁর সেঁতে কুনুদিন তামাশা করেনি, দ্যাখাই যাইক।" এই কৈহ্যা এক্যাক পাঁ দু-পা হাঁটতে হাঁটতে যাইয়্যা দ্যাখে যে সত্যি আইজ অর বাগানে ফুল ফুট্যা সব জোন ?াক হৈয়্যা আছে। উ তখন গলা-কাপড়ি[১৮] দিয়া বাগানের চাইর কড় ?র‍্যা কহিতে লাগলো দেও আছো কি দৈত্য আছো হাঁর সামনে আইস্যা খাড়ো হও তোমার হামি ফুল চন্দন দিয়া সেবা যতন করবো। কিন্তু কাহুকি দেখতে না পাইয়্যা যখন ঘুর‍্যা যাচ্ছিলো তখন সাতটা নতুন হাঁড়ি দ্যাখে যে কান্দাতে লাইগ্যা আছে। উ তখন হাঁড়ি সাতটার এ্যাক এ্যাক কইরা মুখ খুল্যা দ্যাখে যে ছ-ছটা খুবি সুন্দর ছাইল্যা আর একটা মাইয়্যা ছাইল্যা। উ তখন ছাইল্যা সাতটা এ্যাক এ্যাক কইরা বাড়ী নিয়া চইল্যা আইল। মালীও ছাইল্যা পাইয়া আনন্দ করে। অর যে তো আর কুনু ছাইল্যা পিল্যা ছিল না। অরা ছিল বাঝা। মাল্যানী ত'ল কাজল দিয়া অরাকে মানুষ কৈর‍্যা তুলতে লাগল। অর যে লাইগ্যা দুধের উঠানা[১৯] লিয়া অবাকে ঠিক ঠিক খাওয়াতে লাগলো। আর এদিকে তো ফুল ফুটতেই আছে। ফুল আনে আর মালা গাইথ্যা বাজারে বিক্রি করে। ঐ মালা বিক্রি কৈরা দুধের দামও হয় প্যাটের দানাও[২০] জুটে। তারপর যখন ছাইল্যা গালা আর একটু বড় হৈয়্যা উঠলো, তখন মাল্যানী মালীকে কৈহা একটা গাইয়ের বন্দবস্ত[২১] কৈর‍্যা ফেললো। এমনি করতে করতে ছাইল্যা গালা যখন বড় হৈয়্যা উঠলো তখন অর যে কাছে-

---

১৮ গলা-কাপড়ি---গলায় কাপড় জড়াইয়া চলা।

১৯ উঠানা---নিয়মিত হারে কোন কিছু লওয়ার ব্যবস্থা।

২০ প্যাটের দানা--পেটের খাবার।

২১ বন্দবস্ত---ব্যবস্থা।

ভিতেই পাঠশালা ছিল ঐখানে লেখাপড়ার লাইগ্যা ভর্তি কৈর‍্যা দিলে। পাঠশালাতে আইসব্যার সুময় ভালো ভালো কাপড়-চুপুড় পহিয়া[২২] দ্যায়, দিগ্যা খাওয়ার খাওয়িয়্যা পাঠিয়্যা দ্যায়। ফের আবা[২৩] যখন বেলাটা চড়ে[২৪] তখন মালীকে দিয়্যা খাওয়ার পাঠিয়্যা দ্যায়। এমনি কৈরা যখন আরো বড় হৈয়্যা উঠলো তখন অরযে বহিনট্যা তো ছিল বড় উ করে কি দিনে লেখাপড়া[২৫] পরে আর বাইতে জ্যোতিষি শিক্ষা করে। ওরা কিন্তু মাল্যানীকে মা আর মালীকে বাপ কহে। একদিন পাঠশালাতে ছাল্যা পিল্যাতে ওরাকে মালী মাল্যানীর পৈড়া পাওয়া ব্যাটা বেটী কৈহ্যা বাগাইতে লাগলো, তখন বহিনটার মনে খটকা[২৬] লাগলো। ইকুন কথা, হার বাপ মা হৈল মালী মাল্যানী আর এ্যারা কহে কি যে, পৈড়া পাওশা। এ্যার মানেটা কি? এমনি কৈরা ভাবাচিন্তা কোরতে কোরতে আইস্যা আর আর দিনের মত মুখ হাত না ধুইয়া বিছ্যানে মুখ গুজ্যা পৈড়া থাকে। মাল্যানী তখন ভাবে ইকুন ব্যাভার[২৭], কুনু দিনই এমন করে না। তখন গা হাতে মাথায় হাত লাইড়্যা লাইড়্যা খুব আদর কইরা কহিতে লাগলো, কি হৈলো মা, কে কি গাল মন্দ দিয়াছে কহ। এমনি কৈর‍্যা যখন খুব সোহাগ করতে লাগলে তখন উ বিছ্যানে উঠ্যা বৈস্যা কহিলে, মা একটা কথা আছে, আইজ হারা যখন পাঠশালা থাইক্যা বাড়ী আসছিনু তখন আর সব ছাত্ররা কহাকহি করছিল তোমরা নাকিন[২৮] হারযে আসল মা-বাপ লও[২৯]। তোমরা হইল্যা কি হার যে পালিত বাপ মা। এই কথা শুন্যা মালিনী মনে মনে ভাবলে সর্বনাশ হৈয়াছে, কে তো এ্যার যে কানে যুদি সত্য কর‍্যা জান্যালায়[৩০] হামরা এ্যার যে আসল মা-বাপ লই তাহিলে

---

২২ পহিয়া---পরিয়ে।

২৩ ফের আবা---পুনর্বার।

২৪ বেলাটা চড়ে---বেলা দ্বিপ্রহর হয়।

২৫ লেখাপড়া---পড়াশোনা।

২৬ খটকা—সন্দেহ।

২৭ ব্যাভার---ব্যাপার।

২৮ নাকিন---নাকি।

২৯ লও---নও।

৩০ জান্যালায়--জানিয়া লয়।

তো এ্যারা বাড়ী থাইক্যা একদিন না একদিন নিচ্চয় চৈল্যা যাইবে। মাল্যানী তখন হাস্যা কৈহ্যা উঠলো, ছ্যাখতো মাইয়ার কথা—শুন্যা যেনে ক্যামন লাগছে। ক্যামন কের মা হবো, আপন মা হই। কিন্তু মাল্যানীর কথা শুইন্যা সন্দেহ অর গ্যালো না। তার এ্যাকটা কারণ আছে উ মিলিয়্যা মিলিয়্যা আগে দেখ্যাছে যে অর যে সাত ভাই বহিন কেহুই অর যে মা বাপের খমের[৩১] লয়। সেদিন তো কাইডা গেল কন্যা কিন্তু ভাবাচিন্তা কোরতেই থাকে। তারপরে এ্যাক রাইতে জ্যোত্তিষি গণনা কৈর‍্যা ছ্যাখে যে, খাঁটি কথা, এই মালিনী আর মালী অর যে আসল মা-বাপ লয়। তখন অর চিন্তা আরো বাঢ়্যা[৩২] গ্যালো। অর চিন্তা দেখ্যা অর ভাইর‍্যা তখন কহে, "ছ্যাখ বহিন তুই দিন রা'ত এ্যাকতো লেখাপঢ়া করিয়া তার উপরি যুদি সব সুময় ভাবিস তোর মাথাটাথা খারাপ হৈয়া যাইবে।" কিন্তু উ কাহরি কথায় কান ছ্যায়না। একদিন পাঠ-শালা থাইক্যা আইসব্যার সুময় ঘাটার উপরি এক বট গাছের লোদ[৩৩] বৈয়্যা ছয় ভায়ে ঝুল্লু[৩৪] খেলতে মাইত্যা[৩৫] গ্যালো তখন বহিনট্যা বটের গোড়াতে বৈস্যা থাইক্যা চিন্তা শুরু করলে। চিন্তার মধ্যে উ জ্যোত্তিষি কৈরা দেখলে যে অর বাপ-মা হৈলো কি যে অমুক রাজ্যের বাদশা। ছয় সৎমায়ে হিংসা কৈর‍্যা অরাকে তো নদীতে ভাসালছেই অর মা'র ফুলের বাগানে বোঁকা কলসিতে কৈরা পানি ঢুয়্যা শরীল[৩৬] পয়মাল হৈয়া গেছে। আর রাইত দিন চোখের পানিতে বুক ভাসাইছে। রাজার কন্যা তখন নিজের চোখ মুছ্যা অর ছয় ভাইকে ডাইক্যা কহিলে, আইজ হাঁরা এখ্যানে সুখে হাইস্যা[৩৭] খেল্যা কাটাছি আর ওদিকে হাঁর যে আভাগী মা একটা বোঁকা কলসীতে কৈর‍্যা রাজার ফুলের বাগানে পানি ঢুয়্যা ঢুয়্যা দিচ্ছে। রাজকন্যা এই কথা ছয় ভায়ের সমনে কহিলে, তখন ছয় ভাই ই অর মুখের দিকে তাকায়

---

৩১ খমের - চেহারার, আকৃতির।

৩২ বাঢ়্যা---বেড়ে।

৩৩ লোদ--ঝুরি।

৩৪ ঝুল্লু--দোলা।

৩৫ মাইত্যা--মাতিয়া।

৩৬ শরীল—শরীর।

৩৭ হাইস্যা--হেসে।

উ আর এ্যাকজোনার মুখের দিকে তাকায়। কেহুই কিছু বুঝ্‌তে পারলে না। ওরা ভাবলে, ই ক্যামন কথা, হঁার যে মা তো রোজ এ সুময়ে বাড়তে বৈস্যা বৈসা ফ্লের মালা গাঁথে। হঁার যে মা ক্যেনে রাজার ফ্লের বাগানে পানি ঢ্‌ইতে যাইবে। অরা ভাবলে কিচ্ছ্ নয়, খুববেশী পড়ার দরুন মাথা খারাপ হৈয়া গেছে। তখন অরা বহিনকে উত্তর করলে, ই কি রকম কথা কহিছ? তোমাকে কত্তবার কহ্যাছি অত পড়াশুন্যা করিও না তাও শুনল্যানা, এখন ল্যাও মাথাট্যা এ্যাকেবারেই খারাপ হৈয়া গেছে। ভাইয়ের যে কথা শুন্যা বইনটার আর চোখের পানি মানে না। দরদর কৈর্যা বহিতে লাগলো। ওর কান্দন দেখ্যা ছয় ভাই ভাবলে, কে জানি হৈলেও হৈতে পারে। উ-তো ক্ষের[৩৮] জ্যোতিষি জানে। গণনা কৈর্যা দেখলেও দেখতে পারে। তখন ওর বহিনট্যা তখনকার মত কুনু রকমে সাবুর[৩৯] দিয়্যা কহিলে, আচ্ছা এট্যা তো খুব ভালো কথা। সন্ধান লিয়্যা পরে দেখ্যা যাবে। কথা খাঁটি কি না? সেদিনকার মতন খেল্যা বাদ দিয়্যা সাত ভাই বহিন বাড়ীমুখে রওয়ানা দিলো। বাড়ীতে আইস্যা বহিনটার কথায় আস্তে আস্তে ভাই 'ছ' ঝোনাও ধৈর্যা লিলে যে মাল্যানী আর মালী অর যে নিজের মা বাপ লয়। তখন কন্যা একদিন ছয় ভাইকে নিয়া সল্লা করলে যে এমনিভাবে জাইন্যা শুন্যা লিচ্চুপ হইয়া বৈস্যা থাকলে চলবে না, অরযে মা বাপকে য্যামন কৈইর্যা হৈক বাহির করতে হৈবিই। ওরা সাত ভাই বহিনে সাত্তটা কাঠের ঘোঁড়া লিবে। এই কথা শুন্যা ম্যাল্যানী কহিলে, তোমরা কাঠের ঘোঁড়া লিয়্যা কি কৈরব্যা তোমরাকে হামি আসলি[৪০] ঘোঁড়া কিন্যা দিচ্ছি। তাও ওরা জৈড়[৪১] ধরলে যে না, ওরা কাঠের ঘোঁড়াই লিবে। তখন ম্যাল্যানী অরাকে মিস্ত্রিকে দিয়্যা সাতটা কাঠের ঘোড়া বানিয়্যা দিলে। তখন পাঠশালা থাইক্যা আইস্যা চাট্যা [৪২] কিছু মুখে ছ্যায় কি না ছ্যায় বাগানের ভিতরে যায়্যা কাঠের ঘোঁড়াতে চৈড়্যা এ্যাকঝোনা আর এ্যাকঝোনাকে টাইন্যা লিয়্যা ব্যাড়াই।

---

৩৮ উ-তো ক্ষের – ও কিনা।

৩৯ সাবুর--সবুর।

৪০ আসলি—আসল, খাঁটি।

৪১ জৈড়—আবদার সহকারে, কোন কিছুর জন্য বায়না ধরা।

৪২ চাট্যা---চারটা।

তার পরে একদিন মাল্যানীকে যাইয়্যা ওরা কহিলে, হামরা জঙ্গলে শিকার করতে যাচ্ছি। মা তুমি হাঁরযে লাইগ্যা ভাবা চিন্তা করিও না। মুখ আন্ধারী[৪৩] হৈতে না হৈতে বাড়ী চৈল্যা আসবো। ম্যাল্যানী তখন কি করে। সাত ভাই বহিনকে আচ্ছা তারাশে[৪৪] খাওয়াইয়্যা দিয়্যা ভালো কাপুড়-চুপুড় পহিয়্যা দিয়্যা বিদায় করলে। অরা তখন ঐ ঘোড়া সাতটাকে রশি ধৈর‍্যা ট্যাইনা দুরে জঙ্গলের ভিতর লিয়্যা গেল। যাইয়্যা ছয় ভাইকে উদ্দেশ কৈর‍্যা কহিলে, এ বেলাতেই হামরা হারযে বাপ মার খোঁজে বাহির হবো। এখন হামি যা যা কহি মন দিয়্যা শুনো। তোমরা যখন কুনু কিছু করতে যাইব্যা বিস্‌মিল্লাহ কৈহ্যা আরম্ভ কৈরব্যা। হাজার বিপদ আপদ আসুক না কেনে বিস্‌মিল্লাহ কহিতে ভুলব্যা না। আর যুদি ভুল্যা যাও তাহিলে আর বাঁচান নাই। উ তখন বিস্‌মিল্লাহ কৈহ্যা জ্যোতিষি কৈর‍্যা কাঠের ঘোড়া উড়তে লাগলো। ছাখ্যা দেখি ছ'ভাইও বিস্‌মিল্লাহ কৈহ্যা নিজ নিজ ঘোড়াতে চড়তেই ঘোড়া আকাশে উড়া দিলে। আগে আগে বহিন যায় আর ছ'ভাই যায় পিছ পিছ এমনি কোরিতে কোরিতে ওরা সাত ভাই বহিন ঠিক ঠিক অর বাপ-মার স্থাশে আইশ্যা হাজির হৈলো। তখন অরা ঘোড়া সাতটাকে লিয়্যা রাজার কাণ্টার কড়ে[৪৫] এক জঙ্গলের ধারে নামলে। নামিয়্যা যখন এদিক উদিক তাকিয়্যা দেখছে, হ্যান সুময়[৪৬] রাজার ছয় রাণী একটু আরাম বিরাম করতে চুল ছাইড়্যা ঘুরতে ফিরতে এদিকেই আসছে। অরা যেনে[৪৭] ছয় রাণীকে ছাখেনি এমনি ভাব ছাখিয়্যা রশি ধৈর‍্যা কাঠের ঘোড়া সাতটাকে টান্‌তে টান্‌তে পৈখরের কান্ধাতে লিয়্যা আইস্যা কাঠের ঘোড়া গালা[৪৮] উভুড় কৈর‍্যা কৈর‍্যা কহে, "খা ঘোড়া পানি খা"। এই সাত ঝোনাকে দেখাই ছয় রাণীর মনে গাওয়া[৪৯] দিয়্যা উঠলো, এরকম খমের তো ছাইল্যা পিল্যা আর দেখিনি।

৪৩ মুখ আন্ধারী--সন্ধ্যা।

৪৪ আচ্ছা তারাশে--খুব ভাল করিয়া

৪৫ কাণ্টার কড়ে--বাড়ীর পিছন দিক।

৪৬ হ্যান সুময়—এমন সময়।

৪৭ যেনে--যেন।

৪৮ গালা--গুলা।

৪৯ গাওয়া--স্থাওয়া।

তাহিলে কি এ্যারাই অর যে ভাসিয়্যা সেই সাত ছাইল্যা মাইয়্যা না কি? ওরা তখন আগিয়া আইস্যা কহিলে, "তোমরা তো দেখছি বোকারো অধম। কাঠের ঘোড়া কি কুনুদিন পানি খায়। তখন বহিনট্যা আগে বাঢ়্যা কহিলে, 'কাঠের ঘোড়া যুদি পানি না খায়, মানুষের প্যাট থাইক্যা কি কাঠের পোতলা জন্ম লাই'[৫০]। এই কথা শুন্যা ছয় রাণী কহাকহি কোরতে লাগলো কি যে সর্বনাশ কইর‍্যাছি। এ্যারা নিচ্ছয় সেই সাত মাইয়্যা ছাইল্যা ওরা তহন আর চালাচুলি[৫১] না কৈর‍্যা বাড়ীর মুহ[৫২] খুব্যা গ্যালো যায়্যা জলদি কৈর‍্যা দায়[৫৩]কে ডাইক্যা সগল বিত্যান্ত কৈহ্যা সাত ছাইল্যা মাইয়্যাকে মারার ফুন্দি করলে।

এদিকে বহিনট্যা জ্যোতিষি কৈর‍্যা দ্যাখে যে অরাকে মাইর‍্যা ফেলবার ব্যবস্থা করছে। তখন ভাইরাকে কহিলে, হাঁরাকে মারার লাইগ্যা ষড়যন্ত্র করছে। এখনই হারা যুদি না পালাই তাইলে তো হার যে মরণ অবধারিত। তোমরা ভাই জলদি ভাই নিজের নিজের ঘোড়া চৈঢ়্যা বৈস্যো আর খবরদার তোমরা বিসমিল্লা কহিতে ভুলব্যা না। যতক্ষণ আকাশে উড়্যা না যাও বিসমিল্লাহ্‌ কহিতে থাকব্যা, আর যুদি বিসমিল্লাহ্‌ কহিতে ভুল্যা যাও তাইলে কিন্তু আর বাঁচান নাই। এই কৈহ্যা ওরা কাঠের ঘোড়াতে চৈঢ়্যা আকাশে উড়া দিলে। এদিকে দায়তো আসলে[৫৪] ডাইনী ছিল। উ তখন দেখলে যে রাজার সাত ছাইল্যা উড়া দিয়্যা দিয়্যাছে উ তখন উড়ন্ত খাটলীতে কৈর‍্যা তাড়াতে শুরু কৈরলো। ওরা যতুই জোরে ঘোড়া ছুটাই ডাইনী ততুই আরো জোরে উড়া দ্যায়। দেখতে দেখতে ডাইনী অর যে ধৈরবার মতন হৈয়্যা গ্যালো। বহিনট্যা যায় আগে আগে আর ছয় ভাই যায় পিছু পিছু। বহিনট্যা তখন খালি[৫৫] কহে বিসমিল্লাহ, কহে আর উড়্যা চৈল্যা যায়। তারপর যখন খাটলী এক্কিবারে[৫৬]

---

৫০ লয়।

৫১ সাড়া শব্দ।

৫২ বাড়ীর দিকে।

৫৩ ধাই।

৫৪ প্রকৃত পক্ষে।

৫৫ শুধু।

৫৬ একেবারে।

কাছিয়্যা আইস্যা ওরাকে ধরবো ধরবো করছে, ছয় ভাই বিষম ভয় খাইয়্যা বিস্‌মিল্লাহ্‌ কহিতে ভুল্যা গ্যালো। য্যামন বিস্‌মিল্লাহ কহা ভুল্যা যাওয়া অমনি খাটলী যায়্যা অর যে ঘুঁটা ঘেরা লিলে। তখন ছয় ভাই হাড়মাড়িয়্যা[৫৭] ঘোড়া লিয়্যা এ্যাক জঙ্গলে পৈড়া গ্যালো। আর বহিনট্যা উড়্যা চৈলা গেল। ডাইনী তখন ঐ জঙ্গলে খাটলী নামিয়া ছয় ভাই বাস হরিণ হৈয়্যা চরতে লাগলো। ডাইনী খাটলী উড়িয়্যা বাড়ী ঘুর্যা চৈল্যা গ্যালো। বহিন তখন জঙ্গলের ভিতর ঘোড়া নামিয়্যা নাম্যা পড়লো। আর ঐ ছয় হরিণকে জোগাইতে লাগলো। গোটা দিনম্যান [৫৮] ছয় হরিণ এট্যা সেট্যা খাওয়াই তারপর মুখ আন্ধারি হৈয়্যা আইলিই এ্যাক্‌ জাগাতে ঠিক্যা[৫৯] দিয়্যা থুইয়্যা ছায়। এমনি করতে করতে ম্যালা দিন চৈল্যা গ্যালো, তখন ঐ জঙ্গলে ভিন দ্যাশের এক বাদশার ব্যা টা শিক্যারে আইলো। আইস্যা, ঐ হরিণ ছটাকে দেখতে পাইয়্যা বন্ধুক[৬০] লিয়্যা তাড়তে লাগলো। হরিণ ছটাকে দেখতে এথ্‌খি রকমের। বাদশার ব্যাটা তখন বন্ধুক দিয়্যা না মাইর্যা ধৈরব্যার লাইগ্যা লোকজন লিয়া তাড়তে লাগলো। হরিণ ছ'টা তখন বেঙাচি কাইট্যা[৬১] পালাইতে পালাইতে যেঠৈ[৬২] অরযে বহিন ছিল ঐ খ্যানে যাইয়্যা খাড়ো হৈয়্যা গ্যালো। বাদশাও তখন লোক লস্কর লিয়্যা হাজির হৈয়্যা গ্যালো। আইস্যা ছাখে তাজ্জব ব্যাপার এ্যাক জাগাতে ম্যালায় পালা কৈর্যা পাতা পালা ছাওযা আছে আর তারি ভিতরে একটা সিরলোক খাড়ো হৈয়্যা আছে। সিরলোকটার তালাম[৬৩] শরীল পাতার পালার মধ্যে, আর মুখ আর মাথাটা বাহিরে। এ জঙ্গলে ম্যালা দিন থাইক্যা থাইক্যা [৬৪] বহিনট্যার কাপড় চোপড়ের আব্র কৈহ্যা কুনু

৫৭ হুড়মুড় করে।

৫৮ সমস্ত দিন

৫৯ কোন জায়গায় একত্রে গরু বাছুর প্রভৃতি রাখলে তাহাকে ঠিক্যা দেওয়া বলে।

৬০ বন্দুক।

৬১ এঁকে বেঁকে।

৬২ যে ঠাঁই, যেখানে।

৬৩ তামাম।

৬৪ অনেক দিন হইতে থাকিয়া।

কিছু ছিল না। জঙ্গলের ভিতর কাপড় পাইবে কুণ্ঠে? পিন্ধনের[৬৫] কাপড় যখন ছিঁড়তে ছিঁড়তে ডোরা ডোরা হৈয়া গ্যালো উ তখন কুনু উপায় না দেখ্যা রাইতে কুন রকমে দু-চ্যারটা ফল ফলারি জোগাড় কৈর‍্যা করচা হৈতিই[৬৬] পাতার প্যালার ভিতরে ঢুক্যা গলা থাইক্যা মাথাটা উপুরি থুইতো। বাদশার ব্যাটা ছয় ভাইয়ের বহিনকে দেখ্যা পথ্থমে ঠাহর[৬৭] করতে কিছু পারলে না। পরে যখন কাছে আগিয়্যা গ্যালো তখন বুঝতে পারলে অসম্ভব সুন্দরী একটা মাইয়্যা লোক। তখন বইনট্যা কথা কৈহ্যা উঠলো, কহিলে, বাদশা নামদার আপনি যে হরিণ গ্যালাকে ধরতে আইস্যাছেন সেগল্যা[৬৮] হৈল হামারি পোষমানা হরিণ। হামি এ জঙ্গলে খালি[৬৯] ঐ ছয় হরিণের লাইগাই পৈড়্যা আছি। বাদশার ব্যাটা তখন উত্তর করলে, খনথায়[৭০] তুমি এ জঙ্গলে পৈড়া থাইক্যা দুঃখ পাইছো। তার চাহে তুমি তোমার ছয় হরিণকে লিয়্যা হামার ফুল বাগানে যুদি থাকো, তাইলে হরিণ গালাও ভালভাবে চৈর‍্যা ফির‍্যা খাইতে পারে। ঐখ্যানেতো কেহু শীকার করতে যাইতে পারবে না আর বাঘ ভাল্লুকও নাই। তুমিও পাঁচটা মানুষের সোঁতে থাইক্যা কথা বার্তা কৈহ্যা উঠাবশা করতে পারব্যা। বাদশার ব্যাটার কথা বহিনের মনে লাগলো, উ বাদশার ব্যাটার সোঁতে ছয় হরিণকে লিয়্যা চৈল্যা আইলো। আইস্যা বাদশার ফুল বাগানে মনের খুশীতে থাকতে লাগলো। এ্যাকদিন বহিনট্যা হরিণ গ্যালাকে যখন আদর করছিল তখন একটা হরিণের মাথা ঘুসব্যার সুময় মাথা থাইক্যা বাস--ঐ ডাইনীর জুড়ি খৈস্যা পৈড়্যা গ্যালো আর--উ অমনি মানুষ হৈয়্যা গ্যালো। তখন এ্যাকে এ্যাকে আর সব ভাইয়ের মাথা ঘুস্যা জুড়ি খসিয়্যা মানুষ করলে। কৈর‍্যা সাত ভাই বহিন রাজার দরবারে যাইয়্যা তার যে সব বিত্ত্যান্ত কৈহ্যা অর যে লাইগ্যা গিরিয়্যা বসন আর হাব গুবাগুবের[৭১] লাইগ্যা আরজি

---

৬৫ পরনের।

৬৬ ফরসা হইতেই।

৬৭ উপলব্ধি।

৬৮ সেইগুলো।

৬৯ শুধু

৭০ খমথায়--অযথা।

৭১ এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র।

পেশ করলে। বাদশা অর যে আরজি পুরান কৈর‍্যা দিলে। তখন ওরা সাত ভাই বহিন বৈর‍্যাগী সাইজ্যা গিরিয়া বসন পৈরহ্যা[৭২] গান গাহ্যা[৭৩] হাব গুবাগুব বাজাতে বাজাতে রওনা দিলে। তারপরে অর বাপমার ছাশে আইস্যা ধাঁটা-গহানে[৭৪] হাব গুবাগুব বাজিয়্যা গান গাহ্যা ব্যাড়াতে লাগলো। তার পর কথাটা ই কান হৈতে উ কান হৈতে হৈতে শ্যাসে বাদশার কানে গ্যালো। বাদশা তখন সাত বহিনকে দিয়া গান কৈরব্যার ব্যবস্থা করলে। ওরা তখন বাদশার দরবারে আইস্যা হাব গুবাগুব বাজিয়্যা বাজিয়্যা গান ধরলে। আর গানের মেদ[৭৫] দিয়্যা অর যে জন্মের কথা, মা বাপের কথা ছয় সৎ মা'র কথা, সগলি কৈহ্যা দিলে। বাদশা তখন তামান[৭৬] বুঝ্যা লিলে। তারপর ফুলের বাগান থাইক্যা অর যে মা কে মহালে লিয়্যা আনলে আর ছয় রাণীকে ফুলের গোড়ায় পানি ছেঁচতে লাগিয়্যা দিলে। তখন থাইক্যা সাত ছাইল্যা মাইয়্যাকে নিয়্যা মনের সুখে বাদশা নিজ বাদশাহি করতে লাগলো। এই খ্যানে হাঁর কাহনিও শ্যাস হৈয়্যা গ্যালো।

৭২ পরিয়া।

৭৩ গাহিয়া।

৭৪ রাস্তায়।

৭৫ মধ্য।

৭৬ তামাম।

পরিশিষ্ট

সংগ্রাহক-পরিচিতি

আঁটকুড়ে রাজার পালাগান ও কিস্‌সাগুলো যাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তাঁদের নাম ও পরিচিতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—

জিলা	নাম	ঠিকানা
রংপুর	মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	গ্রাম--বেল্‌কা, ডাকঘর--বেল্‌কা, জিলা--রংপুর।
মোমেনশাহী	উছেন আলী মিয়া	গ্রাম--করমলী ডাকঘর--কিশোরগঞ্জ, জিলা--মোমেনশাহী।
সিলেট	শ্রী রমেশচন্দ্র পাল	গ্রাম--সিদ্ধেশ্বরপুর ডাকঘর--মুন্সীবাজার জিলা--সিলেট।
টাঙ্গাইল	মোহাম্মদ আলী	গ্রাম--দেলডোয়ার ডাকঘর--দেলডোয়ার জিলা--টাঙ্গাইল।
রাজশাহী	ভুলু মোল্লা	গ্রাম--কৃষ্ণগোবিন্দপুর ডাকঘর--রামচন্দ্রপুর হাট জিলা--রাজশাহী।
ফরিদপুর	সোনামিয়া	গ্রাম—দুর্গাপুর ডাকঘর—শেখর জিলা—ফরিদপুর।